বুদ্ধদেব গুহ

আয়নার সামনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ১ ॥

মনে পড়ে, সেদিন লক্ষ্মী পূর্ণিমা ছিল। উত্তরপ্রদেশের বন ও পাহাড় ঘেরা অখ্যাত জায়গা তিতিরঝুমায় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছিল। আমি কলিকাতায় আসছিলাম ছুটিতে।

গরুরগাড়ি করে বারো মাইল পথ আসতে হত তখন আমার লাঠিয়ালিয়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে।

রাতের গাড়ি ধরব বলে বিকেল বিকেল বেরিয়ে পড়েছি। সঙ্গে চৌহান সাব। খড়ের উপর কম্বল বিছিয়ে তার উপরে বসে ছইয়ে হেলান দিয়ে আমরা গল্প করতে করতে আসছি।

বাইরে ফুট ফুট করছে জ্যোৎস্না। কাঁচা রাস্তা, তাই বয়েলগুলোর পায়ে পায়ে ও গাড়ির চাকায় ধুলো ছিটচ্ছে, কিন্তু উড়ছে না; কারণ শিশিরে ভিজে ধুলো ভারী হয়ে আছে। দু' পাশে কিতারী ও বজরার ক্ষেত—দূরে বিন্ধ্যাচলের পাহাড়ের রেখা দেখা যাচ্ছে—আদিগন্ত সমান উচ্চতায় একটা দেওয়ালের মত।

ধুলোর গন্ধ, শিশিরের গন্ধ, জ্যোৎস্নার গন্ধ, গরুর গায়ের গন্ধ, খড়ের গন্ধ, শিশির ভেজা বজরা ও কিতারীর গন্ধ মিলে একটা অদ্ভুত মিশ্র গন্ধ বেরুচ্ছে।

দেখতে দেখতে আমরা টুণ্ডুর মোড়ে পৌঁছলাম। গাড়োয়ান গাড়িটার মুখ ডানদিকে ঘোরাল। এবার আমরা পাহাড়ের সীমানায় তিতিরঝুমার মাঠে এসে পড়লাম। ধু-ধু মাঠের একদিকে পাহাড় আর অন্যদিকে বুটবুটিয়ার খাস জঙ্গল।

রাজিন্দর সিং গরুর গাড়ির পেছনের দিকে বসেছিল। গায়ের উপর আল্‌তো করে ফেলে রেখেছিল একটা দেহাতী কম্বল। রঙটা এখনো মনে আছে। সাদার উপরে কালো বড় বড় চেক। কম্বলের উপর, রাজিন্দরের কাটা কাটা অথচ ভাবুক মুখে চাঁদের নরম ভিজে

www.BanglaBook.org

আলো এসে পড়েছে। রাজিন্দর পথের পেছনের গাছ-গাছালি, চন্দ্রালোকিত ধু-ধু প্রান্তর ও দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে যেন কি ভাবতে ভাবতে চলেছে।

একটা সাদা লক্ষ্মীপেঁচা পথের পাশের একটা ঝাঁকড়া বাবলা গাছ থেকে উড়ে এসে নিঃশব্দে আমাদের চলমান গরুর গাড়ির উপরে চক্রাকারে উড়তে উড়তে অনেকখানি এল, তারপর আবার ফিরে গিয়ে সেই গাছে বসল।

হঠাৎ রাজিন্দর বলল, নিজের মনেই, আমার দিকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, কী সুন্দর আমাদের দেশটা, না বেণীবাবু? বড় সুন্দর এই দেশটা। এদেশের মানুষগুলো, মানে আমরা সকলে যদি এই দেশের মত হতাম?

আমি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, দেশের মত সুন্দর মানে?

—ও বলল, শারীরিক সৌন্দর্যর কথা নয়, সুন্দর হত যদি সব মিলিয়ে, যদি মানুষের মত মানুষ হত।

—মানুষের মত মানুষ মানে তুমি কি বলতে চাইছ? মানুষ ত আমরা সকলেই। কি? আমরা মানুষ নই?

—রাজিন্দর আমার দিকে মুখ ফেরাল এবার, বলল, কই? দেশে মানুষ কই? মানুষের মত মানুষ কই?—আমরা সকলেই, বেশিরভাগই ত মানুষের ছাঁচ মাত্র। কিছু বদ্ রক্ত, কিছু জল, কিছু মেদ, কিছু অস্থিচর্মের সমষ্টি—কতগুলো ছাঁচে-ফেলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জঞ্জাল। এই কোটি কোটি লোকের মধ্যে মানুষ ক'জন আছে বল?

গরুর গাড়িটা একটা কালভার্টের দিকে এগোচ্ছিল।

হঠাৎ গাড়োয়ান চাপা ভয়ার্ত গলায় বলল, কালভার্টের উপরে মাথা-মুখ চাদরে ঢেকে কয়েকজন লোক বসে আছে। মনে হচ্ছে ডাকাত।

এই তিতিরঝুমার মাঠ ডাকাতির জন্যে কুখ্যাত। ডাকাত অবশ্য আমার কাছে নেবেই বা কি?—তবে জামা-কাপড় ও গত এক বছরে সামান্য মাইনে থেকে যা সঞ্চয় করেছি সবই সঙ্গের স্যুটকেসে আছে—নিয়ে গেলেই গেল।

www.BanglaBook.org

গাড়োয়ান গাড়িটাকে ভয়ে দাঁড় করিয়েই ফেলল।

রাজিন্দর ধমক দেওয়ার গলায় ওকে শুধোল, রোকা কিউঁ ?

গাড়োয়ান উত্তরে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, হুজৌর।

রাজিন্দর ধমকে একটা গাল দিয়ে বলল, তোর ভয়টা কি ? তোর না আছে বুকের ভিতরে কিছু না বাইরে কিছু—তোর আবার ডাকাতের ভয় কি রে শালা ? তারপরই বলল, গাড়ি হাঁকা—সোজা হাঁকিয়ে ওদের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করা—তারপর ওদের দেখাচ্ছি—ওরা জানে না, গাড়িতে আমি আছি।

দেখতে দেখতে গাড়িটা প্রায় কালভার্টের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ভয় যে আমার একেবারে করছিল না, তা নয়, ভয় লাগলেও রাজিন্দর সঙ্গে থাকলে ভয় আবার লাগেও না।

গাড়িটা থমকে দাঁড়াল। গাড়িটা দাঁড়াতে দেখেই লোকগুলো উঠে দাঁড়াল।

প্রত্যেকে ছ' ফুটের উপর লম্বা। এ অঞ্চলের কোনো লোকই বোধহয় ছ' ফুটের কম নেই। পরনে সব মালকোঁচা-মারা ধুতি, দেহাতী খদ্দরের জামা, গায়ে ভারী দেহাতী চাদর। পায়ে নাল-বসানো নাগরা জুতো। হাতে সাত ফুট লম্বা কোঁৎকা কোঁৎকা লাঠি।

রাজিন্দর তার গম্ভীর কিন্তু চিলের মত তীক্ষ্ণ গলায় একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ওদের দিকে। বলল, তু লোগ্ কওন হো, হো ?

ওরা সমস্বরে হেসে উঠল।

সেই চাঁদের আলোয় তিতিরঝুমার মাঠে দাঁড়ানো আপাদমস্তক ঢাকা লোকগুলোকে ভৌতিক বলে মনে হল।

ওরা হেসে বলল, তেরা বাপ হো।

রাজিন্দর নিরুদ্বেগ ঘৃণা ভরা গলায় বলল, তু লোগ্ সব কুত্তে হো কুত্তে। তারপরেই ওদের সকলের সহোদরাদের প্রতি অশ্লীল একটা উত্তরপ্রদেশীয় উত্তপ্ত উক্তি করে বলল, জানসে বাঁচনে চাহতে ত আভভি রাস্তে ছোড়ো, নেহি তো সব শালে লোঁগোকো গোলিসে ভুঞ্জ দিয়া যায় গা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকগুলো নড়ল না। যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়েই রইল।

বলদ দুটো নিরুদ্বেগ নিষ্কম্প চোখে লোকগুলোর দিকে চেয়ে জাবর কাটতে লাগল।

রাজিন্দর তেমনি বসে বসেই, একটুও উত্তেজিত না হয়ে, একটুও না নড়ে বলল, ম্যায় কই বাঁতে দোবারা নেহি কহতা হুঁ—রাস্তে ছোড়ো কুত্তেকো বাচ্চে—।

হঠাৎ লোকগুলোর মধ্যে একটা চমক খেলে গেলো—জলের তলায় চমকে ওঠা এক ঝাঁক মাছের মত ওরা দলবদ্ধ হয়েই নড়ে উঠল—তার পর সেই জ্যোৎস্নার মধ্যে ওরা পথ ছেড়ে বুটবুটিয়ার জঙ্গলের দিকে নিঃশব্দে চলে যেতে লাগল।

—ওদের মধ্যে কে যেন চাপা শ্রদ্ধামিশ্রিত গলায় বলে উঠল, চৌহান সাব। আর একজন বলল, জলদি ভাগ্। আজ জান্‌সে বাঁচ গায়ে।

স্টেশনে পৌঁছে আলো ঝলমল ওভারব্রিজ পেরোবার সময় আমি ভাল করে তাকালাম রাজিন্দরের দিকে। পায়জামা আর সবুজ খদ্দরের পাঞ্জাবী পরা সুপুরুষ ভাল মানুষ দীর্ঘদেহী রাজিন্দরকে দেখে কে বিশ্বাস করবে যে একটু আগে ডাকসাইটে ডাকাতের দল তার নাম শুনেই পালিয়ে গেছে।

একটু পর রাজিন্দর চলে গেল।

ট্রেন এলে উঠে পড়লাম। প্রথমে বসার জায়গাও ছিলো না। এক স্টেশন পরে জানালার পাশে একটা চেয়ার খালি হল। বসে পড়লাম।

জানালায় বসে বসে ভাবতে লাগলাম। ভাবনার পাখি নানা জায়গা ঘুরে এসে আবার রাজিন্দরের দাঁড়ে বসল।

আমার পরিচয় দেবার মত কিছুই নেই। নানারকম কসরৎ করে টুইশানি করে কোনোরকমে বি. এস-সি-টা পাশ করেছিলাম। এই নয় যে আমার অবস্থা স্বচ্ছল হলেই আমি মেধাবী হতাম। মেধাবী আমি কোনোকালেও ছিলাম না। কোনোরকমে না-টুকে সাধারণভাবে বি-

www.BanglaBook.org

এস-সি-টা পাশ করেছিলাম। তারপর এই বিশ্বটাঁড় জায়গায় একটা লাইমস্টোন কোয়ারীতে চাকরী নিয়ে আসি। বিয়েটিয়ে করা হয়নি প্রধানত স্বচ্ছলতার অভাবে, দ্বিতীয়ত সাহসের অভাবে। বিধবা মার খরচ ও আমার খরচ চলে যায় কোনোরকমে যা পাই তাতে। রোজকার দিনের কথা ভেবেই দিন চলে যায়—কখনো নিজের চাকরি, নিজের মালিক, নিজের মা, নিজের বন্ধু-বান্ধব এসবের বাইরের কোনো ভাবনা মাথায় স্থান দিই নি—বরাবর জেনেছি যে এসবের বাইরে যে কোনো ভাবনাই 'বড় ভাবনা'—যা আমাকে মানায় না।

গত এক বছর হল রাজিন্দরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমার মাথায় যেন ভাবনার ভূত চেপেছে। আমাদের দেশের কথা, আমার দেশের লোকের কথা, ঘুরে ফিরেই মনে পড়ে যায়। হয়ত রাজিন্দরের সঙ্গ-দোষেই এমন হয়েছে, ও সব সময় বলে, কোনো ভাবনাই বড় ভাবনা নয়—আমরা সকলেই এ ভাবনাগুলোকে পরের ভাবনা বলে এড়িয়ে যাই বলেই ত আমাদের দেশের এই দশা। ও বলে, এ পোড়া দেশ আমার তোমার প্রত্যেকের কাছে কিছু না কিছু আশা করে।

অথচ ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে, রাজিন্দর যে পরিবেশে থাকে, যেভাবে থাকে, ওর যা সঙ্গীসাথী তাতে ও এত সব কথা ভাবে কি করে?

ও কোনো পার্টি করে না, ওর নেতা হবার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, এম-এল-এ বা এম-পিও হতে চায় না। অথচ ও সব সময় এমন সব ভাবনা ভাবে, এমন সব কাজ করে, তা সাধারণ বুদ্ধিতে ওর এক্তিয়ারের বাইরে থাকা উচিত।

রাজিন্দরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমার জীবনের মানে যেন বদলে গেল। জীবন মানে যে শুধুই চাকরী করা নয়, শুধুই নিজের পোস্টঅফিস-সেভিংস অ্যাকাউন্টের দিকে চোখ চেয়ে থাকা নয়, নয় নিজের স্ত্রী নিজের ছেলেমেয়ের গণ্ডীর মধ্যে দিন কাটানো, তা যেন ওকে দেখে আমি আস্তে আস্তে শিখছি। ওকে যতই দেখছি, ততই ওর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসছে। কেবলি আমার মনে হয়,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজিন্দরের মত গোটা কয়েক লোক এ দেশে থাকলে এ দেশের চেহারাটা বুঝি অন্যরকম হত।

রাজিন্দরের সঙ্গে আমার আলাপটা একটা দুর্ঘটনা বই আর কিছুই নয়। কারণ এই জঙ্গল পাহাড় ঘেরা নির্জন প্রবাসে আমার ডেরা থেকে তিনি মাইল দূরে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে এককালীন এক অত্যাচারী জমিদারের উদার বিনয়ী ও সাহসী পুত্রের সঙ্গে আমা হেন একজন বাঙালী খনি-বাবুর পরিচয়কে দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলতে পারি ?

বাবা মারা যাবার পর বাবার বন্দুকটা আমার নামে ট্রান্সফার করিয়ে নিয়েছিলাম !

মাছের রক্ত দেখেই আমার মন খারাপ করে, তাই বন্দুকে রক্ত লাগাবার অভিপ্রায়ে আমি ওটাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসি নি। কিন্তু এখানে আসার পরই আমার বেয়ারা ধক্কনলাল কেবলি আমাকে উস্কানি দিতে লাগল, সাহাব একঠো বরহা মারকে দিজিয়ে।

শ্রীমান ধক্কন আমাকে নিয়ে এক রবিবার খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের ডেরা থেকে মাইল খানেক হাঁটিয়ে নিয়ে পাহাড়ের উপরের মালভূমির একেবারে এক কোণায় এনে দাঁড় করাল।

সেই মুহূর্তে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চোখ-পড়ায় আমি আমার অতীত ভবিষ্যৎ সব কিছুর কথা বিস্মৃত হয়ে চুপ করে তাকিয়ে রইলাম।

আমি কলিকাতার গলিতে ক্যাম্বিসের বল দিয়ে ক্রিকেট খেলেছি, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা দেখতে গিয়ে জামা ছিঁড়ে, জলে-ভিজে, মাউন্টেড পুলিশের তাড়া খেয়ে বাড়িতে ফিরেছি, পাশের বাড়ির ফার্স্ট-ইয়ারে পড়া মেয়ে রুমাকে নিষ্ফল প্রেমপত্র লিখে ইট বেঁধে ছুঁড়ে দিয়েছি—এই সবই আমার অভিজ্ঞতার অভিধানে ছিল অ্যাডভেঞ্চারের পরাকাষ্ঠা। এই নিসর্গ দৃশ্যের সৌন্দর্য এবং ভয়াবহতার সম্মুখীন হওয়ার মত কিছু যে এ দেশে থাকতে পারে এমন ধারণাও আমার ছিলো না।

www.BanglaBook.org

আমি বহুক্ষণ বন্দুক কাঁধে স্তব্ধ হয়ে সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

জায়গাটা বেহড় মত। মালভূমি এখানেই শেষ হয়ে গেছে—তার নীচে এক বিস্তীর্ণ আদিগন্ত উপত্যকা। উপত্যকার তিনদিক পাহাড়-ঘেরা, একদিকের শেষ দেখা যায় না। ছোট ছোট টিলা আর ঝোপ-ঝাড় ঝাঁটি জঙ্গলে উপত্যকাটি ভরে আছে—পাহাড়ের কোলে কোলে নেমে এসেছে গভীর জঙ্গলের সবুজ রোমশ হাত। সময়টা বর্ষাকাল ছিল—পাহাড় থেকে নেমে-আসা তিনচারটি নালা উপত্যকাটিকে কাটা-কুটি করেছে।

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে—কিন্তু এখন বর্ষার উজ্জ্বল রোদ পাহাড়, নদী এবং উপত্যকার নরম হালকা সবুজ মখমলের মত ঘাসে বেঁকা হয়ে এসে পড়েছে। এখানে-সেখানে একদল নীলগাই ইতস্তত ঘুরে ঘুরে খুঁটে খুঁটে ঘাস খাচ্ছে। রোদের লাল, উপত্যকার সবুজ, নীলগাইয়ের মেঘ মেঘ রঙ এবং আকাশের নীল সব মিলে মিশে কী যে এক অপূর্ব ছবির সৃষ্টি হয়েছে কি বলব।

এক ঝাঁক টিয়া যৌবনের দূতীর মত পুলকভরা ডাক দিতে দিতে, সে ডাক আমার মাথার মধ্যের সমস্ত কোষময় ছড়িয়ে দিয়ে এত বছরের সমস্ত শ্যাওলাধরা জমে-থাকা অসাড় ভাবনাকে ছিটিয়ে দিয়ে, কী যেন এক নতুন অনাস্বাদিত অনাঘ্রাত সবুজের রাজ্যে আমাকে হাতছানি দিয়ে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সেখানে দাঁড়িয়েই রইলাম।

ধক্কনলাল বলল, ঈ সব চৌহান সাহাবকা এলাকা হ্যায় হুজৌর। চলিয়ে, হামলোগ ছুঁইয়ে পর চলেঙ্গে।

পাকদণ্ডী পথ দিয়ে উপত্যকার মধ্যে নেমে পড়ার পর বুঝলাম জায়গাটা কতখানি সুন্দর, আর কত ভয়াবহ।

উপরে দাঁড়িয়ে শুধু চোখে যতটুকু দেখা যায়, ততটুকুই দেখে-ছিলাম। নীচে নেমে এসে আমার চোখের সঙ্গে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ও ঝুমঝুমির মত আনন্দে বাজতে থাকল। পৃথিবীতে যে

www.BanglaBook.org

এত ভালোলাগা আছে, যে এমন সুন্দর জায়গা আছে, চৌহান সাহেবের এলাকার মধ্যে ঢুকে না পড়লে বুঝি জানতে পেতেম না।

প্রায় মাইল খানেক হেঁটে গিয়ে আমরা একটা বড় বজরা ক্ষেতের কাছে এলাম। তখন রোদের তেজ যে শুধু পড়েছে তাই-ই নয়, আকাশে আবার মেঘের ঘনঘটা শুরু হয়েছে।

ক্ষেতের পাশে একটা টিলা—ছোট টিলা, তার মাথায় একচালা খাপরার একটি ঘর। টিলায় উঠতে উঠতে ধক্কন ডাকল, এ বাজীরাও, বাজীরাও ভাইয়া।

বাজীরাও নামধারী লোকটি বেরিয়ে এল, এসেই পরনাম্ জানিয়ে একটা চারপাই বের করে বসতে দিল। তারপর একটু দেহাতী গুড় আর জল খেতে দিল। বলল, সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুয়োর আসবে বজরা ক্ষেতে।

বাজীরাওই বলল, শুয়োর ত একটা দুটো আসে না বাবু, দল বেঁধে আসে। এখনো সময় আছে, রাজিন্দরবাবুর ওখানে গিয়ে চা-টা খেয়ে আসুন, আর রাজিন্দরবাবুকেও নিয়ে আসুন যাঁর জন্যে আমরা এখানে আছি এবং বেঁচে আছি।

বাজীরাও-এর বাড়ি থেকে আধ মাইল আসতেই দূর থেকে চোখে পড়ল একটা প্রাচীন গড়ের মত বাড়ি। দেখলে রাজবাড়ি বলে মনে হয়, এখন ভেঙে গেছে, রঙ উঠে গেছে কবে যেন, বৃষ্টিতে রোদে এক-কালীন প্রাসাদে এখন আবার পাহাড়ের নিজের রঙ ফিরে এসেছে।

বাড়িতে ঢুকে মনে হল না কোনো লোক থাকে বলে, তারপর বাইরের চত্বর পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই দেখা গেল অন্য চেহারা। অনেক লোক কাজ করছে। নানারকম কাজ। কেউ গোরুকে খাবার দিচ্ছে, কেউ শুকাতে দেওয়া বীজ ঘরে তুলেছে, কেউ সারের বস্তা সাজিয়ে রাখছে।

আমাদের দেখে ভিতর থেকে একজন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ বেরিয়ে এলেন। পরনে মালকোঁচা-মারা ধুতি, তার উপর খদ্দরের পাঞ্জাবী। আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন চারপায়ার উপর। চারি-

www.BanglaBook.org

পায়াটা বাজীরাও-এর চারপায়ের চেয়ে কিছুমাত্র ভাল নয়। তবে তাতে ছারপোকা ছিল ; এতে নেই ; তফাৎ এই।

সব শুনে উনি হাসলেন। বললেন, আপনাকে এখন ছাড়া হচ্ছে না। শুয়োর অন্য লোক মেরে দেবে। আমি তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার আজ এখান থেকে যাওয়া চলবে না। এখানে অতিথি এলে তাকে ছাড়া হয় না।

সেই এক রাত ছিলাম চৌহান সাহেবের সঙ্গে। তাঁর ব্যবহার, অন্যদের সঙ্গে তাঁর আচরণ, তাঁর অতিথিপরায়ণতা এ সব কিছু ছাপিয়ে যে কথাটা আমার মনে সে রাতে চিরদিনের জন্যে দাগ কেটে বসেছিল তা হচ্ছে যে, চৌহান সাহেব একজন আদি ও অকৃত্রিম মাটির লোক, এই দেশের লোক, একজন খাঁটি লোক। এমন লোক সচরাচর দেখা যায় না।

সেই এক রাতের আলাপেই চৌহান সাহেব আমার কাছে রাজিন্দর হয়ে গেলেন।

সেই দিনের পর প্রায় প্রতি সপ্তাহের শেষেই ওখানে গিয়ে থেকেছি, খেয়েছি দেয়েছি আর দিনে দিনে শ্রদ্ধা বেড়েছে আমার লোকটার উপর। মনে হয়েছে লোকটা ছদ্মবেশী সাধু—একটা খেয়ালি প্রতিভা, যে তার সারা জীবন তার আশপাশের লোকের জন্যে, তার সুন্দর দেশের জন্যে উৎসর্গ করবে বলে মনস্থ করেছে। পায়রা-ওড়ানো বাইজী-নাচানো পিতা-পিতামহর বংশধর হয়ে লোকটা এমন অদ্ভুত হল কি করে ভাবলেও অবাক লেগেছে। কিন্তু দিনে দিনে তার আকর্ষণ আমার কাছে শুধু দুর্নিবারই হয়ে উঠেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ২ ॥

এবারে কলিকাতা যেন অসহ্য লাগছিল, অথচ কখনো ভাবি নি যে কলিকাতা খারাপ লাগতে পারে আমার। বাসের জন্যে ধর্মতলায় অপেক্ষা করতে করতে, থলে হাতে বাজারে গুঁতোগুঁতি করতে করতে ভিড়ের চাপে, ডিজেলের ধোঁয়ায়, লক্ষ লোকের ঘামের গন্ধে অতিষ্ঠ হতে হতে কেবলি ভেবেছি কবে আবার ফিরে যাব—তিতিরঝুমার মাঠে বুটবুটিয়ার জঙ্গলে এবং রাজিন্দরের সেই স্বপ্নময় উপত্যকায়।

ফিরে এসেই সে সপ্তাহেই রাজিন্দরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ওরও যেন অনেক কথা জমে ছিল। কত কথা যে দুজনে বললাম, তার ঠিক নেই।

রাজিন্দর বলল, খুব একটা ভাল খবর আছে। পিয়াসা নদীর উপর ড্যাম বানানো হচ্ছে। এখানের জননেতাদের, মুরুব্বীদের ধরাধরি করে অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি। আর মাসখানেকের মধ্যেই কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। এই ড্যামটা হয়ে গেলে আমার এই পুরো এলাকার আর দুঃখ থাকবে না।

মুশকিল কি জানো বেণীবাবু, লোকগুলোর আত্মসম্মান জ্ঞান নেই। বেশির ভাগ লোকেরই নেই। না বড়লোকের, না গরীবের, না শিক্ষিতের, না অশিক্ষিতের। আত্মসম্মান না থাকলে কি নিয়ে বাঁচব আমরা বল?

পিয়াসা নদীর উপর দশ লাখ টাকা খরচ করে যে ড্যাম তৈরি হবে তার কনট্রাক্ট পেয়েছেন পাণ্ডেবাবু। রনধীর পাণ্ডে। পাণ্ডেবাবুর বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নীচে, কিন্তু এ বয়সেই তিনি প্রচুর অর্থ রোজগার করেছেন। স্টেশনের কাছে তার প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ির ন্যাংটা ও রঙিন ফ্লুরোসেণ্ট বাতিগুলো পথে যেতে আসতে চোখে পড়ে। একটা ইটের ভাঁটাও করেছেন। উত্তরপ্রদেশ সরকারের ইণ্ডাস্ট্রিজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিপার্টমেণ্টে ঘোরাফেরা করছেন কিছুদিন হল একটা সুগার মিলের লাইসেন্স যোগাড় করার জন্যে। এ অঞ্চলে আখ (কিতারি) প্রচুর পরিমাণে হয়। পিয়াসা নদীর ড্যাম হয়ে গেলে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে কোনো চিন্তা নেই—এখানেই একটা ছোট জেনারেটিং স্টেশন হবে। তারপর সেচের জল এবং বন্যা নিবারিত হলে চাষের পরিমাণও অনেক বেড়ে যাবে।

এ ক'দিন হল পাণ্ডেবাবুর কাছে প্রায় রোজ যাতায়াত করছে রাজিন্দর। ওর খুব আনন্দ। এখানে ড্যাম হবে, সুগার মিল হবে, মিলের চিমনি দেখা যাবে দূর থেকে। সকাল-বিকেলে বুকের মধ্যে আনন্দের বাঁশী বাজিয়ে মিলের সাইরেন বাজবে। দলে দলে লোকে কাজ করতে যাবে—অসংখ্য বেকার লোক—অর্ধ-নিয়োজিত লোক—বসে বসে হাড়ে মরচে-পড়ে যাওয়া লোক চাকরি পাবে। মিল ছুটির পর সাইকেলের ঘন্টি বাজবে ক্রিং ক্রিং করে—ওরা সব ওদের সম্মানের রুজী-রোজগার করে, মেহনত করে টাকা আনবে ঘরে। সন্ধ্যের পর আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে বাজরার কেন, তখন গমেরই রুটি খাবে। সপ্তাহে এক দু'দিন ভাতও খেতে পারে। ওদের কোয়ার্টার গড়ে উঠবে, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, স্কুল সব কিছু হবে। রাজিন্দর বলে, সব হবে, হবে না কেন? সব হবে। বিশ্বাস থাকলে, আত্মসম্মান থাকলে সব হয়, অপেক্ষা করতে হয়, তার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, এবং এ সব করলে যা হবার তা হয়ও।

রাজিন্দর আজকাল প্রায়ই শহরে যায়—। যাতায়াতের পথে আমার এখানে কখনো সখনো থামে। মাঝে মধ্যে আমার বাঙালী রান্না খেয়ে যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, রাজিন্দরের সঙ্গে মেশার পর আমি অনেক বেশি কর্তব্যনিষ্ঠ হয়েছি। আসলে দোষটা আমার রক্তের। বাবাকে ছোটবেলা থেকে শুনেছি বাড়ি ফিরে মাকে রসিয়ে গল্প করতে, সেদিন কি করে বড় সাহেবকে ধোঁকা দিলেন, কি করে অফিসের চেয়ারে কোট ঝুলিয়ে রেখে দুপুরে ম্যাটিনী শো দেখে এসে আবার বিকেলে ওভার-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টাইম করতেন। বাবা মাইনেও তেমন পেতেন না অথচ রূপো বাঁধানো হুঁকোয় হুঁকো খেতেন, সিল্কের জামার উপর গরমে তসর ও শীতে আলপকার কোট পরতেন, দু' বেলা মাছ ছাড়া আমরা কখনো খাই নি, এবং বাবা রিটায়ার করার আগেই উত্তর কলিকাতার এক অজ্ঞাত পল্লীতে একটা ছোটখাট বাড়িও করে ফেলেন। বাবা প্রায় রোজই বলতেন, ওঁর অফিসের সাহেবদের সম্পর্কে—শালারা আমার দাম বুঝল না। তাই নিজেই দাম করে নিতে হল।

স্কুল-কলেজে ক্লাস কাটাকে বরাবরই বাহাদুরী বলেই জেনেছিলাম। পরীক্ষার প্রশ্ন বেছে বেছে পড়ে ও পরীক্ষার পনেরোদিন আগে তা মুখস্থ করে কোনোরকমে পাস করে যাওয়াটাই বুদ্ধিমত্তার পরম পরাকাষ্ঠা বলে বিশ্বাস করেছিলাম। এখানে চাকরি পাওয়ার পর মোটাসোটা ভালো-মানুষ মালিক যখন বললেন, দেখিয়ে, বাবু বাঙালীদের আমি বহত্ পসন্দ করি—আপনাদের মাথা সাফ্ আছে—আপনারা ইমানদারও আছেন। এই লাইমস্টোনের কারবার আপনারই ওপরে থাকল—আমি দেখতে পারব না, আমার সময় নেই। ভাল করে দেখলে আপনারই থাকল, ভাল করে না দেখলে—লোকসান হয়ে উঠে গেলে আপনার চাকরিটাও কোম্পানির সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

তখন মাথা নেড়েছিলাম, মনে মনে বলেছিলাম, হ্যাঁরে শালা, সব জানা আছে। মুনাফা ভাল হলে কত দিবি আমাকে? তোর জন্যে আমি এত সব করতে যাব কেন? কি দরকার আমার? চাকরি করি, চাকরি রক্ষা করতে যতটুকু মিনিমাম এফর্টের দরকার তাই-ই করব। তার বেশি একটুও না।

কিন্তু তখন আমার একবারও মনে হয়নি যে চাকরীটা ত শুধু চাকরিই নয়, সেটা আমার ক্ষমতা, আমার কৃতিত্ব প্রদর্শনের একটা ক্ষেত্রও ত বটে। আমি যে পারি, আমি যে ভাল করে পারি, এটা ত আমার নিজেরই জানা উচিত। তাছাড়া পরের জিনিস যত্ন করে, নিজের ভেবে যদি না বাড়াই, না বড় করি; তবে যদি কখনো নিজের কোনো জিনিস হয় তাই-ই বা রাখব কি করে? তখন আমার একবারও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে হয় নি, যে ফেল করতে করতে বেঁচে যাওয়া-আমি বড়-পিসেমশাইর দৌলতে এই চাকরিটা পেয়ে কী দারুণ হতাশার হাত থেকে বেঁচে গেছিলাম।

এবারেও ছুটিতে গিয়ে কলিকাতায় দেখলাম আমার সঙ্গে পাশ করা আমার কত মেধাবী সহপাঠীরা এখনো সাঙ্গুভ্যালি রেস্টুরেন্টে ডাবল-হাফ চায়ের অর্ডার দিয়ে সিগারেট হাতে এক গাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে বসে আছে। পরীক্ষা পাশের চার বছরের মধ্যেও বেচারীদের কোনো চাকরি জোটে নি। অথচ ওদের পিসেমশাই ছিলো না, এবং আমার ছিল। তাই ওরা পড়াশুনায় আমার চেয়ে অনেক ভাল হয়েও আজও ওরা বেকার।

আসলে রাজিন্দর ঠিকই বলে, বলে যে এদেশে যাদের চাকরি আছে, ব্যবসা আছে, কিছু একটা করার আছে, তাদের তা ভাল করে না-করাটা ক্রিমিনাল অফেন্স্।

এবার ছুটিতে গিয়ে—যে-রুমাকে একদিন ইটের টুকরো মুড়ে প্রেমপত্র ছুঁড়েছিলাম, সেই রুমাকে দেখলাম। আমার সুন্দরী প্রেয়সী কেমন বুড়ি হয়ে গেছে।

বি-এ পাশ করে পাড়ার করপোরেশন প্রাইমারী স্কুলে একটা চাকরী পেয়েছে। আমি যখন ওকে প্রেমপত্র দিয়েছিলাম ও তখন সাধন সরকার বলে আমাদেরই বন্ধু, পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করছিল। সাধন আমার সঙ্গে পড়ত, বরাবর পড়াশুনায়ও আমার চেয়ে অনেক ভাল ছিল, চেহারাও অনেক সুন্দর ছিল। পড়াশুনায় ভাল ছিল, কিন্তু এমন ভাল ছিল না যে ন্যাশনাল স্কলারশিপ্ পায়। কোনো টেকনিক্যাল লাইনেও যেতে পারেনি পয়সার অভাবে। তাই সাধনও সাঙ্গুভ্যালির অন্যদের একজন হয়ে গেছিল। পুজোর সময় সাধন প্যাণ্ডেলের পাশে প্রতি বছর তেলে-ভাজার দোকান দেয়—এই অপরাধে নাকি রুমা তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল।

শুনে আমার এত ভাল লাগল সাধনের জন্যে এবং এত খারাপ লাগল রুমার কথা ভেবে যে কি বলব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের বাঙালী মেয়েরা কবে যে সাধনের মত ছেলেদের বুঝবে, ভালবাসতে শিখবে, তা জানি না।

আমার সাধনের জন্যে খুব গর্ব হল—সেই সমস্ত ছেলেদের জন্যেই হয়, যারা পড়াশুনা শিখেও, ইঞ্জিনিয়ার হয়েও এই হ-য-ব-র-ল দেশে চাকরি না পেয়ে অন্য কিছু একটা করে ; করার চেষ্টা করে। ফুটপাতে হাঁটতে হাঁটতে এদের দেখে যেমন গর্ব হয়, তেমন নিজের জন্যে লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে।

আমি এই বেণীমাধব সেনগুপ্ত আমার চেয়ে অনেকানেক গুণ ভাল ছেলেদের বঞ্চিত করে শুধু পিসেমশায়ের জন্যে আজ যথেষ্ট ভাল আছি। এ লজ্জার কথা নয় ? নিশ্চয়ই লজ্জার কথা। তাই, চাকরিটা যখন পেয়েইছি, তখন চাকরি পাওয়ার প্রক্রিয়ার লজ্জাটাকে আমি আমার কাজের গর্ব দিয়ে অন্তত ঢেকে রাখতে চেষ্টা করি।

জানিনা, হয়ত, প্রত্যেকের জীবনের ট্রায়াল ব্যালান্সেই কিছু গরমিল থাকে। গরমিল ওয়ালা ট্রায়াল ব্যালান্স নিয়ে সকলকেই শুরু করতে হয়—তারপর চেষ্টা করতে হয় তা মেলাতে। যে সেই গরমিল মিলিয়ে তার জীবনের ব্যালান্স-শীটকে শেষ পর্যন্ত মেলাতে পারে সেই সার্থক—সেই একমাত্র বেঁচে থাকার অধিকারে অধিকারি।

কেন জানি না, রাজিন্দরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমার কেবলি মনে হয়, সারা জীবন গোঁজামিল দিয়ে চালানো যায় না—প্রত্যেকের জীবনেই প্রত্যেককে কতগুলো সরল সত্যকে ভগ্নামিহীন ঋজু মেরুদণ্ডের সঙ্গে এক সময় গ্রহণ করতে হয়। বাইরের কোনো লোক বা কোনো শক্তির সঙ্গে লড়তে না হলেও প্রত্যেক মানুষকেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে নিজের সঙ্গে দারুণ ভাবে লড়তে হয়। সে-লড়াই বাইরে থেকে দেখা যায় না ; অথচ ভিতরে তার ঢেউ উথাল-পাথাল করে।

রুমা পর পর তিনদিন এসেছিলো আমাদের বাড়িতে—রুমার চোখে একটা আকুতি দেখেছিলাম—যেন ও বলতে চায় সেই ইটের টুকরো-মোড়া আমার চিঠিটিই ওর জীবনে সত্যি—আর সাধন ; সাধন সরকার

www.BanglaBook.org

মিথ্যা ; মিথ্যা। কারণ সে ফুটপাথে তেলেভাজার দোকান দেওয়ার মত সৎসাহস রাখে।

অথচ আমি এমন কুকুর যেন, একটু হলে বলেই ফেলতাম রুমাকে কিছু। একবার বললেই রুমা এক্ষুণি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়। ওকে সে কথা বলার লোভ আমি অনেক কষ্ট করে সামলেছিলাম।

আমি কি মানুষ? যে চাকরিতে আমার যোগ্যতানুসারে অধিকার নেই, যে মেয়েকে আমি সুস্থ প্রতিযোগিতায় জয় করতে পারি নি—তাকে কিনা আজ সেই চাকরীর জোরেই আমি পেতে চাই?

ওখানে সাধনকে কিছু বলতে পারি নি। ওকে যদি বলতাম, বাইরে চাকরি করবি? আমি যেখানে করি? হয়ত হাসত, ভাবত আমি জালিয়াতি করছি। তাই কিছু বলি নি।

কিন্তু ফিরে এসেই আমি ওর আর রুমার কথা খুব ভাবছি। আমার খুব ইচ্ছা করে, আমি সাধনের জন্যে একটা মোটামুটি চাকরি যোগাড় করে দিয়ে ওকে এবং রুমাকে লিখি এখানে চলে আসতে বিয়ে করে। জীবনে করার মত কিই আর করলাম এ পর্যন্ত, এমন কিছুই কারো জন্যে করি নি, স্বার্থ ছাড়া, পারিশ্রমিক ছাড়া। এই একটা সৎকর্ম যদি করতে পারি তাহলেও কিছু একটা করা হয়।

যদি সত্যিই যা ভাবছি তা করতে পারি তবে পরের পুজোয় কলিকাতা যেতে আমার দারুণ লাগবে।

পুজোর দিনে রুমার সঙ্গে দেখা হবে। বড় করে সিঁদুরের টিপ পরবে রুমা—নতুন তাঁতের শাড়ি পড়বে—সাজবে-গুজবে—ওর নতুন তাঁতের শাড়ির গন্ধের সঙ্গে আমার মনের স্বার্থহীন, কলুষহীন আনন্দের গন্ধ একাত্ম হয়ে যাবে। ভাবতেই ভাল লাগে।

আমার কোম্পানির মালিক এখানে একটা শিল-নোড়া বানাবার ফ্যাক্টরী করবেন বলে ভাবছেন। যদি হয় ত বেশ বড় ফ্যাক্টরীই হবে। সাধনকে যদি ম্যানেজার করে আনতে পারি তবে বেশ হয়। মাইনে হয়ত আড়াইশো-তিনশোর বেশি হবে না প্রথমে—নাই-ই বা হল—নাই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল। শরীরের মরচে ত ছাড়বে। রুমার মুখে হাসি ত ফুটবে। তারপর একবার কাজে লেগে গেলে কার কি ভবিষ্যৎ কেউ বলতে পারে?

www.BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

সেদিন রবিবার ছিল। ভেবেছিলাম, বেলা অবধি ঘুমোব। শীতটা এখানে বেশ বেশি। তবুও সপ্তাহের অন্য ছ'দিন ভোর পাঁচটায় উঠি অন্ধকার থাকতে থাকতে, তারপর পুবে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই খনিতে বেরিয়ে পড়ি—খুঁটিনাটি ছোট বড় সব কাজ দেখাশোনা করি। দুপুরে একবার সাইকেল নিয়ে ডেরায় ফিরে খেয়ে যাই, আবার সন্ধ্যে অবধি কাজ করি।

সন্ধ্যের পর বই পড়ি। রাজিন্দর অনেকগুলো বই পড়াল আমাকে পরপর।

প্রতি সকালে উঠে, সকালের রোদের সঙ্গে, উড়ে-যাওয়া পাখির চিকন্ ডাকের সঙ্গে, শিশিরের গন্ধের সঙ্গে আমার রোজ মনে হয় জীবনটা কি দারুণ একটা পাওয়া। আমি, বেণীমাধব সেনগুপ্ত, তিনশ টাকার কেরানি-কাম-ম্যানেজার, আমার মত সুখী লোক যেন দুনিয়াতে নেই। জীবনে সকলেই আমরা বড় কিছু হই না, বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট নাই বা হলাম, বড় লেখক নাই বা হলাম, বিবেক সম্পন্ন একজন সুস্থ সৎ লোক হতে আমার বাধা কোথায়? সে আনন্দ, সে অধিকার আমার ত আজ আর কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না।

এক কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে, এমন সময় রাজিন্দর এসে হাজির। রাজিন্দরকে কেমন অন্যমনস্ক দেখালো।

উঠে এসে বললাম, কি হল? চৌহান সাহেবের? মুখ ভার কেন?

রাজিন্দর প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। বলল, উঠে পড় বাঙালীবাবু, চল, একটু বেরিয়ে আসি।

কোথায়?

আহা, চলোই না।

চা ও পুরী তরকারি খেয়ে আমরা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শীতের ভোরের বাতাস শির শির করছিল গায়ে। প্রায় মাইল পাঁচেক সাইকেল চালিয়ে আমরা পিয়াসা নদীর ধারে এলাম। পথের ধারে সাইকেল রেখে, নদীর পাশের টিলাটায় উঠে গেলাম দুজনে, তারপর দুটো বড় পাথরের উপর বসে পড়লাম।

বসে বললাম, এবার বলো ত রাজিন্দর, কি হয়েছে ?

রাজিন্দর প্রথমে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, কি বলব বেণীবাবু বাজীরাওটা কাল আমার গুদাম থেকে এক বস্তা সার চুরি করে বেচে দিয়েছে বাজারে। তুমি জান, সে গুদামটা আমার হলেও, আমার নয়। আমি তার জিম্মাদার মাত্র। ওরাই চাষ করে, ওরাই ফসল তোলে, ওরাই তা সাজিয়ে রাখে, আবার ওরাই তা সারা বছর ওদের প্রয়োজন মত তা থেকে নিয়ে যায়। আমি আমার এই প্রচারহীন সুন্দর সমবায় গুদামের জন্যে খুব গর্বিত ছিলাম।

বাজীরাও-এর কোনো দুঃখ ছিল না। আমি যা খাই, ও-ও তাই-ই খায়—ওর স্ত্রী পুত্রের দেখাশোনা অন্যেকের স্ত্রী পুত্রের দেখাশোনার মতই আমি করি। চাবি সব ওদের কাছেই থাকে, ভাগে ভাগে। ওরা যে কারোরই দয়া-নির্ভর হয়ে জীবনে বাঁচে না, কোনো মানুষই কারো দয়া-নির্ভর হয়ে বাঁচতে পারে না, এই বোধটা আমি ওদের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করছিলাম, ওদের যা নেই, সেই পরম ধন আত্মসম্মানে ওদের সম্মানিত করতে চেয়েছিলাম, অথচ, বাজীরাও চুরি করল।

—কেন চুরি করল, জানতে পেলে ?

—জানলাম।

—কেন ?

—ওর বউ একটা ট্রানজিস্টার রেডিও চেয়েছিল, তাই।

—ট্রানজিস্টার রেডিও নিয়ে কি করত বাজীরাও-এর বউ।

—ফিল্মের গান শুনত।

আমার বাজীরাও-এর কথা মনে হল, যাকে বেঁচে থাকতে হয় নীলগাই আর শুয়োরের সঙ্গে, বর্ষা আর খরার সঙ্গে যুদ্ধ করে, যে একদিন বেঁচে থাকত কিনা সন্দেহ যদি না রাজিন্দর সব সময় ওর পাশে

www.BanglaBook.org

পাশে থাকত—অথচ ওর এক্ষুণি একটা ট্রানজিস্টার রেডিওর হঠাৎ ভীষণ দরকার হল।

রাজিন্দর নিজের মনেই বলে উঠল, মুশকিল : মুশকিল। এই মানুষগুলোকে নিয়ে তুমি কি করবে বেণীবাবু, বলতে পার? এদের নিয়ে তুমি দেশ গড়বে?

তারপর অনেকক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। রাজিন্দর কোনো কথা বলল না।

নীচে সুন্দরী পিয়াসা নদী বয়ে গেছে—নরম গেরুয়া বালি, স্বচ্ছ জলে শীতের রোদ এসে পড়েছে। এক ঝাঁক হুইসলিং-টিল হাঁস উড়ে এসে বসেছে জলে। ঘুরে ঘুরে খুঁটে খুঁটে কি যেন খাচ্ছে। তারা যখন জলে মুখ ডোবাচ্ছে তাদের ছুঁচলো লেজগুলো জলের উপরে সোজা উঁচু হয়ে থাকছে।

আমি শুধোলাম, ড্যামের কাজ কবে শুরু হবে?

কথাটা বলতেই রাজিন্দরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, এই সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই। পাণ্ডেবাবু লোকটা এফিসিয়েন্ট। এ রকম লোকেরও দরকার এখন। বেশির ভাগ লোকই ইন-এফিসিয়েন্ট।

আমি বললাম, বাজারে যে গুজব, পাণ্ডেবাবু পুকুর চুরি করে? কথাটা সত্যি?

রাজিন্দর চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। বলল, তাই নাকি? রাজিন্দরের মুখটা বিমর্ষ দেখালো। তারপর বলল, করে দেখুকই না শালা, আমিও ওকে দেখাব। কিন্তু আমার মনে হয় না চুরি করে বলে। দেখা যাক। মানুষের উপর মানুষ হিসাবে বিশ্বাস রাখতে হয়। তারপরও যদি সে অমানুষ হয় তখন দেখা যাবে।

আমি হঠাৎ বললাম, আমার অনেকদিন ধরে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে—তুমি দেশের জন্যে এত ভাব, এত কর, তোমার কোনো না কোনো রাজনৈতিক মতবাদ একটা নিশ্চয়ই আছে, অথচ কখনও তা স্পষ্ট করে জানিনি, তাই, জানতে ইচ্ছে করে।

রাজিন্দর পিয়াসা নদীর দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর বলল, বেণীবাবু আমি কমিউনিস্টও না ক্যাপিটালিস্টও নই, আমি হিউম্যানিস্ট ; ন্যাশনালিস্ট—তাছাড়া যে দেশে মানুষ নেই, নেতা নেই, সে দেশে এ সব ইজম-ফিজম ফাঁকাবুলি ছাড়া কি ? তাছাড়া এ দেশ ত কোনো দলের বা কোনো নেতার একার নয়— । কোনো শালার বাবার একার নয়ত এ দেশ। এদেশ আমাদের সকলের, আমার, তোমার, বাজীরাও-এর, পাণ্ডেবাবুর সকলেরই। প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ ভূমিকা আছে এখানে, আমরা প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের ভূমিকা মত কাজ করি তাহলেই কোনো ঝামেলা থাকে না। কিন্তু আমরা করি কোথায় ?

তাহলে তুমি বলছ, তুমি সোস্যালিজম-এ বিশ্বাস করো না রাজিন্দর, অথচ তোমাকে দেখে...... ।

রাজিন্দর আবার হাসল, বলল সোস্যালিজম বলতে তুমি কি বোঝ জানি না বেণীবাবু, তবে তোমাকে একটা সোজা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি। এই যে মাঠটা দেখছ নদীর পাশে, চেয়ে দেখ, মাঠটায় পাঁচ ছ'টা বড় গাছ আছে আর অসংখ্য ছোট গাছ। তুমি আমাকে একটা কুড়ুল এনে দাও, আমি রাতারাতি এ মাঠে তোমার সোস্যালিজম এনে দেব। সস্তা সস্যালিজম।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি রকম ?

ও বলল, কেন ? এ ত সোজা। কুড়ুল দিয়ে ক'টা বড় গাছ আছে সেগুলোকে ছোট গাছগুলোর সমান করে দেব ছেঁটে—ব্যস্, সবাই সেই মুহূর্তে বরাবর হয়ে গেল। এও ত সোস্যালিজম।

—তবে তোমার কিসে বিশ্বাস ? সবাই সমান হয় একি তুমি চাও না ?

রাজিন্দর আবার হাসল, বলল নিশ্চয়ই চাই, হয়ত অনেক জনদরদী নেতার চেয়ে অনেক বেশি করেই চাই—চাই যে, তা তুমি জান, ভাল করেই জান।

তবে ? তুমি কি করতে চাও ?

আমি করতে চাই ছোট গাছগুলোকে বড় করতে এবং বড় গাছ-গুলো যাতে আরো বড় না হয় তা দেখতে। ছোট গাছগুলোকে জল

www.BanglaBook.org

দিয়ে সার দিয়ে ওদের প্রত্যেকের মধ্যে বড় হবার, আলোর দিকে, বাতাসের দিকে হাত বাড়াবার, মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়াবার জোর সঞ্চারিত করতে চাই। এ যদি করা যায় ত দেখবে, দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে ছোট গাছগুলো, প্রত্যেক ছোট গাছটি বড় গাছগুলোর কাঁধ ছুঁই-ছুঁই করছে—তারপর একদিন দেখবে যে, সব গাছগুলোই সমান হয়ে গেছে। সেই হল সত্যিকারের সমান হওয়া।

বুঝলে, বেণীবাবু, আমার মতে, পার্টি, বা ইজম গৌণ। মুখ্য যা, তা হচ্ছে মানুষ। জানিনা বেণীবাবু, আমার ধারণা হয়ত ভুল, কিন্তু আমার মনে হয়, এই মনুষ্যত্বর বাবদেই আমরা সব এগিয়ে-যাওয়া দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছি। রাস্তাঘাট বাড়ি-ঘর বানানোটা কিছুই নয়। বাইরের অনেক কিছু হয়ত আমরা বানিয়েছি, বানাচ্ছি ; কিন্তু বুকের ভিতরে যা কিছু গড়ে তোলার ছিল, তার কিছুই আমরা গড়িনি।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। রাজিন্দরের কথাগুলো বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম। আমার মতের সঙ্গে ওর মতের কোথায় অমিল তা অনুধাবন করার চেষ্টা করছিলাম।

আমার ভাবনার জাল ছিঁড়ে রাজিন্দর বলল, চেয়ে দেখ ওই যে পূর্বে গ্রামটা দেখছ, ওই গ্রামের জায়গায় রিসার্ভার হবে আর ওই যে বড় আমলকি গাছ—তার কাছে হবে জেনারেটর স্টেশন। তুমি যদি এখানে থাক আরো পাঁচ দশ বছর, ত দেখবে এ জায়গার চেহারা বদলে গেছে—তখন আমাকে দেখে তুমি চিনতে পারবে না—আমার মত সুখী লোক তুমি এ তল্লাটে খুঁজে পাবে না তখন।

তারপর বাতাসে নাক উঁচু করে নিঃশ্বাস নিয়ে রাজিন্দর বলল, ঈস্‌স —কবে আসবে, সেদিন কবে আসবে ?

আরো কিছুক্ষণ ওখানে বসে থাকবার পর রোদের তেজ বাড়ল। আমি বললাম, এবার নামা যাক।

রাজিন্দর বলল, চল।

তারপর টিলা থেকে নামতে নামতে বলল, আজ সন্ধ্যেবেলায় কি করছ ?

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, কি আর করব ? কার্পেট কারখানার ছেলেরা যদি ব্যাডমিন্টন খেলে ত খেলব, নইলে বই পড়ব বাড়ি বসে।

রাজিন্দর বলল, আজ কিছুই করতে হবে না, আজ আমার সঙ্গে এক জায়গায় চল।

কোথায় ?

চলোই না ইয়ার—গেলে তোমার ভাল লাগবে। আমিও ব্যাচেলর, তুমিও তাই। মাঝে-মধ্যে একটু নাচনা-গানা দেখা ভাল, নইলে জীবনটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মাঝে-মাঝে মেয়েদের সঙ্গ বেশ লাগে, কি বল ?

আমি বললাম, মাঝে-মাঝে কেন ? সবসময় লাগে না ?

দূর দূর, বলে হাসল রাজিন্দর। বলল, মেয়েরা কিছুক্ষণের জন্যে ভাল—কোনো বুদ্ধিমান পুরুষমানুষ কোনো মেয়ের সঙ্গে সারা জীবন থাকতে পারে না। থাকলে তাদের বুদ্ধি উবে যায় বলেই আমার বিশ্বাস।

এটা তুমি কি কথা বললে ? এত হাজার হাজার বিদগ্ধ বুদ্ধিমান লোক তাবলে বিয়ে করে বুড়ো বয়স অবধি সুখে ঘর-সংসার করছে কেন ? কি করে ?

তুমিই বেণীবাবু এবার একটা বোকার মত কথা বললে।

মানে ? অবাক হয়ে আমি বললাম। তারা তবে কি বোকা ?

মানে, তারা বুদ্ধিমান ঠিকই, আমার তোমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, কারণ সে সব লোক জানেন একজন মেয়ের সঙ্গে সারা জীবন থেকেও কি করে তার সঙ্গে না-থাকা-যায়। এমন বুদ্ধি আমার নেই। তাই ঠিক করেছি, আমার পক্ষে ওদিকে পা না-বাড়ানোই ভাল।—বলেই হো-হো করে হাসতে লাগল রাজিন্দর।

সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে রাজিন্দর বলল, চলি ইয়ার। আমি তিতিরঝুমার মাঠের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট মারব। বিকেল পাঁচটায় ঠিক তোমার ডেরায় পৌছব—ভাল করে সেজেগুজে থেকো। তোমাকে নিয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে আমার। আমার এত দিনের বান্ধবী না হাত-ছাড়া হয়ে যায়।

আমি হাসলাম, বললাম, ইয়ার্কি কোরো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ৪ ॥

সেদিন বিকেলে তখনো বেলা ছিল, এমন সময় আমার ডেরার সামনে একটা ফিটনগাড়ি এসে দাঁড়াল। দুটো সাদা তেজী ঘোড়ায় টানা কালো কুচকুচে ফিটন। ফিটন থেকে যে লোকটি নামল, তাকে আমি কখনো দেখেছি বলে মনে হল না।

ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী, চিকনের কাজ করা, সঙ্গে চুড়িদার পায়জামা পরে চৌহান সাহেব আমার সামনে যখন এসে দাঁড়াল তখন সত্যিই সেই দেবদর্শন লোকটিকে চেনবার কথা ছিল না আমার। মোটা দেহাতী খদ্দরের পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা অবস্থাতেই তাকে বরাবর দেখে এসেছি—তাই মনে হল ও যেন খোলস বদলে এসেছে কোনো নতুন পিছল সাপের মত। গায়ে খয়েরী কাশ্মীরী শাল, পায়ে সাদা নাগরা জুতো।

আমি বললাম, তুমনে ক্যা কিয়া ইয়ার?

রাজিন্দর হাসল, ও দারুণ মুডে ছিল, ওকে সিনেমার হীরোর চেয়েও অনেক ভাল দেখাচ্ছিল, সারা শরীর থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছিল। রাজিন্দর বলল, কা কিয়া? গজ্জাব কিয়া, তৈরি ওয়াদেপে।

আমি বললাম, উর্দু বুঝি না। বুঝিয়ে বল।

রাজিন্দর বলল, বিশ্বাস করেছি, তোমার কথায়, সকলের কথায়, আমার প্রেয়সীর কথায় বিশ্বাস করেছি।

রাজিন্দরের সঙ্গে ফিটনে বসে পড়লাম। বললাম, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

রাজিন্দর হাসল, বলল, মীর্জাপুরে।

সে ত বহু দূরে।

www.BanglaBook.org

ও বলল, যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে দেখা করতে অন্য পৃথিবীতেও যেতে পারি, আর এ ত সামান্য দূর।

শীতের বিকেলের রোদ মাঠে, ঘাসে, গাছে, পাহাড়ে ছড়িয়ে গেছে। সব কেমন সুন্দর স্বপ্নময় মনে হচ্ছে।

আমরা দুজনে চুপ করে দুদিকে চেয়ে বসে আছি মুখোমুখি।

ফিটন চলেছে। ঝুমঝুম করে ঘোড়ার গলার ঘণ্টা বাজছে, মহিন্দার ছায়াঘেরা পথ দিয়ে ফিটন চলেছে।

বিরহী নদীর বুকে রোদের আঁচ লেগেছে। একটা মাছরাঙা পাখি তার বিচিত্রবর্ণ শরীর নিয়ে জলে ছোঁ মেরে মেরে মাছ ধরছে, ছিটকে-ওঠা জলের রঙ, মাছরাঙার রঙ সব মিলে মিশে সব সেই মুহূর্তে কেন্দ্রীভূত হয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আমার মনের আড়ালে লুকিয়ে-রাখা সমস্ত মিষ্টি দুষ্টু ইচ্ছেগুলো ছিটকে-ওঠা কারাম বোর্ডের গুটির মত মাছরাঙাটার সঙ্গে লাফিয়ে উঠছে।

অনেকক্ষণ পর রাজিন্দর বলল, তুমি কখনো কাউকে ভালোবেসেছ বেণীবাবু?

আমি হাসলাম, তারপর ওর চোখের দিকে চেয়ে বললাম, কখনো কাউকে ভালোবাসেনি এমন পুরুষমানুষ কি কেউ আছে?

বোধ হয় নেই, বলে রাজিন্দর চুপ করে রইল।

তারপর আবার বলল, ভালবাসা বলতে তুমি কি বোঝো জানি না বেণীবাবু, তবে আমার ভালবাসা একটু অদ্ভুত। হয়ত আমি নিজেই অত্যন্ত অদ্ভুত তাই।

এ কথার পিঠে কোনো কথা হয় না। তাই চুপ করে রইলাম।

ধীরে ধীরে বিকেলের স্নিগ্ধ রোদ রাতের অন্ধকারে গড়িয়ে গেল। সন্ধ্যাতারাটা দিগন্তরেখার উপরে পৃথিবীর সব প্রেমিকের ভালবাসার চোখ হয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগল। একটি একটি করে তারা ফুটতে লাগল আকাশে। পথের পাশের শিশিরের গন্ধ, ক্ষেতের গন্ধ, সব কিছু রাজিন্দরের গায়ের আতরের গন্ধে মিশে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকক্ষণ পর আমরা আলো-ঝলমল মীর্জাপুরে এসে পৌঁছলাম।

ফিটন থেকে আমরা যেখানে নামলাম, সেটা একটা চত্তক। হয়ত চাঁদনী চত্তক কি মীনাবাজার হবে। আতরের দোকান, ফুলের দোকান, দেওয়ালজোড়া আয়না-বসান পানের দোকান।

রাজিন্দর একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে খুশবু-ভরা জর্দা দিয়ে বানারসী মঘাই পান খেল—আমাকেও খাওয়াল। তারপর আয়নায় নিজেকে একটু ঠিকঠাক করে নিল। ওর দিকে চেয়ে আমি হাসলাম।

ও ভর্ৎসনার চোখে আমার দিকে চাইল, বলল, তোমরা পুরুষ-মানুষরা বড় স্বার্থপর। তোমরা আশা কর তোমাদের প্রেমিকারা সব সময় সুন্দর করে সেজে তোমাদের কাছে আসবে—অথচ তোমাদের যেন তাদের প্রতি কোনো কর্তব্য নেই। বুঝলে বেণীবাবু, যখনি তোমার প্রেমিকার কাছে যাবে, সেজে যেও। তোমার সবচেয়ে সুন্দর চেহারা ও মনের মধ্যে যে সবচেয়ে সুন্দর মন আছে সেই মন নিয়ে তার কাছে যেও : নইলে তাকে ঠকানো হয়।

একগোছা লাল গোলাপ কিনল রাজিন্দর, তারপর আমাকে নিয়ে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল।

ঢুকে পড়েই মনে হল কোথায় যেন এলাম।

ঝাড়-লণ্ঠনের নরম আলো, সারেঙ্গীর বিধুর কান্না, তবলার আলতো ঢেউয়ের ছলাৎ-ছলাৎ আর তার সঙ্গে মিষ্টি সুরে ভরপুর গলার পূরবী। মনে হল যেন কোনো স্বপ্নরাজ্যে এসে পড়লাম।

ফুলের গন্ধ, আতরের গন্ধ, সুন্দরী মেয়েদের গায়ের গন্ধ মাড়িয়ে এসে আমরা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার একটা ঘরে চৌকাঠে এসে পৌঁছলাম।

রাজিন্দর সিং চৌহান, জরির ঝালর দেওয়া পর্দা সরিয়ে দরজায় দাঁড়াতেই—ভিতরের গান থেমে গেল, সারেঙ্গী স্তব্ধ হয়ে গেল, সমস্ত ঘর নিঃশব্দ হয়ে গেল, ভয়ে নয় ; আনন্দে।

www.BanglaBook.org

সামনে যাকে দেখলাম, তার মত কোনো মেয়ে আমার জীবনে দেখেছি বলে মনে পড়ল না।

রাজিন্দর বলল, ও ও সালেমা, মেরী সালেমা, তুম কৈসে হো? মেরী পেয়ারী, তুম কৈসে হো?

সালেমা কুর্নিশ জানাতে জানাতে উঠে দাঁড়াল—নিচু স্বরে বিশুদ্ধ উর্দুতে কি যেন সব আবেগময় আনন্দের কথা বলল, বুঝতে পারলাম না।

রাজিন্দর আমার দিকে ফিরে আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, মেরী দোস্ত, কলকাত্তাকা বেণীবাবু। তারপর সারেঙ্গী নিয়ে সে অল্প বয়সী ছেলেটি বসেছিল তার দিকে ফিরে বলল, নৌসের তু কৈসে হো?

এরপর সালেমা এবং নৌসের আমাকে অবাক করে রাজিন্দরকে ধরে বলল, যে অনেকদিন পরে এসেছো, তোমায় গান শোনাতে হবে রাজিন্দর।

রাজিন্দর যে গান গায় এ কথা জানার অবকাশ আমার কখনো হয়নি। ওর চরিত্রের দৃঢ়তা ও দেশের জন্যে ওর অনুক্ষণ পাগলামি দেখে কখনো মনে হয়নি ওর জীবনের একটা অন্য রকম দিকও আছে; মনে হয়নি যে সমস্ত সুস্থ মানুষের জীবনেই প্রেম থাকে। কোথাও না কোথাও থাকেই। প্রেমিক না হলে জীবনে কেউই সার্থক হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই, সে কর্ম জীবনে যেইই হোক, যাইই হোক, ব্যক্তিগত জীবন না থাকাটাই অস্বাভাবিক।

রাজিন্দর ফরাসে বসে পড়ে হাসল, আমাকে টেনে বসাল পাশে, তারপর সালেমকে বলল, তুমি আগে গাও। কতদিন তোমার গান শুনিনি।

আবার সারেঙ্গী কাঁদতে লাগল, তবলা ছলাৎ-ছলাৎ করতে লাগল, সালেমার গলায় কোনো শিশির-ভেজা নরম সুরের পাখি উড়ে এসে বসল।

সালেমা শুরু করল, 'এওঁহি অগর্ হামারি তরফ দিখতে রহোগী ত একরোজ জরুর পেয়ার বণ যায়েগী।'

www.BanglaBook.org

মানে তুমি যদি এমনি করে আমার দিকে চাও, চেয়ে থাক—চাইতে থাক—তবে একদিন, তবে নিশ্চয়ই একদিন তোমার সঙ্গে আমার প্রেম হয়ে যাবে।

সালেমা গান গাইছিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত ওর দিকে চেয়ে-ছিলাম।

একটা আকাশী-নীল ভেঙ্কটাগিরি শাড়ি পড়েছে সালেমা, চোখে সুর্মা, নরম প্রশস্ত কপাল, মাজা রঙে উজ্জ্বল মুখটি যেন প্রদীপের মতো নীল পিলসুজের উপর জ্বলছে। সাইবেরিয়ান রাজহংসীর মত গ্রীবা, উদ্ধত চিকন চিবুক—ভেলভেটের কাঁচুলি ঘেরা বুক। আর সালেমার চোখ। কী চোখ, কী চোখ। চোখের সাদা অংশটা সাদা নয়, কেমন নীলাভ আর কণীনিকা কোমল উজ্জ্বল কালো। মুখ দিয়ে যা না বলছে, চোখ দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি বলছিল সালেমা, আমার রাজিন্দরের প্রেমিকা। বলছিল বারে বারে, বিভিন্ন পর্দার আলাপে এবং তানে ও বিস্তারে বলছিল; এমনি করে যদি চেয়ে থাক, যদি চাও যদি চাইতে থাক আমার দিকে, তবে একদিন তোমাকে কিন্তু সত্যি-সত্যিই ভালবেসে ফেলব।

সালেমার গান শেষ হয়ে গেলে রাজিন্দর অনেকক্ষণ মুখ নিচু করে বসে রইল, কথা বলল না; তারপর সারেঙ্গীওয়ালা নৌসেরের হাত থেকে সারেঙ্গীটা নিয়ে বাঁ পায়ের পাতা এবং ডান পায়ের উরুর মধ্যে বসিয়ে গান গাইবে বলে তৈরি হল।

সালেমা এতক্ষণ আসন করে বসেছিল গান গাওয়ার সময়, এবারে পা ভেঙ্গে পাশ ফিরে বসে পাঁচ বছরের মেয়ের মতো আনন্দে ও কৌতুহলে সুপুরুষ রাজিন্দরের মুখের দিকে বড় বড় উজ্জ্বল চোখ মেলে চেয়ে রইল।

রাজিন্দর গজল ধরল, 'পুছোঁ না মুঝ্‌কে দিল কা ফাসানে; ঈস্‌ক্‌হি বাঁতে, ইস্‌ক্‌হি জানে।'

অর্থাৎ আমাকে আমার মনের কথা কিছু শুধিও না, কিছু বলতে পারব না আমি; ভালবাসার কথা শুধু ভালবাসাই জানে।

www.BanglaBook.org

মেঘ গর্জনের মত গম্ভীর অথচ শীতের রোদের মত শান্ত রাজিন্দরের গলায় যে এত দরদ ছিল কখনো জানিনি। দরদ যার থাকে তার বোধহয় সব ব্যাপারেই এমন দরদ থাকে। ও যেমন দরদ দিয়ে ওর দেশকে ভালোবাসে তেমন দরদ দিয়ে ওর প্রেমিকাকেও ভালোবাসে।

জাফ্‌রানী-রঙা বিরীয়ানী পোলাউ এবং রেজালা খেয়ে, পান মুখে দিয়ে যখন আমরা সালেমের ঘর থেকে বেরোলাম তখন রাত অনেক হয়ে গেছে।

রাজিন্দর কোনো কথা বলছিল না। চুপ করে চেয়েছিল বাইরে।

বাইরে যদিও খুব ঠাণ্ডা ছিল, তবুও আমরা গাড়ির জানালা খুলে রেখেছিলাম। ভিজে জ্যোৎস্নায় ফসলের ভারি গন্ধ উঠছিল, একটা টিটি পাখি ফাঁকা মাঠে কাকে যেন কি শুধিয়ে বেড়াচ্ছিল।

ঝুমঝুমি বাজিয়ে ফিটন চলছিল।

রাজিন্দর হঠাৎ বলল, ভাবলে কেমন আশ্চর্য লাগে. তাই না বেণীবাবু? কোনো একজনের, কোনো বিশেষ একজনের কাছে গেলে তার চোখের দিকে চাইলে, তার মুখোমুখি একটু বসলে কী যেন এক ভালোলাগায় সমস্ত মন ভরে যায়। খুব বেশি চাইলে, তার হাত একটু হাতে রাখতে চাওয়া যায়; তার চোখের পাতায় কি কানের লতিতে অথবা তার গ্রীবায় আলতো করে একটা চুমু খাওয়া যায়—এর চাইতে বেশি কিছু কিন্তু মেয়েদের কাছে কখনো চাইতে নেই। জানো, বেণীবাবু, প্রত্যেক মেয়েই আমার মনে হয় তাজমহলের মত। তাদের বেশি কাছে যেতে নেই। তাদের দূর থেকে দেখে মনে মনে নিজের বাসনা ও আবেগ ও ইচ্ছা দিয়ে বাকিটা ভরিয়ে নিতে হয়। যারা তাজমহলের ভিতরে ঢুকে হাত দিয়ে 'কূ' দিয়ে তাজমহল দেখে আমি তাদের দলে নেই। সে মালিকানায় আমি বিশ্বাস করি না।

তারপর বলল, কি? তোমার কী মত?

আমি বললাম, তাজমহল আমি এখনো দেখিনি, দূর থেকেও দেখিনি। আশাকরি আমিও কোনোদিন সাজাহান হব। যদি হই, তবে সেদিনই তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় বসা যাবে।

www.BanglaBook.org

॥ ৫ ॥

পরের শনিবার বিকেলে রাজিন্দরের বাড়িতে পৌঁছতেই ও বলল, একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করছি বেণীবাবু—চল তোমাকে দেখাই।

আমি শুধোলাম, কিসের এক্সপেরিমেণ্ট ?

ও বলল, চলোই না। এ একটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার। এক্স-পেরিমেণ্ট ইন্—লিডারসিপ্।

সে অবার কি ?

আহা চলোই না।

ওদের মূল বাড়ি থেকে এক ফার্লং দূরে ওর ঠাকুর্দার বানানো শীস্‌মহল ছিল। এখন অশ্বত্থ ও নানারকম জংলী গাছে ছেয়ে ফেলেছে দালানটা। আমি এর আগে কোনোদিনও ঢুকিনি এতে। দূর থেকে দেখেছি। ঠক্কনলাল আর বাজীরাও-এর মুখে শুনেছি যে এখন এতে সাপ ও ভূত পেত্নীর বাসা।

তখন সন্ধ্যে হবো হবো। বাইরের বড় ফটক দিয়ে ঢুকতেই গা ছমছম্ করতে লাগল। কতগুলো বাদুড় আর চামচিকে ওড়াওড়ি করতে লাগল। একটা বিচ্ছিরি পচা গন্ধ।

ভিতরে ঢুকতেই অন্ধকার—ভাল দেখা যায় না।

রাজিন্দর কার উদ্দেশ্যে যেন ডাকল ঈজ্জৎ···ঈজ্জৎ, ঈজ্জৎ।

কেউ সাড়া দিল না।

তারপর রাজিন্দর হাততালি দিল।

হাততালি দিতেই কোথা থেকে এক রুপোলি চুলের নুয়ে-পড়া গলিত নখদন্ত বৃদ্ধ—একটা পেতলের মোমবাতিদানে বসানো জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে এসে হাজির হল। বৃদ্ধকে দেখে মনে হল না বৃদ্ধ এখানকার লোক। এখানকার লোকের চেহারার সঙ্গে কোনো মিল খুঁজে পেলাম না তার চেহারায়।

www.BanglaBook.org

উর্দু-মেশানো চোস্ত হিন্দীতে সেই পলিত-কেশ বৃদ্ধ ঈজ্জৎ আমাদের স্বাগত জানাল।

বৃদ্ধ মোমবাতি নিয়ে আগে আগে যেতে লাগল। আমরা পেছনে চললাম।

একটু গিয়েই বৃদ্ধ দাঁড়াল, মোমবাতিদানটা রাজিন্দরের হাতে দিল, দিয়ে মরচে-ধরা বড় একটা তালা খুলতে লাগল। নানারকম আওয়াজ হতে লাগল, কিন্তু তালাটা খুলল না।

বৃদ্ধ আবার চেষ্টা করতে লাগল।

এমন সময় সেই বন্ধ ঘর থেকে কতগুলো ক্রুদ্ধ জানোয়ারের হুংকার ভেসে এলো।

আমি চমকে উঠলাম, শুধোলাম এঘরে কি আছে রাজিন্দর? বাঘ?

হা হা হা করে হেসে উঠল রাজিন্দর।

ছাদের ফাটল থেকে ভয় পেয়ে কটা ঘুনো কবুতর ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারতর বাদুড়গুলো নড়ে উঠল।

রাজিন্দর বলল, বাঘ থাকলে তো খুশিই হতাম বেণীবাবু। একদিন যেন এতে বাঘই থাকে অথবা সিংহ। সেই চেষ্টাই তো করছি। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বেণীবাবু।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, কি আছে এতে? বলনা?

রাজিন্দর আবার হেসে উঠল। বলল, ভয় পাচ্ছ কেন? দেখতেই পাবে।

প্রচণ্ড শব্দ করে তালাটা খুলে গেল।

ঈজ্জৎ আগে ঢুকল।

তারপর মোমবাতি হাতে রাজিন্দর। পেছনে আমি।

ভিতরে ঢুকতেই চমকে উঠলাম—দেখি একটা বিরাট হল ঘর—দেওয়ালের চতুর্দিক ছাদ-জোড়া আয়নায় ঘেরা। অনেকগুলো আয়না দাগ হয়ে খারাপ হয়ে গেছে—তবে এখনও অনেকগুলো ভালও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে। রাজিন্দরের হাতের মোমবাতিটা হাজার মোমবাতি হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল। ঘরটা নরম সোনালী আলোয় ভরে যেতেই আমি সভয়েও বিস্ময়ে দেখলাম, মেঝের ফরাসের ওপর ও তাকিয়ার পাশে বসে আছে চারটে বিরাট বিরাট কালো কুচকুচে অ্যালসেসিয়ান কুকুর। তাদের চারজোড়া চোখ দেয়ালের চতুর্দিকের আয়নায় চার হাজার চোখ হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

তালা খোলার আগে কুকুরগুলোই তাহলে ঝাঁপাঝাঁপি করছিল, এখন সাদা পোশাকের ঈজ্জৎকে দেখে সব থমকে গেছে।

রাজিন্দর হঠাৎ ওর পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা রুটি বের করে ছুঁড়ে দিল ওদের দিকে।

একটি কুকুর সেটাকে সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠে লুফে নিল মুখে, তারপরই ঘরের অন্য কোণায় দৌড়ে গেল একা একা খাবে বলে।

রাজিন্দর রেগে উঠে চেঁচিয়ে বলল, ঈজ্জৎ, চাবকাও শালাকে।

ঈজ্জৎ অমনি দেওয়ালে ঝোলানো চাবুক নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে যেতেই কুকুরটা রুটিটা মুখে করে নিয়ে ফরাসে রাখল।

রাজিন্দর নিজে হাতে রুটিটাকে চারটে ভাগে ভাগ করে চারজনকে ছুঁড়ে দিল।

ঐ চারটে কুকুর কুকুরের স্বভাববশেই অন্য-হস্ত-প্রদত্ত রুটি খেতে লাগল একমনে।

দেখে মনে হল ওরা অনেকদিন কিছু খায়নি।

রাজিন্দর ওদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল, যে দৌড়ে গেল একা রুটিটাকে নিয়ে ওর নাম কি? ইজ্জৎ?

ইজ্জৎ উত্তর দিলো না। বোবার মত মুখে রাজিন্দরের দিকে তাকাল।

পরমুহূর্তেই রাজিন্দর লজ্জা পেয়ে হাসল। বলল, ওহো, আমি ভুলেই গেছিলাম

আমি শুধোলাম, কি ভুলে গিছিলে রাজিন্দর?

—ভুলে গেছিলাম যে ওদের নাম ঈজ্জৎ জানে না। ওদের নাম দিয়েছি আমি।

www.BanglaBook.org

আমি শুধোলাম, ওকে যোগাড় করলে কোথা থেকে ?

রাজিন্দর গলায় বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, অত কথায় তোমার দরকার কি ? তারপরই লজ্জা পেয়ে বলল, ওকে অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি —ও কত কুকুর পিটিয়ে বাঘ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই তো ওকে নিয়ে এসেছি এখানে।

আমি এ সব হেঁয়ালি কথা কিছুই বুঝলাম না। রাগ রাগ গলায় বললাম, তোমার এই চার চারটে কালো কুকুর আর এই সাদা-পোশাকের বৃদ্ধর মানে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। তুমি কি কুকুরের বাচ্চার ব্যবসা করবে ?

রাজিন্দর আবার একচোট হাসলো, বললো, না হে বেণীবাবু না। এই যে চারটে কুকুর দেখছ এদের আমি এলাহাবাদ থেকে আনিয়েছি। একজনের নাম আমির, অন্যজনের নাম গরীব, আরেকজনের নাম নোকর, আর চতুর্থ জনের নাম রেখেছি মালিক। এই কুকুরগুলোর মধ্যে থেকে আমি একজন বাঘের মত নেতা তৈরি করতে চাই। হয় কিনা দেখতে চাই।

তাই আমি সবরকম ভাবে এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখছি যে, বাকি তিনটে কুকুরের নেতৃত্ব করার মতো গুণ এদের মধ্যে একজনেরও আছে কিনা। ওদের সকলকে না খাইয়ে রেখে দেখছি ; ক্ষুধার্ত অবস্থায় ওদের মধ্যে কে কিরকম ব্যবহার করে। তারপর ওদের একসঙ্গে সমান ভাগে ভাগ করে খাওয়ার দিয়ে দেখছি ওদের ব্যবহারের তারতম্য। তারপর আবার একজনকে ভর পেট খাইয়ে রেখে দেখব অন্য তিনজন ক্ষুধার্তর প্রতি সে কিরকম ব্যবহার করে।

প্রত্যেককে এমন করে দেখব। তারপর সবাইকে পেট ভরে খাইয়ে দেখব তখনও ওরা ভদ্রতা, সত্যতা আত্মসমান জ্ঞান, সততা শেখে কিনা, অন্যকে ও নিজেকে সম্মান করে কিনা। এমনি করে দেখতে অনেক সময় লাগবে।

আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো বেণীবাবু, ওদের জন্যে প্রার্থনা কোরো, ওদের মধ্যে একজনও যেন নেতৃত্বর আসনে বসবার যোগ্যতা অর্জন করে, ওদের মধ্যে একজনও যেন কুকুর হয়ে জন্মেও বাঘের মত স্বভাব পায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ৬ ॥

অনেকদিন রাজিন্দরের ওখানে যাওয়া হয় নি। তার উপর মাঝে আমাকে প্রায় দু সপ্তাহের জন্যে লক্ষ্ণৌ যেতে হয়েছিল। এখানে ছিলাম না। দেখতে দেখতে শীতের দিন গিয়ে বসন্তের দিনে এসে গেল। কি করে যে দিনগুলো মাসগুলো কেটে গেল বুঝতে পর্যন্ত পেলাম না।

ফিরে এসেই একটা খুব ভাল খবর পেলাম। আমার মালিক কারখানা করার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছেন। সাধনের কথা বলতেই উনি একবাক্যে মেনে নিলেন, তবে বললেন, কলিকাতার পড়ে লিখে আদমী এই জঙ্গলে কি থাকতে পারবেন এসে।

আমি বললাম, কেন? আমি বুঝি থাকছি না?

আপনার কথা আলাদা, আপনি ব্যাচেলার মানুষ, বাড়িতে বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই, আপনার কথা অন্য। আপনার বন্ধু কি বিয়ে শাদী করেছেন?

আমি অকপটে মিথ্যে কথা বললাম, হ্যাঁ করেছেন।

তবে?

আমি বললাম, ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব নির্জনতা ভালবাসে। তাছাড়া নতুন বিয়ে করেছে তো। ওদের খারাপ লাগবে না।

অতএব মালিক রাজী হয়ে গেলেন। তিনশো পঁচিশ টাকা মাইনে, কোয়ার্টার এবং একজন রান্নাবান্না ও খিদমদগারী করার লোক—।

খারাপ কি এই বাজারে?

সেদিনই সন্ধ্যের সময় রুমাকে একটি চিঠি লিখতে বসে গেলাম।

অনেক প্যাডের কাগজ নষ্ট করে, অনেক কলম কামড়ে, অনেক কাপ চা ও সিগারেট ধ্বংস করে শেষ পর্যন্ত একটা দাঁড় করালাম খসড়া। তাতে অনেক কাটাকুটি হল। সেই অবস্থাতেই পাঠাব বলে মনস্থির করে ফেললাম—নইলে আর পাঠানোই হবে না বলে আমার মনে হল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিখলাম,

তোমাকে এর আগেও একটি চিঠি লিখেছিলাম। তখন আমিও ছোট, তুমি আরও ছোট। ঢিল-মুড়ে সে চিঠি তোমাদের ছাতে ফেলে দিয়েছিলাম মনে আছে?

তুমি তার কোনো উত্তর দাও নি।

জবাব পাই নি প্রথম চিঠির। আশাকরি এ চিঠির জবাব দেবে।

ছোটবেলায়, মানে ছোটবেলা থেকেই তোমাকে আমায় ভাল লাগে। যখন তুমি ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে পাড়ার গলিতে এক্কা দোক্কা খেলতে তখন থেকে তোমায় আমি এক বিশেষ চোখে দেখি। সেই ছেলে-মানুষী ভাললাগা কখন যে ভালোবাসায় গড়িয়ে গেছিল আমি নিজেও কখনো জানি নি।

আজও আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু সে এক অন্য ধরনের ভালোবাসা।

যখন আমি তোমাকে প্রথম চিঠিটি দিই, সে প্রায় আট বছর আগের কথা, তখন আমি জানতাম না যে সাধনকে তুমি ভালবাস। জানলে, হয়ত ও চিঠি আমি দিতাম না। তখনকার সেই অল্প বয়সের আবেগে যা হঠাৎ করে বলা যায়, লেখা যায়, সে সব বলা বা লেখা এখন আর সম্ভব নয়।

সত্যি কথা বলতে কি, গত পুজোর পরে যখন কলিকাতা গেছিলাম তখন, তোমার সঙ্গে কথা বলে ও সাধনকে দেখে আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেছিল। সেদিন থেকে আমি ভেবেছি, কি করে তোমাদের দুজনের এই দুঃখ ঘোচানো যায়।

তুমি জানো যে আমি একজন সামান্য লোক—আমার ক্ষমতা বলতে কিছুই নেই—তবু, তুমি শুনে বোধহয় খুশি হবে যে, সাধনের জন্যে আমি একটা চাকরি যোগাড় করেছি। তোমাদের কোয়ার্টারও আমি দেখে রেখেছি। তিনটে ঘর এবং দুটি বারান্দাওয়ালা একতলা খাপরার চালের বাংলো। একটি বারান্দা ঢাকা; অন্যটি খোলা। রান্নাঘর ও চানঘর আলাদা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কম্পাউণ্ডের মধ্যে কতগুলো আম ও পেয়ারা গাছ আছে। একটি হাস্নুহানার ঝোপ আছে এবং সামনের দরজার দু'পাশে দুটি বেগোন্-ভোলিয়া লতা আছে। মাঝে মাঝে টিয়াপাখি এসে পেয়ারা গাছে বসে; কাঠ বিড়ালি দৌড়াদৌড়ি করে পেয়ারার ডালে।

ভাবতে ভাল লাগছে যে আমার সাইকেলটা তোমাদের বাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে, তোমাদের বাড়ির কড়া নাড়ব আমি, আর তুমি এসে হাসিমুখে দরজা খুলবে, আমাকে নিজে হাতে চা করে খাওয়াবে। এ যে আমার কতবড় প্রাপ্তি তা তুমি হয়ত বুঝবে না।

তুমি ও সাধন যদি সুখে থাক, সুখী হও এবং তাও আবার আমার চোখের সামনেই হও, তাহলে যে আমার কী আনন্দ হবে তা তুমি ভাবতেও পারো না।

আগামী পয়লা মার্চ সাধনকে এখানে জয়েন করতে হবে।

সাধনের বাড়ির ঠিকানা আমি ভুলে গেছি, তাই তোমাদের বাড়ির ঠিকানায় ওকেও একটি চিঠি ও ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠাচ্ছি। আমার ইচ্ছা তুমি নিজে হাতে গিয়ে সাধনকে আমার চিঠি ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি দিও। আশাকরি তোমরা দুজনেই এ চিঠি পেয়ে খুব খুশি হবে।

তোমরা কবে আসছ জানিও।

লাঠিয়ালিয়া স্টেশন এখান থেকে অনেক দূরে। আমি গরুর গাড়ি নিয়ে স্টেশনে থাকব। যেদিন তোমাদের নতুন বাড়িতে এসে উঠবে সেদিন কি তোমরা খাবে তা আগে থেকে জানালে আমি রাঁধিয়ে রাখব।

তোমাদের জন্যে একজন লোকও ঠিক করে রাখব, যে রান্নাবান্না এবং অন্যান্য কাজ করতে পারে। আশাকরি তোমাদের এখানে এসে কোন অসুবিধা হবে না; এক নির্জনতা ছাড়া। নতুন বিয়ের পর নির্জনতা খারাপ লাগার কথা নয়। তাই না?

তোমাদের বিয়েটা আমি যতদূর জানি শুধু সাধনের চাকরির কারণেই আটকে ছিল। তাই যত তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পার ততই ভাল। না হলেও ক্ষতি নেই, এখানে মৈথিলী ব্রাহ্মণ দিয়ে বিয়ে দিয়ে দেব। বুঝেছ?

কবে আসছ, কোন্ ট্রেনে আসছ পত্রপাঠ জানিও।

চিঠিটা শেষ করে ফেলতে পেরে বেশ খুশি খুশি লাগতে লাগল।

মনে হল বেশ একটা বড় রকমের পুণ্য কর্ম করলাম।

তারপর চিঠিটা পেয়ে রুমা কি ভাববে, কি করবে এসব ভাবতে লাগলাম।

পরের রবিবার ভোর ভোর রাজিন্দরের ডেরার দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম।

পথের সেই সুন্দর উপত্যকায় তখন শীত সরে গিয়ে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে একটু একটু।

কত যে ফুল, কত যে পাখির, কত যে সবুজের বাহার—চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে। ঘাস পাতা গাছের রঙ্ ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। মাটির গন্ধ বদলে গেছে। শীতের ভোরের ভারী কুয়াশার গন্ধের বদলে এখন বসন্তের আমেজ ভরা ফুলঝরানো ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় কোনো মিশ্র আতরের গন্ধ আলতো হয়ে ভাসছে।

উপত্যকাটির মাঝামাঝি এলে একটা বড় টিলা পড়ে—টিলার নীচ দিয়ে দুটি পাহাড়ি নদী একে অন্যের বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এইখানে, এই নদীর নুড়িভরা-বুকে দাঁড়িয়ে রাজিন্দর একদিন এক সুরেলা নিস্তব্ধ দুপুরে ওর উদাত্ত গলায় ইক্‌বালের গান শুনিয়ে ছিল আমায়, 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হামরা হামরা। ম্যায় বুলবুলে হ্যায় উসকি ইয়ে গুঁলসিতা হামারা হামারা।'

গানটা যেন কানে লেগে আছে। রাজিন্দর সত্যিই এই ফুল বাগানের বুলবুলি—ওর মত করে এই উপত্যকা, এই পাহাড়, এই নদী ভালোবাসে এমন লোক আমি জানি না।

রাজিন্দরের ডেরায় পৌঁছে শুনলাম, সে নেই। সে পিয়াসার ড্যামে গেছে।

www.BanglaBook.org

ওর অনুচর গিরধারী বলল, আজকাল দিনরাত রাজিন্দর এ ড্যামের কাজেই ছোটাছুটি করছে। পাণ্ডেবাবুর কুলি সর্দার স্ট্রাইক করলো তো রাজিন্দরবাবু হাতে পায়ে ধরে তাকে কাজ করাতে রাজী করালেন। যেখানে যতটুকু অসুবিধা তা দূর করতে সে সব সময় সেখানে দাঁড়িয়ে। চান নেই, খাওয়া নেই, কোনো কোনোদিন রাতেও বাড়ি ফিরতে পারে না নাকি রাজিন্দর। তবে ও বলল ড্যামের কাজও নাকি এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

গিরধারী গরম দুধ আর রুটি তরকারি খাওয়াল।

খেয়ে দেয়ে শুধোলাম, রাজিন্দরের কুত্তাগুলো সব কেমন আছে? ঈজ্জৎ কোথায় থাকে?

—গিরধারী বলল, ঈজ্জৎ তো চলে গেছে।

—চলে গেছে? কেন?

—তা জানি না। একদিন সে রাতের বেলায় এসে হুজৌরকে বলল, কোথাও কারো কাছে আমি পয়সার বদলে কাজ করি নি। আমার এখানে ভাল লাগছে না। যেখানে আসার আমি এমনিতেই আসি, এমনিতেই থাকি।

আমি শুধোলাম, রাতের বেলা, এই জঙ্গলের আনজান পথে কোথায় চলে গেল সে পরদেশী লোক?

গিরধারী বলল, সামনের টিলায় তাকে উঠে যেতে দেখেছিলাম—তারপর তার সাদা পোশাক চাঁদের আলোয় মিশে গেল। আর তাকে দেখা গেলো না। যাওয়ার আগে সে বলল কোনোদিন আসার হলে এমনিতেই আসব। ডাকতে কি মাইনের লোভ দেখাতে হবে না আমায়।

—তোমার হুজৌর কিছু বললেন না?

হুজৌর বললেন, ঠিকই বলেছ ঈজ্জৎ! এ জায়গা তোমার থাকার জায়গা নয়।

আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে আমি আবার সেই বুলবুলির গুঁলিস্তা পেরিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

www.BanglaBook.org

॥ ৭ ॥

কিছুদিন হল তিতিরঝুমায় একটি গুজব সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

প্রথমে সেটা মৃদু ফিসফিসানির মত ছিল, কিন্তু এখন সেটা প্রায় চীৎকারে পৌঁছেছে।

মাঠে, হাটে, পথের মোড়ে, বড় গাছতলায়, পানের দোকানে, টাঙ্গাওয়ালা এক্কাওয়ালাদের মুখে মুখে সব সময়ই এই কথাটাই ঘুরছে। পিয়াসা নদীর প্রায় সমাপ্ত ড্যামে নাকি ফাটল দেখা দিয়েছে। এদিকে ড্যাম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

এই গুজব কার কাছে কতখানি অর্থবাহী তা বলতে পারব না, তবে এ গুজবে বিন্দুমাত্র সত্যও থেকে থাকে তাহলে এ সত্য রাজিন্দরকে কতখানি বিদ্ধ ও ব্যথিত করবে, তা আমার মত অন্য কেউই বোধহয় জানবে না।

সব সময় আমি ভয়ে ভয়ে আছি।

রাজিন্দরের সঙ্গে দেখা হয় না অনেকদিন। গত এক মাস ও প্রায় সব সময় ঐ ড্যামের কাছেই রয়েছে। ও কনট্রাকটর নয়, এঞ্জিনিয়ার নয়, সরকারের কোনো মুখপাত্রও নয় ও, তাই ওর কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয় এই বাঁধের নির্মাণকার্যে—অথচ প্রথম থেকে শেষ অবধি ওইই সব, তা এখানকার লোকেরা সকলে খুব ভালই জানে। যা কিছু ভাল হয় এখানকার, সে সবকিছুর অনুপ্রেরণা রাজিন্দরের।

এদিকে আমিও খুবই ব্যস্ত ছিলাম। নিজের কাজ, তার উপরে নতুন ফ্যাকটরির প্রাথমিক কাজের তদারকিও ছিল। যতদিন না সাধন এসে কাজ বুঝে নিচ্ছে ততদিন আমাকেই একটু দেখাশোনা করতে হবে—। কারণ সাধন আমারই মনোনীত প্রার্থী—।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেদিন দুপুরবেলা খেতে এসেছি ডেরায়। ঠক্কনলাল খাবার দিয়েছে। খেতে বসব, এমন সময় টেলিগ্রাম-পিওন সাইকেল ক্রিং ক্রিং করে একটা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল।

খাওয়া ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটা খুলে দেখি রুমার টেলিগ্রাম—'রীচিং টুমরো মর্নিং, অ্যাটেণ্ড স্টেশান।'

খাওয়া শেষ করে উঠতে না উঠতেই ঠক্কনলাল বলল, একেবারে ভুলে গেছিলাম বাবু সকালে পোসটাফিসে যখন গেছিলাম, তখন তোমার একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দার চেয়ারে বসে চিঠিটা খুললাম। দেখি সাধন কী লিখেছে। লিখেছে,

কলিকাতা

বেণী, ২৬শে ফেব্রুয়ারি

রুমার মারফৎ তোর চিঠি পেলাম।

তুই বোধহয় সবাইকে তোর নিজের মতই ভাবিস। রুমা আমাকে বিয়ে করবে কি আমি তাকে বিয়ে করব, এটা আমার এবং রুমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

যে উদারতা তোকে মানায় না, সে উদারতা তুই না দেখালেও পারতিস্। তোর নিজের চাকরিও তো পিসেমশাইর দেওয়া, তোকে তো আমি আমার উপকার করার জন্যে বলি নি। তাছাড়া আমার উপকার করার জন্যে তুই এ চাকরি যোগাড়ও করিস নি—করেছিস তোর মিথ্যা মহত্ত্ব দেখাবার জন্যে এবং রুমার কাছে নিজেকে বড় করার জন্যে।

রুমার সম্বন্ধে আমার কোন দুর্বলতা নেই; আজ অন্তত নেই। থাকলেও একজনের দয়ায় নির্ভর করে তাকে পেতে চাওয়ার মত হীন আমি নই।

আমি যদিও এখনও বেকার, তবুও আমি বিশ্বাস করি যে, কারোর দয়ায় উপর নির্ভর করে কেউ কোনোদিন বাঁচে না; কখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঁচে নি। আমার সমস্যাটা আমার একার নয়, আমার মত এবং আমার চেয়ে অনেক ভাল ভাল ছেলেরাও আমারি মত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। তাদের সকলেরই ভবিষ্যৎ সমান অন্ধকার।

তোর পিসেমশায় বা তুই, তোর কিংবা আমার একটা হিল্লে হয়ত করতে পারেন কিন্তু তাতে অন্যান্য পিসেমশায়হীন লক্ষ লক্ষ ছেলেদের কোনো উপকার নেই।

তুই হয়ত আমাকে ভালোবাসিস, হয়ত রুমাকে যতখানি ভালো বাসিস তার চেয়ে কম বাসলেও বাসিস, তাই তোকে দুঃখিত করতে চাই না রূঢ় কথা বলে। কিন্তু তোর জানা উচিত যে আমার সমস্যাটা আমার ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। এর সমাধান আমার একার চাকরি পাওয়াতে হবে না। কিসে যে হবে তা আমি জানি না। এরকমভাবে বাঁচার কোনো মানে নেই। আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদারা সবাই এরকমভাবেই দয়ানির্ভর হয়ে বেঁচে এসেছেন। আমরা অন্য-রকম ভাবে বাঁচতে চাই। আমাদের নিজেদের অধিকারে আমরা বাঁচতে চাই।

জানি না তোকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম কি না। বোঝালেও তুই বুঝবি কি না জানি না। তাই সে চেষ্টা না করাই ভাল।

BanglaBook.org

আমাদের পাড়ার নবীন নিয়োগীকে তুই চিনিস। ও বি-এস-সি-পাশ। এবং একটা চাকরি ওর আমার চেয়েও বেশি দরকার। কেন দরকার তা ও নিজেই জানাবে।

নবীনকে আমি পাঠাচ্ছি। সাধন সরকার সেজে ও এ চাকরিটা করবে। পয়লা মার্চের আগেই ও ওখানে পৌঁছবে।

সারা দেশে সকলে, ছোট-বড় প্রত্যেকে, আজ অনেক রকম জাল-জুয়াচুরি করছে—। সে তুলনায় আমার এই জালিয়াতি এমন কিছুই নয়। আশাকরি, সাধন সরকার হিসেবে ওকে প্রতিষ্ঠিত করতে তোর অসুবিধে হবে না কোনো।

www.BanglaBook.org

তোর রুমা তোর কাছে যাবে। রুমা মাসীমাকে সব কথা বলেছে। মাসীমা সব জানেন। এবং পুত্রবধূ বলে ওকে পাবেন জেনে খুশি হয়েছেন। রুমাকে পেয়ে তুইও নিশ্চয়ই খুশি হবি। রুমা এই মুহূর্তে তোকে যতখানি চায়, আমাকে ততখানি চায় না। যদি বা চাইতও তাহলেও আমার পক্ষে তাকে গ্রহণ করা সম্ভব হত না নানা কারণে।

রুমা একা যাচ্ছে পরশু তোর কাছে। ওকে স্টেশনে নিতে আসিস।

এটুকু বলি শেষে, যে নিজের মূর্খামীতে ভর করে জীবনে আর যাই করিস, কারো পরম গর্বের জায়গায় হাত দিস না ভুলেও। আমার চাকরি নেই বলে কি তুই মনে করিস আমার আত্মসম্মানও নেই? আমি তো কারো ঘাড়ে বোঝা হয়ে নেই। নিজেরটা নিজে চালিয়ে নিচ্ছি—যে ভাবেই হোক। আমার কোনো দায়িত্বও যে নেই তাও তুই জানিস। তবে?

তোর মত ফুলগাছ-ঘেরা কোয়ার্টার, ঠাণ্ডা শরীরের পরাভূত স্ত্রী, পোষা পায়রার চাকরি আমার জন্যে নয়। এ জীবন অন্য জীবন। আমার জীবনে শুধু আগুনের হল্‌কা। তার মধ্যে আছি, এবং তার মধ্যেই থাকব। এও আর এক রকমের জীবন। এ জীবনের মানে তুই বুঝবি না।

ভাবতে আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে, যে রুমা যাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই তোরই দেওয়া তু-তু-চাকরি আমি গ্রহণ করে সুখে রুমাকে জড়িয়ে সংসার করব, এমন কথা আমার সম্বন্ধে তুই ভাবলি কি করে? তুই কি পুরুষ না মেয়েছেলে?

আর কিছু লেখার নেই। তোর রুমা যাচ্ছে। তাকে গ্রহণ করিস। আমার সমস্ত শুভেচ্ছা রইল তোদের প্রতি। সত্যিরে, সত্যি সত্যিই সব আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল!

ইতি তোদের তেলে-ভাজা-ওয়ালা
সাধন সরকার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। মনে হল কোনো অদৃশ্য ঘাতক যেন আমাকে খুব কয়েক ঘা চাবুক মেরে গেল। হঠাৎ আমার রাজিন্দরের শীষমহলের সেই সাদা পোশাকের বৃদ্ধর কথা মনে হল, সেই যেন আমাকে চাব্‌কে গেল এক্ষুনি।

বেরোবার সময় ঠক্কনলালকে গরুরগাড়ি ঠিক করার কথা বলে গেলাম।

ভোরের ট্রেনে যখন রুমা আসছেই তখন তাকে আনতে স্টেশনে যেতেই হবে। রুমা এলেই সব বিস্তারিত শোনা যাবে।

সাধনের চিঠির চাবুকের জ্বালা তখনো মোছেনি মন থেকে, কিন্তু তবুও মনে হল, মনে হয়ে খুব ভাল লাগল যে রুমা সত্যিই আসছে। আমার ঘরে, আমার কাছে থাকছে। মুহূর্তের জন্যে এ কথা মনে হয়েই খুব ভাল লাগল।

সাইকেলে চড়ে খনির কাছাকাছি প্রায় এসেছি, এমন সময় পুব দিকের আকাশে একটা প্রলয়ঙ্করী আওয়াজ হল। চমকে তাকিয়ে দেখলাম আকাশ নির্মেঘ, অথচ আওয়াজটা মিথ্যে নয়। পাহাড়ে পাহাড়ে আওয়াজটা অনেকক্ষণ কাঁপল।

কিসের আওয়াজ বোঝা গেল না।

খনির কাজ সেরে এসে অফিসে বসে বিলিং রিপোর্ট তৈরি করছি, এটাওয়াতে পাঠাব মালিকের কাছে। এমন সময় আমাদের একজন কনট্রাক্টর সাইকেলে চেপে এসেই খবর দিল, দু' ঘণ্টা আগে পিয়াসার পুরো ড্যামটি ভেঙে পড়েছে; অনেক কুলি-কামিন মারা গেছে।

ছোট জায়গা হলে যা হয়, কারখানার মজুররা বলল, আমরা দেখতে যাব এক্ষুনি, সকলেই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার প্রায় দৌড়তে দৌড়তে উর্ধ্বশ্বাসে গেল, কারণ তাদের অনেকের আত্মীয়স্বজনরা সেখানে কুলি-কামিনের কাজ করছিল।

অফিস বন্ধ করে আমার ডেরার দিকে ফিরছি, এমন সময় পথে রাজিন্দরের সঙ্গে দেখা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে চেনা যাচ্ছে না, দেখে মনে হচ্ছে এ রাজিন্দর নয়, যেন তার প্রেতাত্মা। রাজিন্দরের চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না আমি। আমার মনে হল, ড্যামটা যেন আমিই ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি নিজে হাতে।

কোনো কথা না বলে পাশাপাশি সাইকেল চালিয়ে আমরা আমার ডেরায় এলাম।

রাজিন্দর বারান্দায় বসল।

ওর চুল উস্কোখুস্কো, মুখ শুকনো! চা পর্যন্ত খেল না। ও পাগলের মত বলতে লাগল, সব ঘুণ ধরে গেছে বেণীবাবু—ঘুণপোকায় আমাদের মেরুদণ্ড খেয়ে গেছে। কিছু করা যাবে না এখানে, কিছুই করা যাবে না।

আমি বললাম, রণধীর পাণ্ডেকে জিগ্যেস করলে না? কেন এমন হল?

—জিগ্যেস করলাম না মানে, শালার গলা টিপে আমি ওখানেই শালাকে মেরে ফেলেছিলাম, কিন্তু ও যা বলল, তাতে দেখলাম অসংখ্য বড় লোক এবং গরীব লোকেরও গলা টিপে তক্ষুনি মারতে হয়।

তেমন জোর তো আমার হাতে নেই বেণীবাবু। তা ছাড়া, তা করে লাভই বা কি?

আমি শুধোলাম, কি শুনলে পাণ্ডেবাবুর কাছে?

রাজিন্দর একটু চুপ করে থেকে বলল, শুনলাম কলঙ্কের ইতিহাস, কুকুরের রোজনামচার কথা। জনদরদী নেতা থেকে আরম্ভ করে সরকারি বড়-ছোট অফিসার, কেরাণি, ব্যবসাদার, এবং আরো অনেক বেসরকারি লোককে তার নানাভাবে পেট ভরাতে হয়েছে। এবং সে নিজেও সিমেন্টের সঙ্গে কাদা মিশিয়ে চালিয়েছে।

আশ্চর্য! সব সময় সঙ্গে থাকলাম, অথচ বুঝতে পারলাম না কিছু।

ওকে যখন বললাম, শালা! তোমাকে এক্ষুনি গলা টিপে মারব। ও বলল, আমি ব্যবসাদার মানুষ দু'পয়সা কামাব বলেই এত দিন ধরে এত ঝামেলা করছি, আমি কি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াব? এ

www.BanglaBook.org

ড্যাম ত আমার একার সম্পত্তি নয়, দেশের সম্পত্তি। এ কথাটা যদি দেশের অন্য কেউই না বোঝে, তবে আমার একার বোঝার দরকার কি?

বলল, অন্য সকলে যদি বিনা মেহনতে, বিনা লগ্নীতে বসে বসে পুকুরচুরি করে তাহলে আমি দিনরাত মেহনত করে কি ঘরের টাকা দেশের কাজের জন্যে গচ্চা দেব? তাছাড়া, এমনি করেই ত এ পর্যন্ত কত কাজ করলাম। সবই উৎরে গেল। এ আমার বদ নসিব, তাই এত তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল।

এই অবধি বলে রাজিন্দর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল, শুনলে বেণীবাবু, আমার এত স্বপ্নের, এত কল্পনার পিয়াসা ড্যাম আজ ভেঙে গেল। কত লোকের ট্যাক্সের টাকা, কত লোকের পরিশ্রম, কত লোকের স্বপ্ন সব গুঁড়িয়ে গেল। নাঃ বেণীবাবু, কিছু করা যাবে না, এখানে কিচ্ছু করা যাবে না। আমি আজই অন্য কোথাও চলে যাব।

আর কোনো কথা না বলে রাজিন্দর সাইকেলে উঠে চলে গেল।

আমার দিকে ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

অথচ আমার ওকে আজ কত কথা বলার ছিল। আমার রুমা আসছে কাল ভোরে—আমার জীবনে কত বড় একটা পরিবর্তন হতে যাচ্ছে, ঠিক এমন সময় পিয়াসা ড্যাম ভেঙে পড়ল। ভাঙার সময়টা কি অন্য কোনো সময় হলে হত না?

ড্যাম ভেঙেছে তা আমি এখন কি করব? কাল আমার রুমা আসছে, এসময়ে আমার এ সব দেশের ও দশের ভাবনা ভাবার সময় নেই।

রাজিন্দর চলে যেতেই, আমার দেশ, আমার সমাজ, পিয়াসা ড্যাম-এ সবকিছু বড় বড় চিন্তা আমার মন থেকে উবে গেল।

আমি ঘর গোছাতে লাগলাম, চতুর চড়ুই পাখির মত।

তক্ষুনি নোংরা হয়ে-যাওয়া বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে, এ সব কাচতে দিলাম। বইয়ের তাক গুছিয়ে রাখলাম। রুমা যে ঘরে শোবে সে ঘরে চারপায়া, আলনা, এ সব ঠিকঠাক করে রাখলাম। ও-ঘরের বাথরুমের জানালার একটা কাচ ভাঙা ছিল,

www.BanglaBook.org

সেখানে ময়দার আটা করে কাগজ সাঁটলাম। এখন না করলে আর সময় পাব না, আমায় ভোর চারটেয় বেরোতে হবে স্টেশনে যাবার জন্যে।

সব কাজ শেষ করে, কাল ঠক্কনলাল রুমার জন্যে বিশেষ কি রান্না করবে না করবে বলে দিয়ে চান করতে যাব, তখন রাত প্রায় আটটা, এমন সময় বাঙ্গীরাও দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দিল, সত্যনাশ হো গীয়া বাবু, চৌহানসাব জিন্দা নেহি হ্যায়।

তারপর কি করে, কিভাবে পাহাড় পেরিয়ে উপত্যকার পাকদণ্ডী পথে সাইকেল চালিয়ে রাজিন্দরের ডেরায় পৌছালাম, আমি নিজেই জানি না।

তখন কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে আলো নেই ; তারাদের আলো ছাড়া। দূর থেকে রাজিন্দরের বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি বলে মনে হচ্ছিল।

আমি পৌছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উলটো দিকের পথ দিয়ে কোতো-য়ালির বড় দারোগাও এসে পৌছল।

শীষমহলের কাঠের চওড়া দরজাটা হাঁ করে খোলা ছিল। মধ্যে একটা হ্যাজাক জ্বলছিল। আয়নায় আয়নায় সেই উজ্জ্বল আলো চতুর্দিকে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল।

রাজিন্দর ফরাসের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে, আধশোয়া ভঙ্গীতে পড়েছিল। মাথাটা ডান দিকে কাত করা।

দারোগার সঙ্গেই ঢুকলাম আমি।

ঢুকেই দেখলাম, রাজিন্দরের চারপাশে সেই কালো কুচকুচে চারটে কুকুরও মরে পড়ে আছে। প্রত্যেকের ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে গুলি গেছে। আমীর এবং মালিক, গরীব এবং নোকর চারজনেই পাশাপাশি শুয়ে আছে। চারজনেই রাজিন্দরের শব পাহারা দিচ্ছে।

আয়নাগুলোর দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম আমি। কুঁকড়ে গেলাম আমি নিজের চেহারা দেখে।

তারপর ভালো করে তাকাতেই দেখি, আলো-চমকানো আয়নার উপরে আলকাতরা দিয়ে আঙুল বুলিয়ে কি যেন লিখেছে রাজিন্দর। হিন্দীতে বড় বড় করে লিখেছে।

বিরাট ভুঁড়িওয়ালা বড় দারোগা পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে জোরে

www.BanglaBook.org

জোরে প্রায় অশিক্ষিতর মত বানান করে পড়ছিল, 'বাঘের বাচ্চা কোনো-দিনও কুকুরের বাচ্চাদের নেতা হয় না। কুকুরের নেতা কুকুররাই হয়। সবসময়।'

দারোগা একটু চুপ করে থাকল, তারপর স্বগতোক্তি করল, দিমাগ খারাব হো গায়া থা।

রাজিন্দর কপালে নল ঠেকিয়ে ট্রিগারটা টেনে দিয়েছিল। সুন্দর মুখময় খয়েরি খয়েরি কি সব থক্‌থকে জিনিস মাখামাখি হয়েছিল। এই আশ্চর্য উপত্যকার, এই গুলিস্তার বুলবুলির ঠোঁট দিয়ে রক্ত গড়িয়ে গেছিল ; যে ঠোঁট আর কখনও গান গাইবে না।

কিছুক্ষণ পর শীষমহল থেকে ধীরে ধীরে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

দেখি, সেই থমথমে রাতে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, জড়ো হচ্ছে শীষমহলের কাছে। এখানে ওখানে, আশে-পাশের টিলায়, জঙ্গলে, ক্ষেতে, কাছে দূরে অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু আলো কাঁপছে। কুপী বা মশাল বা হারিকেনের আলো।

ওরা চতুর্দিক থেকে চৌহানসাহেবের বাড়ির দিকে ধীরে ধীরে আসছে।

ঐখানে দাঁড়িয়ে, আমার হঠাৎ মনে হল, আমার চারদিকে, কাছে দূরে অনেকগুলো বাঘের চোখ অন্ধকারে যেন জ্বলজ্বল করছে।

তারা-ভরা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, হঠাৎ একে-বারে হঠাৎই, কী যেন এক শ্বাসরোধকারী যন্ত্রণায় আমার বুক ভেঙে যেতে লাগল। এই আমি, এই পাত কুড়োনো, পিসেমশাই-সর্বস্ব, চড়ুই পাখি আমি ; সেই অন্ধকারে হু-হু করে কেঁদে উঠলাম।

কবে ? রাজিন্দর ? কবে ? তোমার এই স্বপ্ন সত্যি হবে ?

কবে আমরা, এই আসমুদ্র হিমাচলের কোটি কোটি মানুষ বাঘের মত মাথা উঁচু করে, আত্মসম্মানের গর্দান ফুলিয়ে তোমার এই শীষমহলের আয়নার সামনে দাঁড়াবে।

কবে, রাজিন্দর ; কবে ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দোলনচাঁপা

রিণা বৌদি ঘরে ঢুকে বললেন, জর্দা আছে কারো কাছে ?

মিনা ঝঙ্কার দিয়ে বলল, পারও বাবা তুমি। এক দুপুরের জন্যে পিকনিকে এসে গোটা সংসার না নিয়ে এলে নয়। দেখো গিয়ে, থাকলে তোমার বরের কাছেই আছে।

রিণা বৌদি লাল টুকটুক জিভ বের করে হাতে-ধরা পানের বোঁটা থেকে একটু চুন কামড়ে জানালা দিয়ে পিক্ ফেললেন। ঢোঁক গিললেন। তারপর জানালার তাকে বসে বললেন, তোর জামাইবাবু কি এখনো জেগে আছে ? ছ্যাখ গিয়ে ঘুমোচ্ছে পাশের ঘরে।

শান্ত পাজামা গুটিয়ে একটা তাকিয়ার উপর ঘোড়ার মত করে বসে থ্রিলার পড়ছিল। মুখ তুলে বলল, দিদি, জামাইবাবুকে তুলে দাও ঘুম থেকে। উনি জমিয়ে নাক ডাকলে কিন্তু এই পুরোনো কাঠের বাংলো যে কোনো মুহূর্তে ধসে যাবে। শান্তর কথায় সকলে হেসে উঠলো।

মিনা বলল, সত্যি দিদি, জামাইবাবুকে একটু রোগা হতে বল। তুমি একটা যা-তা। নিজের ফিগারটি ত বেশ চাম্পু করে রেখেছ বাবা।

রিণা বৌদি বললেন, তোরা বেশি ফাজিল হয়েছিস। তোরা সকলে মিলে আমার বরের পেছনে লেগেছিস কেন ? তার ত পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হয়েছে। আর এই যে ইয়ংম্যান বালিশ বগলে ভরদুপুরে ঘুমোচ্ছে ? এর বেলা কি হয় ?

সকলে ওমনি বিজুর দিকে তাকালো। পাজামার উপর একটি হাতাওয়ালা গেঞ্জী, ছিপ্‌ছিপে বিজু একটা বালিশের নীচে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল ও ঘুমিয়ে পড়েছে। আসলে ও জেগেছিল এবং মনে মনে ঘরশুদ্ধু লোককে (এক মিনা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছাড়া) গালাগালি করছিল। ও প্রার্থনা করছিল যে সকলে ঘর ছেড়ে চলে যাক—পাশের ঘরে গিয়ে তাস নিয়ে ব্রে খেলতে বসুক—নয়তো কচুগাঁওয়ের রাস্তায় পায়চারী করুক—অথবা রান্নাঘরের পাশের বাতাবীলেবু গাছ থেকে লেবু পেড়ে খাক। মানে, যার যা ইচ্ছে হয় তাই করুক। শুধু ওকে আর মিনাকে ওরা একটু একা থাকার সুযোগ দিক। একা থাকলে কি করবে তা বিজু জানে না। হয়ত মিনার চোখের দিকে চেয়ে ওর চোখের ভিতরে কিছু খুঁজবে। মিনা বলবে, কি দেখছেন আমার চোখের মধ্যে? আমার চোখে কিছু ডুবে গেছে আপনার? বিজু কথা বলবে না। শুধু তাকিয়ে থাকবে। এমনি করে ওর হাতের পাতাটি হাতে নিয়ে—ওর চোখের দিকে চেয়ে সমস্ত দুপুর কাটিয়ে দেবে। তারপর বিকেল হলেই ত কচুগাঁও থেকে নীল বাসটি ধুলো উড়িয়ে আসবে, তারপর দাদা, বৌদি, শান্তু, মিনা ওরা সকলেই চলে যাবে ধুবড়িতে। তারপর বর্ষার ঝিঁঝিঁ ডাকা সন্ধেবেলায় বরবাথার এই নির্জন ফরেস্ট বাংলোতে রেঞ্জার বিজন বিহারী রায় একা একা বারান্দায় বসে ব্যাঙের ডাক শুনবে আর শালের বনে বৃষ্টির শব্দ শুনবে। বিজুর কাছে এই একটি দুপুরের যে কত দাম—এই একটি সামান্য দুপুর অন্যদের সহৃদয়তায় যে কত বড় প্রাপ্তি হয়ে উঠতে পারে ওর কাছে, তা এক বিজুই জানে।

মিনা বলল, এই যে রেঞ্জার মশাই শুনছেন—। আমাদের নেমন্তন্ন করে নিজেও দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঘুমোচ্ছেন যে অসভ্যের মত। উঠুন, নয়তো এই চিমটি কাটলাম—বলেই মিনা বিজুর পায়ের পাতায় টুকুস করে একটি চিমটি কাটল।

বিজু ছিটকে উঠল, বলল: 'আউ'। তারপর উঠে বসে বলল, আমি ঘুমোইনি। ভাই-বোনে মিলে আমার মোটা দাদার কি রকম নিন্দা হচ্ছে, তাই শুনছিলাম। দাদার নিন্দা শোনা উচিত নয় বলেই কানে বালিশ চাপা দিয়েছিলাম।

রিণা বৌদি বললেন, ফাজিল। তারপর বললে, আচ্ছা রেঞ্জার-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাহেব, তোমার জানালার পাশে এই যে গাছটা, এটা কি গাছ ?

মিনা কথা কেড়ে বলল, কাঁঠাল।

শান্ত বলল, তুই আর হাসাস না মিনা। কলকাতার মেয়ে বলে কি কাঁঠালগাছও চিনবি না ? মিনা বলল, ইয়ার্কি মারিস না। পনেরো দিন হল আমি ধুবড়ির মেয়ে—আরো পনেরো দিন ধুবড়িতে থাকব—তারপর কলকাতার হিন্দুস্থান পার্কে ফিরে ছাদের কাকগুলোকে পর্যন্ত শিখিয়ে দেব কোনটা কি গাছ।

বিজু আসন করে বসে কোলে বালিশটা টেনে নিয়ে বলল—এটা দোলনচাঁপা গাছ।

শান্ত হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বলল, ধ্যাৎ—এখানে এসে ঘরে বসে কি হবে—কেমন মেঘলা দিনটা। চল্ দিদি, ঝর্ণাটার পাশে ঘুরে আসি। কি রকম ঘন বেতের জঙ্গল দেখেছিস ? ওখানে নিশ্চয়ই চিতাবাঘ থাকে।

রিণা বৌদি হঠাৎ অল্পবয়সী হয়ে বললেন, চল্ একটু অ্যাডভেঞ্চার করে আসি। তোমার ফরেস্ট গার্ডকে পাব ত গেটে ?

বিজু বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যাও না। ও ত বসেই আছে তোমাদের বিশ্বদর্শন করাবে বলে।

একে একে রিণা বৌদি এবং শান্ত ঘরের বাইরে বেরিয়ে, বারান্দা পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল।

মিনা খাটের কোণায় এক-পা ঝুলিয়ে বসেছিল। ও বিজুর মুখের দিকে তাকাল, তারপর ওঠার ভঙ্গী করে শুধোল আমিও যাই ?

বিজুর মুখ চোখ হতাশায়, দুঃখে ভরে গেল। বিজু বলল, না মিনা। তুমি যাবে না। প্লিজ তুমি থাকো।

এমন সময় সিঁড়ি থেকে রিণা বৌদি ডাকলে, মিনা আয়। তোর জন্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। মিনা ধড়মড়িয়ে উঠে একবার বিজুর মুখের দিকে তাকাল, তারপর বোধহয় বিজুর মুখ দেখে মায়া হল। দৌড়ে সিঁড়ির মুখ অবধি গিয়ে রেলিং ধরে ঝুঁকে বলল, দিদি, তোমরা যাও, দিদি আমার খাওয়ার পর রোদে ঘুরতে ভাল লাগে না। আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জামাইবাবুকে চা করে দেবো।

দিদিরা চলে গেলে মিনা একবার পাশের ঘরটা ঘুরে এলো। দেখলো একটা বালিশ মাথায় এবং অন্য একটা কোলবালিশ কোলে করে জামাইবাবু প্রচণ্ড নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন।

বিজুকে ঘরে দেখতে পেল না মিনা। কিন্তু ঘরে পা দিতেই দরজার পাশ থেকে বিজু ওকে হাত ধরে কাছে টেনে আনলো। ভীষণ জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছিল বিজুর—মিনার বুক উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল। মিনা জোর করে বিজুর হাত ছাড়িয়ে বাইরে চলে গেল। বাইরে গিয়ে যেন কিছুই হয়নি; এমনি লঘুপায়ে হেঁটে বারান্দায় রাখা কুঁজো থেকে গড়িয়ে একটু জল খেলো—তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল দিদিরা আলোছায়ার চিরুনী বুলানো পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর মিনা মুখ ফেরাল। মুখ ফেরাতেই বিজু চোখে-মুখে অনুনয় জানিয়ে ওকে ঘরে আসতে বলল। মিনা ওখানে দাঁড়িয়েই একবার হাতজোড় করল—মুখে কিছু বলল না। বিজু মাথার নীচে বালিশ দিয়ে শুয়ে পড়ল। ওর খুব খারাপ লাগছিল। মিনাকে অমন জোর করে আদর করতে গেছিল বলে এবং দ্বিতীয়ত মিনাও জোর করে পালিয়ে গেল বলে। আসলে এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ কারণের জন্যে ওর বেশি খারাপ লাগছিল, বিজু বুঝতে পারল না।

দুটো দাঁড়কাক এসে বারান্দার রেলিঙে বসেছিল। মিনা বলল, এই হুস্‌স—হুস্‌স। তারপর একটু পরে কি ভেবে মিনা নিজেই এসে বিজুর ঘরে ঢুকল।

বিজু কথা বলল না। ওর মুখ বিস্বাদ লাগছিল। এই সামান্য চাওয়াটুকু মিনা সফল করল না। মিনা হয়ত ভাবে কি বাহাদুরীই না সে করল, কিন্তু তাতে বিজুর যে কি মর্মান্তিক কষ্ট হল, বুকের মধ্যের সমস্ত যন্ত্রপাতি যে ধকধক শব্দ করে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল —এ কথা মিনা কোনোদিন বুঝবে না; বোঝেনি। তার নিজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মহত্ত্ব, তার নিজের পবিত্রতার বড় বড় বুলিতে সে নিজেকে বরাবর justify করে এসেছে। বিজুর যন্ত্রণা, বিজুর কষ্ট, সে কোনোদিনও বোঝেনি; বুঝতে চায়ওনি। মিনা এসে বিজুর পাশে বসল। বলল, অসভ্য।

বিজু অন্য দিকেই মুখ ফিরিয়ে ছিল। বলল, কি হত? তোমার কি ক্ষতি হত?

কিছুই হত না হয়ত। কিন্তু আমার খারাপ লেগেছে।

কেন?

আমার মনে হয়েছে, এই জন্যেই আপনি আমাকে এখানে আসতে লিখেছিলেন। প্ল্যান করে।

এর আগে মিনা বিজুর মনে অনেকবার অনেকরকম কষ্ট দিয়েছে—কিন্তু এই কথাটি শুনে বিজুর বুকের মধ্যেটা কেমন যেন করতে লাগল। যাকে সে রোজ ঘুমুতে যাবার সময় মনে করে, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে, ঘুম ভেঙে উঠে প্রথমেই পাখির ডাকের মত ফুলের গন্ধের মত যার ভাবনা প্রথমে ওর অবচেতন থেকে চেতনে ওকে হাত ধরে নিয়ে আসে—তাকে বঞ্চনা করার জন্যে—ঠকাবার জন্যে—কয়েক মুহূর্তের জন্যে আদর করার জন্যে সুদূর কলকাতা থেকে আসামের জঙ্গলে প্ল্যান করে এক দুপুরের জন্যে নিয়ে এসেছে—শুধু এই জন্যেই—এ কথা মিনা কি করে বলতে পারল—বিজু ভাবতে পারল না। কিছু একটা করতে ইচ্ছে করল বিজুর—চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে বলতে ইচ্ছে করল তোমাকে আমি ভালোবাসি—ভালোবাসি—ভালোবাসি। তুমি, আর কোনো প্রমাণ চাও আমার কাছ থেকে?

যা বলতে ইচ্ছা করে—তা সব বলা যায় না বললে, যাত্রা-যাত্রা শোনায়। তাই বিজু অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে, কেটে কেটে বলল, আমি তোমাকে ভালোবাসি, এ বিষয়ে তোমার কোনো সন্দেহ আছে?

বিজুর মনে হল, মিনার দুটি সুন্দর নরম কবুতরী বুকের আড়ালে ওর বোধহয় হৃদয় বলে কিছু নেই। এ বোধহয় সমস্তটুকুই কঠিন

www.BanglaBook.org

হিসাব দিয়ে তৈরি। নইলে কোনো মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে না।

মিনা এক অদ্ভুত চোখে বিজুর চোখে তাকাল। তারপর বলল, না। কোনো সন্দেহ নেই।

বিজু বলল, তবে ?

আমার এ সব ভাল লাগে না। আপনি জানেন—আমার অনেক ছেলের সঙ্গে আলাপ আছে। কিন্তু অনেকের সঙ্গেই সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে এই জন্যে।

বিজু পাশ ফিরে হাতের উপর মাথা রেখে শুলো, বলল, তাহলে বলতে চাইছ আমার সঙ্গেও—তাদের অনেকের মত একদিন সম্পর্ক থাকবে না তোমার ?

আবার অদ্ভুত চোখে চাইল মিনা, বলল, না। আপনার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে।

বিজু উত্তর দিলো না। ভাবল—মিনা ওর মনের গভীরতার কতটুকু খোঁজ রাখে। মিনা ওকেও বোধহয় ওর অনেক বন্ধুদের মতই মনে করে। বিজু জানে, মিনা ইচ্ছে করলেও কোনোদিন বিজুর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারবে না। সত্যিকারের ভালোবাসা যদি সে পেয়ে থাকে, তবে তা মিনা কিছুতেই অবহেলায় ফেলে দিতে পারবে না। এ জন্মে, পরজন্মে ; কোনো জন্মেই পারবে না। সেই বিশ্বাস বিজুর আছে।

বিজু বলল, কেন থাকবে তাহলে সম্পর্ক ?

মিনা বলল, থাকবে, কারণ আপনার সঙ্গে আমার একটা সামাজিক সম্পর্ক আছে। যে সম্পর্কটা বরাবরই থেকে যাবে।

আমি সে সম্পর্কটাকে কোনো মূল্য দিই না। কোনো মূল্যই না। বিজু বলল।

মিনা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। বিজুর হাতটি নিজের হাতে নিয়ে খেলা করতে লাগল—। বিজু বারবার মিনার ডান হাতের মুঠি ভরে ধরতে লাগল। হঠাৎ বিজু বলল, জানো, আমার মনে হয় আমি একটা নেগেটিভ তার আর তুমি পজেটিভ। তোমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতে আমার হাত ঠেকলেই আমার ভিতরে অনেক রঙিন আলো জ্বলে ওঠে আনন্দে আমি ভরে উঠি। আমি বুঝতে পারি, তোমার হাতের মধ্যে আমার ভবিষ্যৎ লুকোনো আছে। তুমি কখনো বুঝতে পারো?

মিনা বলল, বিজুদা আমি জানি আপনার দুঃখ আছে, দুঃখ হয়। মানে আমি হয়ত আপনাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু প্রত্যেকেরই উচিত যতটুকু পাওয়া যায়—আপনা থেকে পাওয়া যায়—তাই নিয়েই সুখী হওয়া। আপনি আমার কথাটা কি কখনো ভেবে দেখেছেন? আমার কি দুঃখ নেই। আমি যদি হাসিমুখে থাকতে পারি, আপনি পারেন না কেন? আপনাকে এতদিন যা দিয়েছি তার চেয়েও আজ যা কেড়ে নিতে চাইছিলেন সেটাই কি বড়? আপনি একজনের কাছ থেকে সবই চান—হয়ত আমিও চাই সবটুকু। অথচ তা কখনো পাওয়া যায় না। অনেকের কাছ থেকে অল্প স্বল্প এবং বিচিত্র নিয়েই ঝুলি ভরতে হয়। সে যতটুকু খুশি হয়ে ভিক্ষা দেয়। কখনো জোর করতে নেই বিজুদা। আমি একজনের কাছে জোর করে কি ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করছি দেখছেন না?

বিজু কথা বলল না। হাতের মধ্যে মিনার হাতটি নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। দোলনচাঁপা গাছটির বড় বড় পাতায় হাওয়াটা দোলনা দুলছে। অনেক পাখি ডাকছে বাইরে। গরু দুটির গলায় ঘণ্টার টুঙটুঙানি ভেসে আসছে হাওয়ায়। বিজুর হঠাৎ নিজেকে ভারী ছোট ছোট লাগতে লাগল। মনে হল উঠে মিনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। বিজু চুপ করে মিনার চোখে চেয়ে রইল।

এমন সময় নীচে ওদের গলার আওয়াজ শোনা গেল। সিঁড়িতেও দুরদার্ আওয়াজ হল। মিনা তাড়াতাড়ি বিজুর হাত ছেড়ে সরে বসল।

শান্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মিনা কেলেঙ্কারীয়াস ব্যাপার।

কি?

সাপ।

কি সাপ?

www.BanglaBook.org

গুঁই সাপ।

মারলি না কেন ? দারুন হ্যাণ্ডব্যাগ হত আমার একটা—।

মিনা এমনভাবে কথাটা বলল যে, হ্যাণ্ডব্যাগ, বেলুন, খেলনা, ললিপপ এইসব নিয়েই ও সারাদিন ভেবে মরে—এতক্ষণ যে গভীর খোলসে ছিল, সে খোলস ছেড়ে একটা চিকন সাপের মত এখন সম্পূর্ণ অন্য খোলসে প্রবেশ করল মিনা। মিনা হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগল—শান্তকে ভীরু বলে খেপাল, তারপর রিণা বৌদির সঙ্গে চায়ের বন্দোবস্ত করতে চলল।

একটু আগে যে-মিনা বিজুর হাতে হাত রেখে বসেছিল—সে মিনাকে আজ আর ফিরে পাবে না বুঝল বিজু। কিছুতেই পাবে না।

বেলা পড়ে এসেছে। ওরা সকলে গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল বাসটা আসছে দেখা যাচ্ছে। বিজু ওদের তামাহাট অবধি এগিয়ে দিয়ে আসবে তারপর উল্টোদিকের বাস ধরে ফিরে আসবে বরবাধায়।

বাসটা এসে গেল। এক এক করে সকলে উঠে পড়ল। মিনা বাঁ দিকের জানালার পাশের একটি সীট নিল। বিজু ওর পেছনে বসল। বাসটা জঙ্গলের পথ বেয়ে তামাহাটের দিকে ছুটল।

মিনা একটা লো-কাট ব্লাউজ পরেছে—চাঁপা রঙ। পোল্‌কাডটের ভয়েল। পিঠের দুপাশের পাখনার হাড় দেখা যাচ্ছে। বাসের দোলানীতে মিনার শরীর দুলছে—বেণী দুলছে। বেণীতে একটি দোলনচাঁপা গুঁজেছে মিনা। হাওয়ার ঝলকে ঝলকে বিজু গন্ধ পাচ্ছে নাকে।

একসময় মিনা ওর সুন্দর গ্রীবা বেঁকিয়ে পেছন ফিরে বিজুকে বলল, বেশ সুন্দর কাটলো দিনটা। অনেক দিন মনে থাকবে।

বিজু উত্তর দিল না। চোখ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালো।

ওপাশের সীট থেকে শান্ত বলল, মিনা একটা গান গা'না, ফাইন লাগছে বিকেলটা।

মিনা বলল, ধ্যাৎ—এই বাসের ঝাঁকুনিতে গান হয়—আমার গাইতে ইচ্ছে করছে না।

www.BanglaBook.org

বিজু মিনার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, গাও-নামি না। কতদিন তোমার গান শুনিনি।

সত্যি শুনবেন? মুখ ঘুরিয়ে মিনা বলল।

বিজু বলল, গাও।

মিনা জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে নিচু গলায় আস্তে আস্তে গাইতে লাগল।

"তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে···
তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে···

দেখতে দেখতে তামাহাট এসে গেল। শান্ত বলল, জামাইবাবু, এখানে ঘোষের দোকানে ভালো রসগোল্লা পাওয়া যায়। রিণা বৌদি বললেন, জামাইবাবুর যোগ্য চেলাই হয়েছিস।

শান্ত এবং দাদা নেমে গেলেন মিষ্টির দোকানে।

বিজু বাস থেকে নেমে জানালার পাশে দাঁড়াল।

মিনা বলল, কখন ফিরবেন?

বিজু চোখ দিয়ে পথের উল্টো দিকে দাঁড়ান বাসটি দেখিয়ে বলল, ঐ বাসে। তোমরা চলে গেলেই।

হঠাৎ বিজুর মনে পড়ল, পাঞ্জাবির পকেটে হাত গলিয়ে বলল, তুমি চেয়েছিলে বলে—পকেট থেকে একমুঠো দোলনচাঁপা বের করল। জানালার ফাঁক দিয়ে দুহাতের পাতা মেলে ধরলো মিনা।

বিজু ফুলগুলো সব ওর হাতে ঢেলে দিলো। দেবার সময় মিনার হাতে হাত ঠেকালো। ভালো লাগায় বিজু আবার নতুন করে ভরে গেলো।

বিজু বলল, ভাল করে ধরো, পড়ে যাবে।

মিনা হাসল, বলল, পড়বে না, পড়বে না, এ ত অস্ত্র কিছু নয়, এ যে ফুল।

শান্তরা মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে বাসে এসে উঠল। বাস স্টার্ট দিল। মিনা ফিসফিস করে বলল, যাবার আগে আর একবার আসার চেষ্টা করব; শরীরের যত্ন নেবেন। আপনি ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর একটু থেমে বলল, দিনটা বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। ভালো লাগছে না যাবার সময়।

বিজু কথা বলল না, হাসি হাসি মুখে মিনার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আসলে বিজুর তখন কান্নায় গলা বুজে আসছিল।

দাদা চেঁচিয়ে বললেন, চলিরে বিজু।

ড্রাইভার বাসটাকে গীয়ারে দিল। মিনা বলল, যাচ্ছি বিজুদা।

তারপর বাসটা চলে গেল।

ফিরতি বাস ধরে বরবাধার বাংলোয় ফিরে আসছিলো। একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। পশ্চিমের আকাশটা বেশ পরিষ্কার—। মাঝে মাঝে হিমালয়ের চূড়ার ঝিলিক্ দু-এক খণ্ড মেঘের মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। বেতবনে, ল্যান্টানায়, সেগুন আর শালেদের বড় বড় ডাল পালায় সোনা আর হলুদে মেশা গোধূলিবেলার আঁচ লেগেছে। পথের পাশের পাহাড়ী নালায় একটা মাছরাঙা সোজা উপর থেকে নেমে এসে জলে ছোঁ মেরে পাহাড়ী পুঁটি ধরছে—আবার সোজা উপরে উঠে যাচ্ছে। তার ডানায় পৃথিবীর সব রঙ ঝিকমিকিয়ে উঠছে।

বাসটা চলেছে। অদূরে গুমা রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে। পথের দুধারের বনে দোলনচাঁপা ফুটেছে। এই শান্ত স্নিগ্ধ রঙিন বিকেলে গন্ধে ম' ম' করছে সমস্ত বন। বনের হাওয়া।

মিনার হাতের পরশ, মিনার চোখের চাওয়া, মিনার গলার স্বর এ সবের স্মৃতিবাহী এ দিনটি বিজুর সমস্ত সত্তা ভরে এক বিধুর বাঁশীর মত বাজছে। চাঁপার গন্ধে বুঁদ হয়ে চলেছে বিজু।

সেই গন্ধের বন্যায় ভাসতে ভাসতে বাসের দোলায় দুলতে দুলতে হঠাৎ বিজুর মনে হল, পৃথিবীর বনে বনে এমন অনেক দোলনচাঁপা ফোটে যা ছিঁড়ে এনে নিজের ঘরের ফুলদানিতে সাজানো যায় না—কিন্তু সে ফুলের সুগন্ধে সারা ঘর, সারা মন; সারা জীবন নিশ্চয়ই ভরে রাখা যায়।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ভরে রাখা যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিস্তা

প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে হু হু করে হাওয়ায় সকালের রোদে দাঁড়িয়ে তিস্তার বানের মত একসঙ্গে অনেক কথা মনে পড়ে গেল যোগেনের।

গ্রাম ওর কোনোদিনও ভাল লাগে না। ওর সত্যিই কি আবার এতদিন পর তিস্তার পাড়ে ফিরে আসার দরকার ছিল? যা তার এখানে ছিল, সবই ত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সর্বগ্রাসী তিস্তা!

থাকবার মধ্যে ছিল কয়েক বিঘা ধানী জমি—আর দাদা! যোগেনের দাদা নগেন। লেখাপড়া করেনি, শহরে যায়নি কোনোদিন—সে শুধু চাষ বুঝতো। রোদে জলে মাঠে ঘাটে বিবর্ণ ছাতা হাতে ঘুরে বেড়াত। দাদা নিজে লেখাপড়া শেখেনি, শহরে আসেনি, কিন্তু যোগেন যে বি-এ পাশ করে শহরের একটা সওদাগরি অফিসে চাকরি করছে সে তার দাদারই জন্য। বুড়ো দাদাই তাকে পড়াশুনা শিখিয়েছিল, বাবা মার অবর্তমানে নিজের ছেলের মত করে ভাইকে মানুষ করেছিল।

মানুষ করেছিল কথাটা ভাবলে যোগেনের হাসি আসে। বাজারের ঝুলিয়ে রাখা মরা পাঁঠাদের গায়ে যে ছাপ থাকে সেইরকম একটা ছাপ মেরে দিয়েছে ইউনিভারসিটি—আর সেই ছাপের জোরে দিনগত পাপক্ষয় করছে ও!

এ কথা মনে হচ্ছে যোগেনের—বোধহয় নগেন আজ নেই বলে। বন্যার বহুদিন পরে একটা বিবর্ণ পোস্টকার্ড এসেছিল মেসের ঠিকানায়। লেখা ছিল, কল্যাণবরেষু বাবা যোগেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে, তোমার দাদা নগেন আর নেই। আমার মেজ ছেলে স্বপনও নেই। তাহারা দুজনেই রাক্ষসী তিস্তার তোড়ে ভাসিয়া গিয়াছে। আমরা সকলে ভাসিলেই ভালো হইত। যে, অবস্থায় আমরা এখন আছি তাহার চেয়ে মরিয়া যাওয়া ভাল ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইতি আং আশীর্বাদক হারু কাকা।

পুঃ তোমাদের বাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। জমি বালিতে ও পলিতে ভরাট। যত শীঘ্র পার একবার আসিবার চেষ্টা করিও।

চেষ্টা করিলেই কি আর তখন আসা গেছে? তাছাড়া এক একবার মনে হয়েছে, গিয়ে হবেটাই বা কি? দাদা নেই—বাড়ি নেই—দেখতে গিয়ে লাভ কি? তবু জানে না, কেন, কিসের টানে, বাস্তুভিটের টানে, ভীড়-ভারাক্কা কমলে, ধার-ধুর করে টিকিট কেটে চলেই এসেছে যোগেন।

॥ ২ ॥

বেলা পড়ে গিয়েছিল। হাওয়াতে এতদিন পরেও যেন একটা পচা দুর্গন্ধ বইছে—যে-গন্ধ নোংরা জলে বয়, কি শকুনির ডানায় ওড়ে—। প্রায় পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে যখন গ্রামে এসে পৌছল যোগেন তখন সত্যিই কিছু চিনতে পারল না। চারিদিক ধূ ধূ—ঘর বাড়ি বলতে কিছু নেই—এমনকি হারু কাকার অমন দোতলা লাল টিনের ছাদওয়ালা বাড়িটারও কোনো চিহ্ন মাত্র নেই। গরুর গলার ঘন্টা নেই, গাছের ছায়া নেই, বাছুরের হাম্বা নেই, ঘুঘুর ডাক নেই—শেষ বিকেলের হাওয়া যেন নদীর পাশের একটা নিস্তব্ধ রুক্ষ শ্মশানের উপর দিয়ে বইছে। ফিস্ ফিস্ করে হাওয়া প্রেতিনীরমত নদীর সঙ্গে কথা বলছে। ঝুর ঝুর করে বালি উড়ছে; বালি ঝরছে।

সেই মরুভূমির মধ্যে অনেক দূরে কতগুলি পাতায় আর চটে ছাওয়া ঘরের মত দেখল যেন যোগেন।

বড় অশত্থগাছটা পড়েনি। আরও কিছু বড় বড় গাছও রয়ে গেছে। ছোট গাছ যেগুলো পড়েনি, সেগুলো কাদা মেখে কুৎসিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আগে যেখানে খুরসেদ মিয়ার বাড়ি ছিল, সেখানে কে একজন একটা ন্যাড়া তালগাছের তলায় ঝুপড়ি বানিয়ে একটা দোকানমত দিয়েছে। যাদুকরী বিড়ি, দেশলাই, মুড়ি, কিছু শুকনো আলু আর

www.BanglaBook.org

চোপসানো বেগুন। দিশী বিস্কুট—মাছি ভন্‌ভন করছে—।

লোকটা একটা চট আলোয়ানের মত গায়ে দিয়ে বসে একমনে এক চোখ বন্ধ করে বাঁ কান পরিষ্কার করছিল। যোগেন কাছে যেতেই বলল, কই চললেন বাহে। তারপরই বলল, চিনতে পারলাম না? যোগেন অবাক হয়ে দেখল তারু কাকা। হারু কাকার দাদা। ভাবা যায় না যে হারু কাকা আর তারু কাকা দাওয়ায় বসে হুকো খেত আর মহাজনী কারবার করত, যাদের কাছে এই স্বল্প বসতি গ্রামের সকলের মান সম্মান, হাসি আনন্দ সব বাঁধা ছিল, যারা বিপদে আপদে রক্ষাকর্তা ছিল তাদের আজ এই অবস্থা?

যোগেন থতমত খেয়ে ছোটবেলার অভ্যাসবশে জুতোটা খুলে ফেলে হাতে নিল। তারু কাকা খক্ খক করে হাসল, বলল, থো থো, আর ভক্তি দেখাইয়া কাম না। ক্ষুথা লাগছে? খাবি কিছু?

যোগেন বলল, না।

তারু কাকা বলল; তবে যা গিয়া—।

যোগেন পা বাড়াল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে একটু চুপ করে থাকল। বলল যামু কই? যাওনের জায়গা নাই।

তারু কাকা উঠে দাঁড়াল। কোমর টান করে দাঁড়াতে কষ্ট হয় আজকাল।

ধরা গলায় বলল, ক্যান্? নগেন নাই বইলা কী সবাই ভাইসা গেছে গিয়া? যা যা—সোজা অশথ গাছ তলায় চইলা যা। হারুরে পাবি অনে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভাবল যোগেন, তারপর বিষণ্ণ গোধূলিতে পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে গ্রামের মাঝের অশথ গাছের দিকে এগিয়ে চলল।

ওর মাথার উপর একটা চাতক পাখি 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' ডাকতে ডাকতে চমকে বেড়াতে লাগল। যোগেন একবার উপরে তাকিয়ে জোরে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তিস্তায় তো অনেক জল: হালা ওইহানে যাওনা ক্যান?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিল যোগেন। ঘুম ভাঙল সূর্য উঠে যাবার বেশ পরে। কাল বিকেলে মনে হয়েছিল, পাখিরাও সব ভেসে গেছে। কিন্তু এই প্রথম সকালে মনে হল সব পাখি মরেনি। সকালের রোদ বড় বড় অশ্বত্থপাতায় ঝিলমিল করছে—কটা শালিক এসে বসেছে ওপরের ডালে।

কাল রাতে হারু কাকার সঙ্গে অনেক গল্প করেছে যোগেন। বেশ ঠাণ্ডা ছিল। গাছতলায় আগুন জ্বেলে বসে হারু কাকার কথা শুনছিল। বন্যার তাণ্ডবের কথা। হারু কাকার দাড়িওয়ালা মুখটাকে গাছের গুঁড়ির পটভূমিতে আগুনের আভায় কোনো সন্ন্যাসীর মুখ বলে মনে হচ্ছিল। হারুকাকা আস্তে আস্তে বলছিল—আমরা নতুন কইরা উদ্বাস্তু হইলাম—বোঝ্‌লা যোগেন।

যোগেন কথার উত্তর দেয়নি কোনো। শুনছিল।

ভাতের গরম ফ্যানে নুন মিশিয়ে গেলাসে করে বুনি যোগেনকে দিয়ে গিয়েছিল। যোগেন বুনিকে শেষ দেখেছিল অনেকদিন আগে। তখন হারু কাকার বাড়ির মেয়েদের সচরাচর চোখে দেখা যেত না। ক্বচিৎ কদাচিৎ গ্রামের কোনো অনুষ্ঠানে তাদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হত। তবে বুনি যখন ছোট ছিল, তখন দুপুরে টো-টো করে ঘুরে বেড়াত। চরের পাশে পাশে—কাশফুল আর নলবনে হাওয়ার ঢেউ উঠত, ঘুঘু ডাকত ঘুঘুর-ঘু আপালচাঁদের জঙ্গলের দিক থেকে ময়ূরের ডাক শোনা যেত। তিস্তার ওপর সরস্বতীপুর চা বাগানের পাশে নেপালি গোয়ালাদের দুধের বাথান বহু দূর থেকে দেখা যেত।

বুনি বলত, চলুন যোগেনদা আমরা একদিন সাঁতরে চলে যাই ওপারে। যাবেন? আপনি তো ভিতু।

যোগেন হাসত। বলত, তিস্তা সাঁতরানো তোমার মত রোগা

www.BanglaBook.org

মেয়ের কম্ম নয়—একটু গিয়ে ভয়েই মরে যাবে। উত্তরে বুনিও হাসত। বলত, ভাববেন না যে আমি ভেসে গেলে আপনাকে এমন করে জড়িয়ে ধরব যে আপনাকেও আমার সঙ্গে আসতে হবে।

যোগেন কথা বলত না!

মুড়ি আর বাতাসা দিয়ে সকালের খাওয়া শেষ করল যোগেন।

গ্রামের ছেলে-বুড়োরা সকলেই যে যার জমি উদ্ধারে লেগেছে। সকাল আটটা ন'টা বাজতেই সমস্ত গ্রামে এমন একটা কাজের জোয়ার চেঁচামেচি উদ্দীপনা পড়ে গেল যে ছোটবেলায় এমন কোনোদিন দেখেছে বলে যোগেনের মনে পড়ল না। সকলের চোখে মুখেই বাঁচার জন্যে একটা জোর জেদ দেখতে পাচ্ছে যোগেন। এই অলস মন্থরগতি-ভাগ্যে বিশ্বাসী অল্পে-সন্তুষ্ট হুঁকা খাওয়া লোকগুলোর মধ্যে এতখানি আগুন লুকোনো ছিল, ভাবতে পারেনি ও কোনোদিন।

ধীরু দাস কোদাল কাঁধে ছুটে যাচ্ছিল। যোগেন বলল, কি কাকা?

ধীরু দাস মুখ ফিরিয়ে বলল, আইছস, আর ক্যান? এবার লাইগ্যা পড়্। হালার ব্যাটা হালার তিস্তা আমাগো হারাইবে; তা অইব না।

যোগেন বলল, সরকারে কিছু করব না?

হারু মণ্ডল বলল, করলে করব—তাগো লইগ্যা বইস্যা থাকনের কাম কি, আমাগো কি হাত-রথ নাই? না তাও নদীতে নিছে?

বলেই হারু কাকা দৌড়ে গেল।

দুপুরে হারু কাকারা সকলে ফিরল—গাছতলায় সকলে বসে কলাই-করা থালায় ভাত আর বেগুনসিদ্ধ খেলো নুন আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে।

তাতেই কত তৃপ্তি। যোগেনও খেল। যোগেন কাল থেকে যত দেখছে তত যেন অবাক হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিল কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলানো কতগুলি নারী-পুরুষ দেখবে—কিন্তু এসে দেখল, এদের কারো চোখে জল নেই যা আছে তা জ্বালা।

www.BanglaBook.org

খাওয়া-দাওয়ার পর হারু কাকা বুনিকে ডেকে বলল, খাওন-দাওনের পর যোগেনরে লইয়া যাস্।

কোথায় নিয়ে যাবে, কি বৃত্তান্ত, হারু কাকা কিছুই বলল না। তার পর ষাট বছরের হারু দাস রোদের মধ্যে দলবল নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল।

যোগেন কিছুক্ষণ একা একা অশ্বত্থ গাছতলায় বসে রইল ফুর-ফুরে হাওয়ায়। তারপর ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বুনি বলল, চলেন যাই।

যোগেন উঠল। বলল, কই যামু?

কই আর? আপনাগো বাসায়। বলেই ফিক করে হাসল। যেন যোগেনের বাড়ি ভেসে গেছে, ওদের বাড়ি ভেসে গেছে বলে ওর কোনো দুঃখ নেই। যেন খুব একটা মজার ব্যাপার হয়েছে।

ওরা চুপচাপ দুপুরের ধুলো-ওড়া হাওয়ায় ভেসে হাঁটতে লাগল রোদে।

একটু পরে বুনি বলল, নগেনদায় আমারে বড় ভালবাসত।

যোগেন বলল, জানি।

আর কিছু বলল না। বুকের মধ্যেটা একবার মুচড়ে উঠল শুধু।

অনেকখানি হেঁটে যখন ওরা যোগেনের বাড়ির কাছাকাছি এল তখন যোগেনের চেনা চেনা লাগল। তারপরই জায়গামত পৌঁছে গেল।

বুনি বলল, রোদের বড় তেজ আমি এইখানে বসলাম একটু।

যোগেন বলল, বসো।

তাকিয়ে দেখল—উঠোন নেই—সন্ধ্যামালতীর বেড়া নেই—তুলসীতলা নেই—দাওয়া নেই—পুবের ঘর নেই—কিছুই নেই। এমন কি বড় ঘরের চিহ্নমাত্র নেই। রান্নাঘরে টিনের চালাটা কি কাদায় আটকে অ্যারোপ্লেনের ডানার মত উঁচু হয়ে আছে। সজনে গাছটার কিছু হয়নি। পাতাগুলোও সবুজ আছে। তার তলায় বুনি বসে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যোগেনও গিয়ে বুনির পাশে বসল : বুনি বলল, ভাবেন কি ?

না।

নাঃ আবার কি ? সবাই কোদাল হাতে ল্যাইগা গেছে আর আপনি কেমন মরদ ? খালি খালি নিশ্বাস ছাড়েন।

যোগেন হাসল। বলল, হে কথা না। কার লইগ্যা করুম আমি ? আমার আছে কেডা ?

বুনি একবার বড় বড় চোখ করে যোগেনের মুখে তাকাল। তার পর বলল, হ। কইছেন ঠিকই। তবে ফ্যালাইয়াই যান। দেহি আমি কিছু করবার পারি কিনা। তারপরই বলল, আমি বা কার লইগ্যা করুম ? যোগেন বলল থাউক, থাউক, আপনেরে আর এই রৌদ্রে কোদাল কোপাইয়া কাম নাই।

বুনি হাসল। বলল, ক্যান ? গইল্যা যামু ? ডরাইয়েন না। এহন আমি সব পারি।

তারপর আরো কিছুক্ষণ ওরা দুজনে চুপ করে বসে রইল।

একজোড়া ঘুঘু কোথা থেকে উড়ে এসে আগে যোগেনদের যেখানে উঠোন ছিল সেখানে পাইচারী করে বেড়াতে লাগল মিথ্যে খাবারের খোঁজে।

বুনি বলল, বাস্তু ঘুঘু।

যোগেন বলল, অরা জোড়ায় থাকে ক্যান ?

বুনি বলল, তা ক্যামনে কমু, আপনে জানেন ?

না :।

ওরা উঠল।

যোগেন ভাবল, তিস্তার ধারটা একবার ঘুরে যায়। কথাটা বুনিকে বলল।

তিস্তার চরে কিন্তু সেই ছোটবেলার মত রোদ্দুর, তেমনি হাওয়া কাশফুলে. নলখাগড়ার বনে তেমন ভালোলাগা। সরস্বতীপুরের চা বাগানের দিকে বহু দূরে পাড়ে—নেপালি গোয়ালাদের দুধের বাথান তেমনি আছে। বালিতে তেমনি শী শী শিস বাজছে।

www.BanglaBook.org

জলের ঝরঝরানি শুনতে শুনতে ওরা দুজনে শীতের দুপুরের রোদে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। যোগেনের এত দুঃখের মধ্যেও হঠাৎ যেন সেই ছোটবেলার মত ভাল লাগল। অনেকক্ষণ পর যোগেন আস্তে আস্তে বলল, ঐ পারে যাইবা বুনি? নদী পারাইবা?

বুনি বার বার বাচ্চা মেয়ের মত জোরে মাথা নাড়ল, অস্ফুটে বলল, নাঃ। দু' চোখে দু' ফোঁটা জল চিক্‌চিক করতে লাগল। তিস্তার তীব্র জলরাশির গর্জনে কান পেতে যোগেন ঐ পারের বৈকুণ্ঠপুরের গভীর জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইল। যদিও এই তিস্তা ওদের সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তবু হঠাৎ এই নদীকে যোগেনের ভীষণ ভাল লাগতে লাগল। কৃতজ্ঞতায় নুয়ে মনে মনে নমস্কার করল তিস্তাকে—।

যোগেনের মুখে সামান্য হাসির আভাস ফুটে উঠল। যোগেন ভাবল, সব কিছু লণ্ড-ভণ্ড করে তিস্তা ওদের আবার নতুন করে বাঁচার সুযোগ দিয়েছে।

বুনি অবাক যোগেনের দিকে চেয়ে বলল, কি? ভাবেন কি নদীর পানে চায়্যা? পাগল হইলেন না কি যোগেনদা।

যোগেন বুনির দিকে না ফিরে জলের দিকে চেয়েই বলল, নাঃ। কিছু না কিছু ভাবি না। তারপর বলল, চলো, ফির‍্যা যাই।

চলুন।

ওরা দুজন পাশাপাশি চরের পথ বেয়ে অশ্বত্থ গাছের দিকে ফিরতে লাগল। পেছনে তিস্তার গর্জন ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর— হতে লাগল। বুনির গায়ে গামছা-গামছা শাড়ি ছাপিয়ে মেহনতের ঘামের গন্ধ বেরুচ্ছিল। ঘামের গন্ধ এত ভাল, আগে জানত না যোগেন।

হাঁটতে হাঁটতে যোগেনের শরীরের পেশীগুলো হঠাৎ টান টান হয়ে উঠল। কিসের অধীর আগ্রহে পেশীগুলো অশান্ত হয়ে উঠল।

অনেকদিন একঘেয়ে ক্লান্ত হাতে ও কলম পিষেছে। ঘ্যান-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘেনিয়ে নোটবই মুখস্থ করে বি-এ পাশ করেছে, প্রকাণ্ড অফিসে দু'বেলা বসে লাল নীল ছাপা কাগজে বিল লিখেছে—অফিসের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম মেসিনের মত। ওর এই শিরা বের করা দুটি হাতে একা একা যে সত্যিকারের এত কিছু করা যায়, কোদাল চালানো যায়, লাঙল বওয়া যায়, বুনির মত কোনো ঘামের গন্ধ মাখা নরম চোখের দুঃখী মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শিউরে ওঠা যায়—নিজের চেষ্টায়, নিজের উদ্যমে, নিজের ঘামে যে, নিজের চোখের সামনে দেখতে দেখতে কিছু সৃষ্টি করা যায়—এত সব কথা হঠাৎ হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলল যোগেন।

সেই আদিগন্ত আকাশের নীচে, নদীর গর্জনের সঙ্গে হাততালি দিয়ে যোগেনের নাচতে ইচ্ছা করল। এমন কি আনন্দে যোগেন একটু দৌড়িয়েও গেল সামনে—। বুনি বলল, করেন কি? খামোকা দৌড়াইয়েন না। ক্ষুধা লাগলে খাওনের কিছু নাই।

যোগেন কথাটা শুনে থেমে গেল।

যতদূর চোখ যায়—মরুভূমির মত সাদা উজ্জ্বল উত্তপ্ত মাঠ। যোগেনের চোখ জ্বালা করতে লাগল। যোগেন মনে মনে বলল, এই সমস্ত মরুভূমিময় ও নতুন করে সবুজ ফসল বুনবে! ফুলে-ভরা গাছ বসাবে, ছায়া আনবে, বাছুর নাচাবে, ঘুঘু ডাকাবে—সব-সব—ও সব কিছু করবে।

বুনির ঘামে ভেজা হাতের পাতাটা ওর হাতের পাতায় হঠাৎ জোরে মুঠি করে ধরল। বুনির হাত ধরে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল। ওর নীলরঙা হাফশার্ট আর বুনির কালো শাড়ি তিস্তার হাওয়ায় একরাশ কাশফুলের মত এলোমেলো হতে লাগল।

ওদের মাথার ওপর দিয়ে একজোড়া ঘুঘু ডানা ঝট্‌পটিয়ে তিস্তার দিকে উড়ে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিঙাল

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। এক পশলা। এখনো গাছ পাতা থেকে টুপটাপ করে জল ঝরছে। মানুষদের গাড়িটার আওয়াজটা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে এক সময় মিলিয়ে যেতেই একলা শম্বরটা আস্তে আস্তে ঘন জঙ্গলের ভিতর থেকে কোয়েল নদীতে নেমে এল।

এখানে জঙ্গলের রাস্তাটা নদীর ওপর দিয়ে চলে গেছে। নদীতে জল বেশি নেই। মানুষদের গাড়িগুলো এলে নদীতে চির্‌চির্‌ করে জল ছিটে ওঠে দুপাশে—আর তার সঙ্গে গোঁ গোঁ করে একটা আওয়াজ। আওয়াজটা এখন একেবারে মিলিয়ে গেছে।

শম্বরটা ওর বিরাট ডালপালা সম্বলিত শিং পিঠের ওপর শুইয়ে দিয়ে মুখ ওপরে তুলে হাওয়া শুঁকল একবার? মিষ্টি গন্ধ। মহুয়ার। কাছাকাছি অবশ্য মহুয়া বেশি নেই। অসময়ের বৃষ্টিভেজা হাওয়ায় হাওয়ায় বাস আসছে। যে কটা মহুয়া গাছের পাশে আছে সে সব গাছের একশ গজের মধ্যেও যাবার উপায় নেই। মানুষগুলো কালো কালো লম্বা লাঠির মত কি একরকম জিনিস হাতে প্রায়ই গাছের ওপর বসে থাকে। কাছাকাছি পৌঁছলেই গুড়ুম করে একটা আওয়াজ হয়—আর এক ঝলক আগুন।

বাস, আর সেখান থেকে ফিরতে হয় না।

ভোর রাতে যে এক দৌড়ে গিয়ে ভরপেট মহুয়া খেয়ে আসবে তারও উপায় নেই—। সেই অন্ধকার থাকতে কোথা থেকে মানুষদের মেয়েরা এবং বাচ্চারা ঝুড়ি হাতে এসে পৌঁছয়। মহুয়া কুড়িয়ে নিয়ে যায়। সে মহুয়া থেকে মদ তৈরি করে খায় ওরা। তারপর নাচ হয়, গান হয়. মাদল বাজে।

সন্ধ্যারাতের মাদলের গুমগুমানি পাহাড় ছাপিয়ে কাঁপতে কাঁপতে জঙ্গলের প্রত্যেক শম্বরের বুকে এসে পৌঁছয়। ওদের বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে।

এই রকম রাতে যখন সমস্ত বনে পাহাড়ে, কোয়েলের কাঁচা

www.BanglaBook.org

করমচা-রঙা বালিতে এক চমৎকার শান্তি বিছানো থাকে—যখন শুকনো পাতা উড়িয়ে বনের বুক মুচড়িয়ে, মচ্‌মচিয়ে হাওয়া বয়—যখন দূরের পাহাড়ে ডুবে-যাওয়া চাঁদকে ধাওয়া করে কোনো টী-টী পাখি ডাকতে ডাকতে উড়তে উড়তে জঙ্গলের গভীরে হারিয়ে যেতে থাকে—যখন জীরহুল আর ফুল-দাওয়াইর গন্ধ ভাসে হাওয়ায়—তখন এই শিঙাল শম্বরটা একা-একা, একা-একা বিস্তীর্ণ পাহাড়ি নির্জনে দাঁড়িয়ে অনেক কথা ভাবে।

মানুষের জীপ-গাড়ি চড়ে রাতের সহলে আসে—জানোয়ারদের রাহান-সাহানের খোঁজ নিয়ে এসে এদিকে ওদিকে আলো ফেলে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে যায়—তীব্র আলো ছুরির ফলার মত বনের বুক চিরে এফোঁড় ওফোঁড় করে। মানুষদের গাড়ির ধুঁয়োর বিচ্ছিরি গন্ধে শম্বরদের নাক জ্বালা করে।

শম্বরটা গাছের আড়ালে বোবা-মুখে শান্তির সবুজ আলোয় চোখ ভরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হয়ত দূরের দলের কারো গায়ে গুলি লাগে—সে পুরুষ শম্বরও হতে পারে, মেয়েও হতে পারে। যার গায়ে লাগে, সে আচমকা পড়ে যায়—তারপর হয়ত উঠে পড়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে—পায়ের নীচের শুকনো পাতা খচ্‌মচ্‌ করে। পাথরে একটা আছাড় পড়ার শব্দ হয়। জিভটা দাঁতে কামড় খায়। তারপর হয় মানুষেরা জয়োল্লাসে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় নইলে ঐখানেই তাকে কেটে তার শরীরের সুস্বাদু অংশগুলো বয়ে নিয়ে যায়। পরের দিন ভোরে শকুনের ঝাঁক সেই মৃত শম্বরের ক্ষতবিক্ষত শরীরের অবশিষ্টাংশ নিয়ে খাবলা-খাবলি করে। তার জল-ভেজা অর্ধগলিত চোখ দুটিকে বড় বড় ঠোঁটে ঠা-ঠা রোদে ঠপ্‌ ঠপ করে ঠোকরায়।

শম্বরটা মানুষদের ঘৃণা করে।

যেদিন মানুষরা আসে না, সেদিন বাঘটা আসে। বড় বড় কালো পাথরের আর ঝুপড়ি গাছের ছায়ায় শুকনো পাতা এড়িয়ে পা ফেলে ফেলে গুড়ি মেরে বাঘটা একলা শম্বরটার পিছু নেয়। বাঘটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেমনভাবে প্রায়ই শম্বরটার পিছু নেয়, বেশিদিন ও পালিয়ে বাঁচবে বলে মনে হয় না।

সব সময় ভয়, কখন কি হয়, কখন কি হয়। তার ওপর এখন সে একা, একেবারে একা। ওর পুরানো দলটা দক্ষিণের পাহাড়ের নীচের গভীর নালায় শাকুয়া আর আসন্ গাছের ছায়ার নীচে থাকে দিনের বেলায়। ওখানে একদল শুয়োরও থাকে। শুয়োরগুলোর প্রত্যেকের মুখ চেনে শম্বরটা। দোষের মধ্যে শম্বরটা একদিন একটা আমলকী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সেই ফিকে পাটকিলে-রঙা মেয়ে শম্বরটার গলায় একটু মুখ ঘষেছিল। মেয়ে শম্বরটা আরামে, আনন্দে, একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলেছিল, ওরও খুব ভাল লেগেছিল। ঠিক এমনি সময় দলের সর্দার শম্বর প্রকাণ্ড শিং নিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর শিঙে শিঙে কি খটাখটি। সেই প্রচণ্ড লড়াইয়ের আওয়াজ শুনে টিয়ার দল ডানা ঝট্‌পটিয়ে উড়ে গেছিল। সবুজ টুঁই পাখিগুলো ঘাস ফড়িং-এর মত উত্তেজনায় টিঁ-টুঁই টিঁ টুঁই করে চারপাশে লাফাতে লেগেছিল—এখনো মনে আছে। শম্বরটা তারপর এক সময় লড়তে লড়তে, ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শিঙাল সর্দারের সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠেনি ও—রক্ত চুঁইয়ে পড়েছিল ওর বড় বড় লোম-ভরা গায়ে। পায়ের নীচের লাল মাটির সঙ্গে রক্ত মিশে কাদা কাদা হয়ে গেছিল খুরের ঘায়ে ঘায়ে।

তারপর এক সময় শীতের বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে টলতে টলতে তার সুন্দরী সঙ্গিনীর গায়ের গন্ধ থেকে, তার দুঃখ সুখের দল থেকে, শম্বরের সমাজ থেকে সে চিরদিনের মত নির্বাসিত হয়েছিল। পুরুষ-শাসিত শম্বর সমাজে অন্য সমর্থ পুরুষের জায়গা হয়নি এক দলে।

তারপর থেকে শম্বরটা একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে। 'একা' হয়ে গেছে। সমস্ত রাত নদীর চরে দৌড়ে বেড়িয়েছে। শক্ত শাল গাছের সঙ্গে প্রহরের পর প্রহর শিং ঠুকে পরীক্ষা করেছে তার শিং শক্ত হয়েছে কিনা। ও দাঁতে দাঁত চেপে বার বার বলেছে, একদিন না একদিন তাকে দলে ফিরে যেতেই হবে—তাকে লড়তেই হবে সর্দারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে—লড়ে, তার শিঙের আঘাতে সর্দারকে ক্ষতবিক্ষত ভূলুণ্ঠিত করে সর্দার একদিন যেমন করে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল দল থেকে—ঐ ক্ষমতাপিপাসু সর্দারকে ও নিজে তেমনি করে তাড়িয়ে নিজের শিঙে ও ক্ষমতালিপ্সার মহার্ঘ মুকুট পরবে। ওর দলের ওপর তখন কেবল ওর একারই অধিকার থাকবে। ওর সেই পাটকিলে-রঙা বান্ধবীকে তখন ও পাটরাণী করবে।

এই রোজকারের ব্যায়াম, একা একা, সশব্দ মানুষকে এবং শব্দহীন বাঘকে বাঁচিয়ে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করে করে শম্বরটা আগের থেকে অনেকটা সবল হয়ে উঠেছে। আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। যেদিন দল থেকে নির্বাসিত হয়েছিল, সে রাত জঙ্গলে পাহাড়ে একেবারে ওর একা একা কি দারুণ ভয়ে আর আশঙ্কায় যে কেটেছে তা আজও শম্বরটার মনে আছে।

কোয়েলী নদীর বালিময় বুকে চাঁদনী রাতে একা একা হাঁটতে হাঁটতে শম্বরটা প্রথম প্রথম দাঁতে দাঁত ঘষত। সর্দারের ওপর ওর প্রথম প্রথম ভীষণ ঘৃণা হত। কিন্তু ইদানীং ও কেমন যেন বুঝতেও পারে সর্দারকে। একটু যেন শ্রদ্ধাও হয় সর্দারের ওপর। শ্রদ্ধা হয়ত হত না যদি ও এতদিন তিল তিল করে সর্দারের প্রায় সমকক্ষ না হয়ে উঠত। নিজে একা একা বাঁচার চেষ্টা করে আজ শম্বরটা বুঝেছে যে, নিজে বাঁচাই যদি এত কঠিন হয় তো অত বড় দল—মেয়ে ও বাচ্চা শম্বরে ভরা দলকে বাঁচাবার দায়িত্ব কতখানি।

গরমের সময় সর্দারকে হাতির দলের পথের চিহ্ন দেখে বাঘ, বাইসন, চিতা সকলের সঙ্গে মরুভূমির মত লু-বওয়া বনে বনে তখন জলের সন্ধানে ঘুরতে হয়। জলের কাছাকাছি থাকতে হয়। অথচ তখন জলের কাছাকাছি বাঘও থাকে। বাঘের হাত থেকে দলের সকলকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় প্রতিদিন, প্রতি রাত, প্রতি মুহূর্ত। আবার বর্ষার দিনে পাহাড়ী নদীর ঢল বাঁচিয়ে কোথায় কি খাবার আছে তার খোঁজে ফিরতে হয় সকলকে নিয়ে। বুনো কুকুরের দল যখন আসে তখন দলের ছোট বড় সকলকে বাঁচাবার দায়িত্ব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সর্দারের ওপরই পড়ে। তারপরে অবশেষে যখন শীত আসে, পাহাড়ের উপত্যকার ক্ষেতে ক্ষেতে যখন গেঁহু বাজরা লাগে—কুলথী লাগে, সুরগুজা লাগে—যখন অড়হরের ক্ষেতের গন্ধ শীতের শেষ রাতের কুয়াশায় ভাসতে থাকে—তখন পাহারাদার গাঁওওয়ালাদের পাহারা এড়িয়ে, শিকারী মানুষের চোখ বাঁচিয়ে এতবড় দলকে সামলে নিয়ে ভালমন্দ খাবার খুঁজে বেড়াতে হয়। যখন গরম অসহ্য হয়, যখন পাহাড়ে পাহাড়ে দাবানল জ্বলে—জঙ্গলকে জঙ্গল হু-হু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—সেই সময় পোড়া গাছ, ধুঁয়ো আর আগুনের তাপ ছাড়িয়ে দূরে—অনেক দূরে, কোনো ঠাণ্ডা ছায়ার উপত্যকায় সারা দলকে নিয়ে যাবার দায়িত্বও তখন সর্দারের ওপরেই পড়ে।

শম্বরটা ভাবে, তবু সর্দার হলে, নিজের দায়িত্বে তার দলকে নিয়ে যা খুশিও করা যায়। কোনো সুন্দর ছবির মত শীতের দুপুরে পালমৌর জঙ্গলের আমলকী গাছের ছায়াভরা কোনো পাহাড়ী মাল-ভূমিতে সমস্ত দলকে নিয়ে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়ানো যায়—আরো কত কি, কত কি করা যায়। একদিন না একদিন শম্বরটা তার দলে ফিরে যাবেই। তার দলের সর্দার সে হবেই। প্রায়ই রাতে এই শম্বরটা স্বপ্ন দেখে যে ও টিলার ওপরে শিং উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সর্দার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত শরীর নিয়ে অপমানের বোঝায় মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে টিলা বেয়ে তার দল ছেড়ে কোনো অজানা বনের দিকে চলে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে এসব কথা ভাবছিল শম্বরটা। ভাবতে ভাবতে ও খুব রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। নিজের মনে একবার হেসে উঠল ঘ্যাক্ ঘ্যাক্ করে। নিস্তব্ধ রাতে নদীর কোলের সে আওয়াজ দুধারের উঁচু পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুবের পাহাড়ের নীচের ঝোপেঝাড়ে একটা টী টী পাখি ডাকতে ডাকতে উড়তে লাগল। একটা কেটরা হরিণের ভয়-পাওয়া ডাক কানে এল, ব্বাক্ ব্বাক্। শম্বরটা এক দৌড়ে নদীর এপারে এসে গাছের আড়ালে গিয়ে ঐদিকে সাবধানে চেয়ে রইল বাঘের মতলব বোঝার আশায়।

www.BanglaBook.org

॥ ২ ॥

সকাল থেকে আকাশ মেঘলা। সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে একফালি চাঁদ উঁকি মারছে জঙ্গলের মাথায়। তারপর আবার কালো মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। বিকেলের দিকে খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাথুরে মাটিতে প্রথম জল পড়ার পর থেকে সেই মিষ্টি গন্ধটা মাটি ছেড়ে উঠে জঙ্গলময় ছড়িয়ে গেছে। একটা এলোমেলো ভিজে হাওয়া বনের শাখা-প্রশাখা ঘাস পাতা উথাল-পাথাল করছে।

শম্বরটা ওদের পুরানো আস্তানার দিকে এগিয়ে চলেছে। দু' দুটো পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে।

কতক্ষণ চলেছে মনে নেই শম্বরটার তবে এখন চেনা পটভূমিতে এসে গেছে। সেই বড় শাকুয়া গাছটা—আসন্ আর পিয়াশালের জঙ্গল। পশ্চিমের পিটাস ঝোপে ভরা টিলা—সব—সব খুব চেনা মনে হচ্ছে।

শম্বরটার মা-বাবার ঠিক নেই।

যে শিঙাল সর্দারকে পরাজিত করবে বলে ও আজ দলের কাছে ফিরে এসেছে, সে ওর বাবাও হতে পারে। যে মেয়ে শম্বরটাকে ওর ভাল লেগেছিল—দলের সেই পাটকিলে শম্বরীটা সে তার বোন অথবা মাও হতে পারে। শম্বরদের সমাজে মা-বাবা স্ত্রী-পুত্র ভাই-বোন কিছু নেই। শুধু বাচ্চা আছে আর ধাড়ি আছে। মরদ আছে আর মাদী আছে। যেখানে মেয়ে শম্বরেরা থাকে, সেখানে ক্ষমতার প্রশ্ন থাকে, সেখানে একসঙ্গে দুজন পুরুষ থাকতে পারে না। যার শিঙে জোর বেশি, শুধু সেই পুরুষই থাকে। মাত্র একজন।

এবার বেশ কাছাকাছি পৌঁছে গেছে শম্বরটা। আর একটু গেলেই সেই টিলাটায় পৌঁছে যাবে—তারপরই নালাটা। হঠাৎ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শম্বরটার নাকে মানুষদের জীপ-গাড়ির পেট্রোলের এবং অন্য কিছু একটা বিচ্ছিরি পোড়া-পোড়া গন্ধ এল। শম্বরটার নাক জ্বালা করতে লাগল। শম্বরটা সাবধানে আর একটু এগোতেই দেখল টিলার নীচে নালার পাশে, জঙ্গলের দিকে ওর পুরানো দলের প্রায় সব শম্বর শম্বরী অন্ধকারে গোল হয়ে কি যেন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ ঐখানে দাঁড়িয়ে সে সর্দারকে খুঁজতে চেষ্টা করল ভীড়ের মধ্যে—কিন্তু দেখতে পেল না। তখন তার শিং দুটোকে তার চওড়া কাঁধের ওপর শুইয়ে, আত্মবিশ্বাসের ধীর পায়ে শম্বরটা ওর দলের কাছে গিয়ে পৌছাল।

ওকে দেখতে পেয়েই সকলে ওকে জায়গা করে দিল। শম্বরটা দেখল যে শিঙাল সর্দার হাঁটু মুড়ে কাত হয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে মাটিতে পড়ে আছে। সর্দারকে মানুষরা গুলি করেছিল—কিন্তু গুলিটা পেটে লেগেছিল বলে বড় রাস্তা থেকে এত দূরে পালিয়ে আসতে পেরেছে সে। শিঙাল সর্দারের নাড়ি ভুঁড়ি সব বেরিয়ে গেছে—শাল গাছের চারায় আটকে আটকে আছে—শিঙাল সর্দারের দু' চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

শম্বরটা আস্তে আস্তে শিঙাল সর্দারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শম্বরটার মনে হল সর্দার যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সর্দারের চোখে "তোমারই সব রইল, এদের মালিক তুমি" গোছের একটা ভাব ফুটে উঠল। পরক্ষণেই সর্দারের লম্বা গ্রীবা ও প্রকাণ্ড মাথা মাটিতে আছড়ে পড়ল। দলের সব পুরুষ ও মাদী শম্বর নিঃশব্দে মৃত শিঙালটার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শম্বরটা ওর চারদিকে চেয়ে দেখল। তার পুরানো দল, তার পাটকিলে রঙের বান্ধবী—ওরা সললে তার আদেশের প্রতীক্ষায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে যেন।

যে দলের সর্দারী করার স্বপ্ন দেখেছে ও দিনের পর দিন, রাতের পর রাত—যে সুন্দরী শম্বরীর গায়ের গন্ধ পেয়েছে কল্পনায় সে—তারা—সকলে—প্রত্যেকে—তাদের নতুন সর্দারের কাছে বাধ্যতা, আনুগত্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ও শ্রদ্ধার শপথ নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

শম্বরটা মেঘলা আকাশের নীচের এলোমেলো বৃষ্টি ভেজা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর ধীরে টিলা ছেড়ে নেমে যেতে লাগল।

সেই সুন্দরী শম্বরী চোখ তুলে নরম করে চাইল, বোধহয় বলতে চাইল কোথায় চললে?

শম্বরটা কান নাড়ল। বলল, জানি না।

ওরা সমস্বরে বলল, তার মানে। তুমি কী আমাদের সর্দার হবে না?

শম্বরটা হাসল। তারপর বলল, নাঃ।

তবে আমাদের সর্দারী কে নেবে?

শম্বরটা নামতে নামতে মুখ ঘুরিয়ে বলল, হয়ত নতুন কেউ আসবে অন্য কোনো দল থেকে বিতাড়িত হয়ে, হয়ত তোমাদের দলেই কেউ সর্দার হয়ে উঠবে। আমি জানি না।

ওরা সকলে বলল, না, আমরা তোমাকে চাই।

শম্বরটা হাসল ঘন্নাক্ ঘন্নাক্ করে। বলল, চললাম। তোমরা সব ভাল হয়ে থেকো। বাঘটা কাছাকাছিই আছে। মানুষরাও আবার আসতে পারে।

সেই পাটকিলে শম্বরী ওর পিছু পিছু অনেকখানি এল—ওকে বার বার শুধোল, তুমি কেন যাচ্ছ বলে যাও; কোথায় যাচ্ছ বলে যাও।

শম্বরটা দাঁড়িয়ে পড়ে শম্বরীর গলায় জিভ দিয়ে চেটে একটু আদর করে দিল। তারপর বলল, নতুন দলের খোঁজে যাচ্ছি—যে দলের শিঙাল সর্দার এখনও জীবিত আছে। যে আমাকে দেখেই রুখে দাঁড়াবে। যার রক্তে আমাকে রক্তাক্ত হয়ে তারপর সর্দারী পেতে হবে।

শম্বরী অবাক হয়ে বলল, কেন? সর্দারী তো তুমি এমনিতেই পাচ্ছ। তার জন্যে মিছিমিছি রক্তারক্তি করবে কেন?

শম্বরটা টিলার প্রায় নীচে নেমে এসে বলল, তুমি বুঝবে না। বিশ্বাস কর, বললেও তুমি বুঝবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ততক্ষণে আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে একফালি চাঁদ আবার উঁকি দিয়েছে। ঝোড়ো বাতাসে শিঙাল শম্বরের তাজা রক্ত ও নাড়ি-ভুঁড়ির গন্ধ ভাসছে।

শম্বরটা টিলা থেকে নেমে এসে যে পথে এসেছিল সে পথে আবার ফিরে চলল। কোথায়, তা ও জানে না।

বাঘটা পথের পাশের একটা বড় পাথরের আড়ালে এতক্ষণ সামনের দু' থাবার ওপরে মুখ রেখে শুয়েছিল। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বাঘটা লাফিয়ে পথে নামল। তারপর গাছের ছায়ায় ছায়ায় সাবধানী পা ফেলে ফেলে শম্বরটার পিছু নিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রহান্তর

এ পাড়ার রমেনবাবুকে চেনেন না এমন কেউই নেই। রমেনবাবু মানে রমেন রায়, হোম ডিপার্টমেণ্টে খুব বড় চাকরি করতেন। অনেকদিন হল রিটায়ার করেছেন। স্ত্রী নলিনীবালা বেঁচে আছেন, তবে বহাল তবিয়তে নয়। নানারকম অসুখে তিনি প্রায়ই ভোগেন। ছেলেরা সকলেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। রোজগারপাতিও ভাল সকলের। প্রত্যেকের বিয়ে দিয়েছেন। বড় মেয়ে রাণু তার বিয়ে দিয়েছেন কাস্টমস-এর এক অফিসারের সঙ্গে।

শীতকাল। রমেনবাবু বাইরের ঘরে বিকেলবেলা বসেছিলেন। ঠিক বিকেল নয়, সবে সন্ধে হয়েছে। এমন সময় তার বাল্যবন্ধু হরেনবাবু ঘরে ঢুকলেন। হরেনবাবু ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ দম নিলেন, তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে বললেন, আছিস কেমন?

—চলে যাচ্ছে রে।

—চলে গেলেই হল। হরেনবাবু বললেন।

—তারপর তোর সেই চাকরিটার কিছু হল? সেই যে সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং না কি একটা কোম্পানি।

হরেনবাবু একটু কাশলেন, বললেন, হল আর কই? হলে তো বেঁচে যেতাম। বাড়িতে বসে হাঁফিয়ে উঠলাম, তার ওপর তোর বান্ধবী সুনীতির যন্ত্রণায় আর পারি না। ছোটবেলায় শুনতাম আসল দাম্পত্য প্রেম নাকি শরীর ঢিলে হয়ে যাবার পর—একেবারে রিয়েল কাম-গন্ধহীন সত্যিকারের ভালবাসা—আমার তো ভাই প্রাণ যাবার যোগাড়।

—কেন? হলটা কি?

—হবে আর কি? এতবছর ঘর করার পরে হঠাৎ সুনীতির মনে পড়েছে যে আমি ওঁকে নাকি জীবনে মর্মান্তিকভাবে ঠকিয়েছি—

www.BanglaBook.org

সারাজীবন আমার তদ্বির তদারকি, আমার জন্যে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক রেঁধে, ভোরবেলা উঠে ইসাবগুল এগিয়ে, গড়গড়ায় তামাক সেজে এবং···। এই বলে হরেনবাবু একবার চারধার দেখে নিয়ে বললেন,—এবং আমার জন্যে বছর বছর ছেলে বিইয়ে তাঁর নাকি জীবনের সর্বস্ব হারিয়ে গেছে।

রমেনবাবু ডিবে থেকে একটা পান বের করে মুখে দিলেন, তারপর লুঙির কোনা দিয়ে রুপোর পানদানিটা মুছতে মুছতে উদাসীন মুখে বললেন পান খেতে পারবি? তোর দাঁত তো নতুন বাঁধানো।

হরেনবাবু মাথা নাড়লেন, জানালেন যে পারবেন না। তারপর রমেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর স্ত্রীর এহেন আচরণ সম্বন্ধে রমেনবাবুর কি মতামত জানার জন্যে উৎসুক মুখে চেয়ে রইলেন।

রমেনবাবু জীবনে কখনো তাড়া-হুড়া করেননি, পানটা ভাল করে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগলেন, তারপর বললেন, এই সব কুবুদ্ধি শেখাচ্ছে কে? কোন বৌমা?

হরেনবাবুর গলা অভিমানে ভারী হয়ে এল। বললেন, সব বৌমাই। সঙ্গে ছেলেরাও আছে। তারা সকলে মিলে তার মাকেও দলে টেনেছে। তারা সকলেই একমত যে আমি বুড়ো নাকি সারা জীবন শুধু নিজের দিকটাই দেখে এসেছি, আর কাউকেই দেখিনি।

রমেনবাবু মুখ নিচু করে বললেন, এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? এ তো তবু ভাল। আমার অফিসের বড়বাবু আমারই কন্টেমপোরারি, রিটায়ার করেছেন, এসে বলেছিলেন তাঁর ছোট ছেলে নাকি তাঁকে বলেছে, "আমাকে পৃথিবীতে আনতে বলেছিল কে? আনলেই যখন, তখন কেন ভালভাবে লেখাপড়া শেখাবে না, কেন জামা কাপড় কিনে দেবে না? আমরা তো স্বেচ্ছায় এখানে আসিনি?"

এরপর রমেনবাবু এবং হরেনবাবু দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

এমন সময় রমেনবাবুর সেজ বৌমা ঘরে ঢুকলেন—বাইরে কোথাও যাবেন। ছিপছিপে চেহারা, মিষ্টি মুখ, কপালে একটি টিপ,

www.BanglaBook.org

সিঁথেয় সামান্য সিঁদুর আছে কি নেই বোঝা যায় না।

হরেনবাবু বাঁধানো দাঁতে একগাল হেসে বললেন, ভাল আছ রমা ?

—হ্যাঁ ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন কাকাবাবু ? অনেকদিন তো আসেন না।

—হ্যাঁ মা, এই কাজকর্মে সময় পাই না।

—কাকিমা ভাল আছেন ?

—মোটামুটি—তবে জানো তো ওঁর হাই-ব্লাডপ্রেসার—এত বছর সংসার করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বেচারি।

রমেনবাবু বললেন, কোথায় চললে রমা ? শ্যামল ফেরেনি অফিস থেকে ?

—আমার কলেজের এক বন্ধুর আজ বিয়ের তারিখ। আমাদের খেতে বলেছে। ও অফিস থেকে সোজা যাবে, আমি একটা জিনিস কিনে নিয়ে যাব।

—খুব ভাল। বেশ। বেশ। যাও। রমেনবাবু ও হরেনবাবু দুজনেই বললেন।

রমা চলে গেল।

একটুক্ষণ পর রমেনবাবু বললেন, কি রকম বুঝলি ?

—বোঝার আর আছে কি ? আজ ম্যারেজ অ্যানিভার্সারী, কাল জন্মদিন, পরশু ইংরিজী খাওয়া, তারপর দিন চীনে খাওয়া এই চলছে আর কি। আরে তোর ছেলে বৌরা করলেও করতে পারে—প্রত্যেকে ভাল রোজগার করে, তোর এমন প্রাসাদের মত বাড়িতে থাকে—ভাড়া লাগে না।—আমার তোর মত অবস্থা নয়, তাও আমার ছেলে বৌয়েরাও সমানে তাল দেয়। এই আমি, হরেন সিংহী চারশ ছাপান্ন টাকা মাইনেতে পাঁচ পাঁচটা ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শেখালাম, মানুষ করলাম, আর তারা প্রত্যেকে চাকরিতে ঢুকে এখনই তিন-চারশ টাকা রোজগার করে, সবই স্বামী-স্ত্রীতে একা একা ফুঁকে দেয়। বাড়ির খরচ সব আমার—যতদিন বেঁচে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকব—যতদিন ধরে প্রাণ থাকবে ততদিন আমাকেই চালিয়ে যেতে হবে সবকিছু।

—সে কি রে? তোর ছেলেরা সংসারে কিছুই দেয় না?

—দেয় না বললে মিথ্যা বলা হয়—যে চারশ পায় সে একশ দেয়, যে তিনশ পায়, সে পঞ্চাশ দেয়—সকলেই বলে, যে তাদের নিজেদের পার্সোনাল খরচ আছে; ভবিষ্যৎ আছে, ছেলেপিলে হয়েছে। অথবা হবে। আজকাল ছেলেপিলে হলেও তো একটি কি দুটি—তার জন্যেই এত বড় বড় কথা। ওনাদের সকলেরই ভবিষ্যৎ আছে, কেবল আমাদের বুড়ো-বুড়িদের নেই। আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের ভবিষ্যৎ স্থবির হয়ে গেছে; ফসিল হয়ে গেছে।

রমেনবাবু বললেন, চা খাবি?

—না। চা আজকাল শুধু সকালেই এক কাপ খাই। অম্বল হয়।

—কি খাবি বল?

—কিছু খাবো না। নলিনী কোথায়?

—নলিনী গেছে মেয়ের বাড়ি—নাতির চিকেন-পক্স হয়েছে, দেখতে। নলিনীর বাতের ব্যথাটা বড় বেড়েছে। আজ তো আবার পূর্ণিমা।

—আহা। নলিনী যাই বলিস সেই গানটা বড় ভাল গাইত. মনে আছে রমেন? আমরা সকলে মিলে একবার হাজারীবাগে গেছিলাম—দোলের দিন ছিল, না রে? কি যেন লাইনগুলো, এখন আর মনে থাকে না সব—"সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুল না," তাই না?

—হুঁ।

—হুঁ কি রে?

—কিছু না, এমনিই হুঁ।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইলেন—কথাবার্তা হল না।

রমেনবাবুর বড় ছেলের ছোট ছেলে ভিতর থেকে বাইরে এল লাফাতে লাফাতে গান গাইতে গাইতে—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাম্ তো গ্যয়ে বাজারমে, আনেকা রোট্টি, রোটি মোটি কুছ্ না মিলে।

পিচ্ছে পড়ে। মো—ট্টি।

—এই জিজো, চুপ কর। রমেনবাবু ধমকে উঠলেন।

জিজো অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেল। বলল, দাদু, বাবা না টেলিফোন করেছিল, মাকে বলতে বলেছে, আজকে লছমনদাসের বাড়িতে ককটেল পার্টি আছে, আসতে দেরী হবে।

—তা আমাকে বলছিস কেন?

—বারে? মা তো নেই। মামাবাড়ি গেছে।

—মাকে ফোন করে বলে দে।

—বারে, মামাবাড়ির সকলে আজ মুনলাইট পিকনিকে গেছে, এখন তো কলকাতায় কাটাকাটি কম হচ্ছে: তাই।

—বুঝেছি। যা, পড়্ গিয়ে।

জিজো রে মাম্মা, রে মাম্মা, রে—এ করতে করতে সিঁড়ি টপকে চলে গেল দোতলায়।

—আজকাল এই ককটেল পার্টিও কেমন বেড়ে গেছে দেখেছিস। মদ খাওয়া যেন একটা জল-ভাত হয়ে গেছে। আবার শীতের মধ্যে মুনলাইট পিকনিক। পারেও বাবা এরা। ভাব দেখে মনে হয়, জীবনে সব যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। যা চাই, সব এক্ষুনি চাই।

হরেনবাবু মুখ নীচু করে বললেন—বলিস না আর, মেয়েরা পর্যন্ত খাচ্ছে

—কি?

—আর কি? মদ।

—আচ্ছা এরা কি পায় বলত? এমন করে ওরা কি পায়? মাঝে মাঝে, বুঝলি রমেন, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, এরা সুখী কিনা। যে ভুলগুলো ওরা এখন করছে, এগুলো কিভাবে ওরা শোধরাবে? তোর কি মনে হয়?

—মনে অনেক কিছুই হয়। বলে লাভ কি?

www.BanglaBook.org

আরো কিছুক্ষণ ওঁরা চুপচাপ বসে রইলেন। রমেনবাবু বাটাখুলে আর একটা পান খেলেন। তারপর নিজের মনেই বললেন, নলিনী এখনো ফিরল না। ফেরা উচিত ছিল।

হরেনবাবু বললেন, তুই আজকাল হাঁটতে যাস না? সকালে বিকেলে?

—যাই। তবে বিকেলে বড় একটা যাই না। আগে তো যাওয়া একেবারেই বন্ধ ছিল। কাটাকাটির ভয়ে। আর এখন ঠাণ্ডাটা বড় জোর পড়েছে।

—পড়বেই তো। যা বৃষ্টি গেল। মনে আছে নাইটিন থার্টি ফোরে, আমার বিয়ের বছর, এ রকম ঠাণ্ডা পড়েছিল।

—তুই এখনো সে রকমই মিথ্যুক আছিস। বুঝলি হরেন।

—কেন? কেন? এ কথা বলছিস কেন?

—নতুন বউয়ের সঙ্গে শুয়েছিলি, শীত বুঝলি কি করে?

হরেনবাবু হেসে উঠলেন। রমেনবাবুও হাসলেন। এতক্ষণ পর ওঁরা এই প্রথম হাসলেন। হরেনবাবু বললেন, ঘরভর্তি নাতিনাতনি, শালা তোর মুখ এখনো ঠিক হল না।

রমেনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, তুই কি এখন উঠবি? তাহলে চল তোকে বাস স্টপ অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।

—চল না, তাহলে খুব ভাল হয়।

তুই একটু বোস্, আমি বাঁদুরে টুপী আর লাঠিটা নিয়ে আসি। প্যাণ্টটাও পরে আসি।

—তাই যা। আর শোন, তোর কাছে চ্যবনপ্রাশ আছে?

—আছে, কিন্তু বড় বৌমা চ্যবনপ্রাশ খেতে দেয় না, বলে তেলাপোকার ডিমের মত গন্ধ বেরোয় ও থেকে। আমাকে এক-গাদা ভিটামিন-সি ট্যাবলেট কিনে দিয়েছে। তাই নিয়ে আসছি। কটা নিয়ে যা পকেটে পুরে। এবেলা ওবেলা খাস। ভালোই হবে। বৌমা ভাববে আমি নিয়মিত খেয়ে খেয়ে ফুরিয়ে ফেলেছি। লক্ষ্মী শ্বশুর।

www.BanglaBook.org

॥ ২ ॥

রমেনবাবু ও হরেনবাবু যখন বাড়ি থেকে বেরোলেন, তখন প্রায় সাতটা বাজে। তারা হাঁটতে হাঁটতে সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে এসে পড়লেন চারিদিকে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া—ধোঁয়ার জাল গাছগুলির মাথা ছেড়ে উঠতে পারেনি—তারই মধ্যে বাসগুলো ডিজেলের কালো বিষাক্ত ধোঁয়া ছেড়ে তাকে আরও ভারি করে তুলছে। এখানে ওখানে কেরোসিনের বাতি জ্বেলে ফুচ্‌কাওয়ালা ভেলপুরিওয়ালারা ফুটপাথের পাশে পাশে বসে আছে। চারিদিকে কেমন যেন একটা ভারি হাওয়া, নিঃশ্বাস-রোধকারী বিষণ্ণতা।

হাঁটতে হাঁটতে রমেনবাবু ভাবছিলেন তার মনের যেখানে যেখানে যতগুলি আনন্দের উৎস ছিল, সবই যেন একে একে শুকিয়ে গেছে। নিজের দিকে তাকালেই আজকাল, রমেনবাবুর কষ্ট হয়। তোবড়ানো গাল, সাদা শনের মত চুল, তাও সামনের দিকে চুল সব উঠে গেছে, দু'চোখে পৃথিবীর সমস্ত নিরাশা আর রিক্ততা, চোখে কোনো উজ্জ্বলতা নেই, ব্যাঙের পিঠের মত নিষ্প্রভ ঠাণ্ডা চোখ! অথচ আয়নার ওপরেই তাঁর আর নলিনীবালার একটি ফোটো আছে বিয়ের সময়কার। সে ফোটো এখন যে দেখে, সেই তাকিয়ে থাকে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের সেই প্রয়োজনীয় চকচকে যুবক আজকের এই অপ্রয়োজনীয় খসখসে বৃদ্ধকে যেন উপহাস করছে।

কিছুক্ষণ পর রমেনবাবু হরেনবাবুকে শুধোলেন, কি রে? তোদের দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেল, একবার যাবি না?

—নাঃ। হরেনবাবু বললেন অভিমানের গলায়।

—না, কেন?

—দূর, আমার নিজের ঘর, যে ঘরে বারো মাস গত পঁয়তাল্লিশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বছর কাটালাম, তাই-ই এখন আমার কাছে বিদেশ, ছেলে-মেয়ে স্ত্রী সকলেই বিদেশী, আজ আর অত দূরের দেশে গিয়ে আমার কোন আপনজনের দেখা পাব বল? আসলে এখন আমাদের একমাত্র দেশ, যে দেশে আমাদের যাবার সময় হয়েছে, তা একটাই। সেই অজানা দেশ। কি বলিস—।

—হুঁ।

—হুঁ না। সেটাই সত্যি।

একটু পর রমেনবাবু বললেন, দেশের কথা তোর মনে পড়ে না? একবারও পড়ে না?

—পড়ে। মাঝে—মাঝেই পড়ে, বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে। স্বপ্ন দেখি, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ইলিশমাছের নৌকো এসে লেগেছে ঘাটে। নাকে যেন জলের গন্ধ, নৌকোর গন্ধ, মাঝির গায়ের গন্ধ, সকালের গন্ধ, মাছের গন্ধ পাই। কখনো-সখনো গঞ্জের স্বপ্ন দেখি, পাটালি গুড়ের পাহাড়, ঝোলা গুড়ের হাঁড়ি, এই সব। এই সব তো আজকাল স্বপ্নই বল? তবে কি জানিস, আমাদের জীবনের সব স্বপ্নগুলোকেই নির্ভেজাল স্বপ্ন রাখাই ভাল। স্বপ্নের মধ্যে বাস্তবের নোনা জল ঢুকলেই সব শেষ। কাল আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমার ছোট বৌমা থোড় আর নারকেল দিয়ে একটা তরকারি রেঁধেছে আমার জন্যে, আমি মাটিতে আসনপিঁড়ি হয়ে খাচ্ছি, সুনীতি একটা মটরবালা পরে, লাল কস্তাপেড়ে শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিয়ে, লাল টুকটুকে পান-খাওয়া মুখে আমার সামনে বসে খাওয়া-দাওয়া তদারকি করছে, ছোট বৌমা বলছে, বাবা আর একটু নিন, আপনি এই তরকারি খেতে ভালবাসেন, আর একটু নিন।

—বাঃ। রমেনবাবু স্বগতোক্তি করলেন। ভাবলে অবাক লাগে, না রে? আমরা যা ভালবাসি, ভালবাসতাম, তা আজকাল আর কেউই ভালবাসে না। আমরা যা ভালবাসি, তা কেউই করতে বা দিতে চায় না। আশ্চর্য লাগে। আসল ব্যাপারটা কি জানিস, ওদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মধ্যে আর আমাদের মধ্যে কোনো কমিউনিকেশন নেই। আমাদের কি বলার ছিল, ওদের বলতে পারি না।

—ওদের আবার বলার কি থাকবে? ওদের যা বলার সবই আমরা বুঝতে পারি—ওরাই বুঝতে চায় না আমাদের কথা, কখনো বুঝতে চাইলে তো বুঝতে পারবে?

—আমরাও কি বুঝতে চাই? জানি না। ওদের যা বলার ছিল তা হয়ত বলতে পারে না আমাদের।

হরেনবাবু বললেন, রমু একটা জায়গায় যাবি?

—কোথায়।

—বাবা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের কাছে।

—তিনি কে?

—সে কি রে? নাম শুনিসনি? তাঁর কত শিষ্য। একবার চল, মনের এই অশান্তি দূর করে আসব। আমার সম্বন্ধী এঁর খোঁজ দিয়েছেন। একদিন চল, সকাল আটটা কুড়ির লোকালে চলে যাই। আধ ঘণ্টার পথ। যাবি?

—ইচ্ছে তো করে। কিন্তু বিপদ আছে।

—কিসের বিপদ?

—আরে নলিনীকে নিয়ে বিপদ। সারা জীবন তাকে গুরু করতে মানা করে এলাম, কত ধমকে ধমকে বললাম, এ সব বুজরুকি, আর শেষে কিনা বুড়ো বয়সে নিজেরই এই অধঃপতন। যেতে পারি, তবে নলিনী যেন ঘুণাক্ষরে না জানে।

—জানবে কি করে? আমি তো বলব মাছ ধরতে যাচ্ছি। সুনীতিও কি জানতে পেলে রক্ষা রাখবে নাকি? সারা জীবন আমি তো ওকে বলে এসেছি, পতি পরম গুরু, এর চেয়ে বড় গুরু আর কে আছে!

—আচ্ছা ভেবে ছাখ, আমার ও তোর স্ত্রীরা সারাজীবন বেশ বাধ্য রইল, চমৎকার ব্যবহার করল: আমাদের গুরুজ্ঞানে দেখল, অথচ এই শেষ বয়সে এসে এমন বিদ্রোহ করে উঠল কেন বলত?

—সেই তো ভাবি। কিছু বুঝতে পারি না। কেন এমন হল।

www.BanglaBook.org

সেইজন্যেই চল যাওয়া যাক, আমি তাহলে আগামী রবিবার সব বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলি। বাবার ওখানেই প্রসাদ খাব। বিকেলের দিকে ফিরে আসব।

—রবিবার, মানে তো পরশু। আজ তো শুক্রবার তাই না?

—হ্যাঁ,—পরশু।

—ঠিক আছে। বলে, রমেনবাবু পথে লাঠিটা একটু ঠুকলেন।

ঐ একটা ন' নম্বর বাস আসছে। আমি তাহলে চলি। হরেনবাবু বললেন।

আচ্ছা আয়। সাবধানে উঠিস। থামুক ভাল করে আগে।

ন' নম্বর বাসটা এসে গেল। হরেনবাবু উঠে গেলেন। বাসটা ছেড়ে দেবে এমন সময় দোতলা থেকে একটি ফুটফুটে অল্পবয়সী মেয়ে তরতর করে নেমে এল। পথে নেমেই, দোতলার জানালায় মুখ তুলে চাইল। রমেনবাবুও মুখ তুলে চাইলেন, দেখলেন একটা সুদর্শন ছেলে মুখ বাড়িয়ে আছে উপর থেকে। ওরা দুজনে দুজনকে হাত নাড়ল। মুখে কিছু বলল না। বাসটা ছেড়ে দিল। বাসটা ছেড়ে দিতেই মেয়েটি এদিকে মুখ ফেরাল। মুখ ফেরাতেই রমেনবাবু দেখলেন তাঁর বড় নাতনী হাসি।

রমেনবাবু ও হাসি পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে অপলক চেয়ে রইলেন। রমেনবাবুর মনে হল হাসির সমস্ত মুখে একটা দারুণ খুশি ছড়িয়ে আছে। ওর উজ্জ্বল দুটি চোখ আনন্দে উত্তেজনায় চক্‌চক করছে। এই বিষণ্ণ নিরাশ শীতার্ত রাতে কুয়াশা আর ধোঁয়ায় ম্লান পথের ঘোলাটে আলোর নীচে দাঁড়িয়ে হঠাৎ রমেনবাবুর মনে হল, হাসি যেন অন্য কোনো গ্রহের লোক—ওর সঙ্গে রমেনবাবুর, তাঁর চারিধারের পৃথিবীর যেন কোনো মিল নেই।

অনেকক্ষণ পর হাসি রমেনবাবুর দিকে এগিয়ে এসে হেসে উঠল। বলল, ও-ও-ও, আমার ডার্লিং দাদু, আমার লক্ষ্মী দাদু, এটা কি পরেছ মাথায়? তোমাকে ঠিক একটা ভাল্লুকের মত দেখাচ্ছে।

রমেনবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন, তা কি হবে, বুড়োদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠাণ্ডা বেশি।

—ঠাণ্ডা বেশি বলে তুমি মাথায় ঐ রকম একটা জিনিস পরবে? না, কালই আমি তোমার জন্যে একটা ভাল টুপি কিনে আনব। তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি, তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম যে। কোথায় চললে, এই পোশাকে? কার অভিসারে। বল না দাদুমণি?

রমেনবাবু এই নাতনীকে বড় ভালবাসেন। ও যখনি আসে, ওর হাসি, ওর প্রাণের উচ্ছ্বাসে রমেনবাবুর সব গুমোট ও ফুঁ দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। মনে মনে ওকে খুব হিংসা করেন রমেনবাবু। হয়ত ওদের জেনারেশানের সকলকেই করেন।

—এই নাও দাদু তোমার জর্দা, তোমার ফেভারিট ব্রাণ্ড।

রমেনবাবু হাত বাড়িয়ে জর্দার কৌটাটা নিয়ে বললেন, হাত নাড়লে কাকে? ছেলেটি কে?

হাসি কিছুক্ষণ দাদুর মুখের দিকে চেয়ে রইল, বলল, তোমার চোখ তাহলে যত খারাপ বল, তত খারাপ হয়নি। তাহলে কেমন দেখলে বল?

—দেখতে পেলাম আর কই। দেখার আগেই তো বাস ছেড়ে দিল।

—ও তোমার নাতজামাই।

—রমেনবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না, চুপ করে রইলেন।

হাসি বলল, চল আমরা এগোই। লেকের দিকে যাবে? চল না, একটু পায়চারি করি।

রমেনবাবু কথা না বলে অন্যমনস্কের মত হাঁটতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, কি? রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে নাকি?

হাসি হেসে উঠল, বলল, কি মুশকিল? রেজিস্ট্রি কেন, ভাল করে জাকজমক করেই বিয়ে হবে, যখন হবে। এখনও হয়নি। কিন্তু একটা কথা, তোমার তো পুটুর পুটুর করে সব কথা দীদাকে বলা চাই। দীদাকে বা আমার মাকে যেন এসব কথা বল না। বললে কিন্তু তোমার সঙ্গে কখনো কথা বলব না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তার মানে তোর বাবা এসব জানে ও সে তোকে প্রশ্রয় দেয়? —রমেনবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন।

—'প্রশ্রয় দেয়' বলছ কেন দাদু। আমি তো কোনো অন্যায় করছি না।

—হুঁ।

—হুঁ কি?

—কিছু না। ছেলেটি কি করে, নাম কি? কার ছেলে?

—অত প্রশ্নের জবাব একেবারে দেওয়া যায় নাকি। এস এই বেঞ্চে বস। চিনাবাদাম খাবে দাদু?

—না।

—আইসক্রীম?

—না কাশি হয়েছে।

—ফুচকা? খাওনা দাদু খেয়ে দেখ কেমন লাগে। এই বলে হাসি ফুচকাওয়ালার দোকানের সামনে দুটি শালপাতার ঠোঙা চেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রমেনবাবু এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছিলেন যে কোনো কথা বলতে পারলেন না। তাছাড়া, কথা বলার আগেই হাসি একটি জলভরা ফুচকা তার মুখে পুরে দিল।

ফুচকা খেয়ে দাদুর হাত টাত ধুইয়ে হাসি দাদুকে নিয়ে এসে বেঞ্চে বসল। তারপর বলল, এবার বল দাদু তোমার কি কি প্রশ্ন আছে?

—না কোনো প্রশ্ন নেই, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না, আমরা তোদের এই দুনিয়ায় একেবারে অচল হয়ে গেছি।

—দাদু একটা কথা বলব?

—বল্ কি বলবি?

—দাদু ব্যাপারটা কি জান, তোমরা সব সময় তোমাদের নিজেদের সুখ নিয়ে বড় বেশি মাথা ঘামিয়েছ। জগতে যা কিছু ঘটেছে সব কিছুকেই তোমাদের নিজেদের দিক ও স্বার্থ থেকেই

www.BanglaBook.org

দেখে এসেছ। ফলে, আমার সুখ, মামা-মামীদের সুখ, দীদার সুখটাই যে তোমারও সুখ—এটা তুমি কখনো বুঝতে পার না। তুমি কখনো ভাবো না যে, তুমি একটা বড় গাছের মত, তুমি হচ্ছ গিয়ে ফাদার অব দ্য ফ্যামিলি—তোমাকে ঘিরে আমরা সকলে হয়েছি, এই দারুণ পৃথিবীতে এসেছি—তাই তোমার এই টুকরো টুকরো তুমি-গুলো যদি খুশি হয়, সুখী থাকে, তাহলে তোমার মধ্যে তো সমস্ত সুখের যোগফল থাকা উচিত। বুঝলে দাদু, আমার মনে হয়, একটা বয়সের পর মানুষের নিজের সুখ আর তার নিজের সুখ থাকে না, তার ছেলে মেয়ের সুখ, নাতি-নাতনীর সুখ নিয়েই তখন তাদের সুখ। তুমি কি এটা মানো না দাদু?

রমেনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, মানবার বোঝাবার চেষ্টা করি, কিন্তু পারিনি এখনো।

—এখনো পারোনি, কিন্তু চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে। তোমাদের সময় আর আমাদের সময় এক নয় দাদু। জীবন সম্বন্ধে ধারণা বদলে গেছে, জীবনের মানে কি, সম্পর্ক—সে ছেলের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কই বল, বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়ের সম্পর্কই বল, সবই বদলে গেছে, প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে। এখনো যদি তোমার নিজের চারপাশে তোমার পুরানো জানাগুলোর পরিমণ্ডল গড়ে তার মধ্যে তুমি একটা আর্টিফিসিয়াল স্যাটেলাইট হয়ে বসে থাকো তাহলে তোমার তো মন খারাপ লাগবেই দাদু। কি? বুঝলে?

—বোঝার চেষ্টা করছি।

—হ্যাঁ তাই ভাল, আমার দাদুর মত এমন একজন ইন্টেলিজেন্ট লোক এটুকু বুঝতে পারবে না, তা আমি কখনোই মানি না।

—তোর লেকচার তো শুনলাম, এবার আমার নাতজামাই-এর কথা বল।

—হাসি আবার হাসল। বলল, তা পাত্র ভালই। চেহারা আমার তো ভালই লাগে, আশাকরি, তোমারও লাগবে। ডাক্তারি পড়ে, ফাইন্যাল ইয়ার, প্রত্যেকবার ফার্স্ট—কি সেকেণ্ড হয়। নাম,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাঁদ। চাঁদ মালহোত্রা।

রমেনবাবু চমকে উঠলেন, বললেন, বলিস কি রে? পাঞ্জাবি?

হাসি আবার হাসল, বলল, বারে কত লোক চাঁদে চলে গেল, আর আমি এক হাজার মাইল যেতে পারব না!

—হুঁ। ছেলের বাবা কি করে?

—বাবা নেই। পাঞ্জাবের দাঙ্গার সময় পাকিস্তানীরা কেটে ফেলেছিল। মা আছেন। মা খুব ভাল। দারুণ মুরগী রাঁধতে পারেন। চাঁদের এক বড় দাদা আছেন, তিনি ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্সে। নো ননদিনী। চাঁদের মা আমাকে খুব ভালবাসেন।

—আর সে ছোকরা?

—কে? চাঁদ?

—হুঁ। রমেনবাবু বললেন।

হাসি মুখ ফিরিয়ে দাদুর দিকে চেয়ে হাসল, বলল, জানি না, বোধহয় বাসে। তবে তুমি দীদাকে যতখানি ভালবাস ততখানি কি আর বাসে, না বাসা সম্ভব?

—হুঁ।

—কি যে তুমি সব সময় হুঁ হুঁ কর না দাদু ভাল লাগে না। চল, এবারে বাড়ি চল, ঠাণ্ডা লাগলে দীদা আমাকে বকে একসা করবে।

—চল।

রমেনবাবু, নাতনীর পাশে পাশে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন। পথে হাসি আবার বলল, তোমার প্রতিজ্ঞা মনে আছে তো। মাকে আর দীদাকে যেন বলবে না।

—তোর দেখছি মেয়েমানুষদের ওপর মোটে ভরসা নেই।

—আমরা যে মেয়ে, এতদিন তো আমরা কূপমণ্ডুক হয়েই ছিলাম দাদু, ছেলেরা যতখানি উদার হয়, হতে পারে; আমরা তা এখনো যে হতে পারি না। জানাব না কেন, সময় হলে আমি নিজেই জানাব, তবু কুরুক্ষেত্র সামলাবার ভার তোমার আর বাবার।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটলেন দুজনে।

www.BanglaBook.org

হঠাৎ হাসি বলল, আচ্ছা দাদু, তুমি সামনের রবিবার কি করছ ?

—আমি আবার কি করব ? বাংলা ইংরাজি দুটি খবরের কাগজ পড়ব তন্ন তন্ন করে, তারপর আর কি ? খাব, ঘুমোব, বিকেলে বারান্দায় বসে-থাকব, সন্ধেয় বাঁদুরে টুপি পরে বেড়াতে বেরোব, রাতে তোর দাদার সঙ্গে ঝগড়া করব, তারপর ঘুমুবার চেষ্টায় সারা রাত জেগে থাকব। আমার করার মত আর কিছু আছে নাকি। যা করার ছিল সব শেষ।

—তাহলে শোনো দাদু, এবার থেকে প্রত্যেক রবিবার তুমি আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবে।

—কোথায় ?

—আমরা যেখানে নিয়ে যাব। কোথায় যাব তা আমরা আগে থাকতে ঠিক করি না।

—কি যে বলিস, তোদের সঙ্গে আমি বুড়োমানুষ কি করে যাব ?

—তুমি যেতে চাও না বল ? বুড়ো তো তুমি জোর করে নিজেকে করে রেখেছ—পৃথিবীর মধ্যে থেকে, তোমার হাতে তৈরি সংসারে থেকেও তুমি মঙ্গলগ্রহের লোকের মত একলা বসে আছ। তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবেই। কাল আমি চাঁদকে ফোন করে সব ঠিক করে রাখব। রবিবার ঠিক ছ'টার সময় সাদার্ন অ্যাভিন্যু আর লেক রোডের মোড়ে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, আমরা তোমাকে তুলে নেব। যদি না আস, তাহলে খুব খারাপ হবে।

রমেনবাবু বললেন, রবিবার ?

—হ্যাঁ, রবিবার। কেন ? আমার চেয়েও বেশি সুন্দরী কারো সঙ্গে তোমার রবিবারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে নাকি ?

—না, তা না : তবে।

—তবে ফবে না, তুমি আসবে।

—হুঁ।

—ঠিক আসবে তো ?

—হুঁ।

www.BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

শনিবার ভোরবেলা রমেনবাবুর চাকর বামাচরণ হরেনবাবুর বাড়িতে একটি খাম নিয়ে উপস্থিত হল। হরেনবাবু কানে গরম সর্ষের তেল ঢেলে খোল পরিষ্কার করছিলেন রোদে বসে। চিঠিটা খুলে দেখলেন।

"ওঁ সত্যমেব জয়তে"

ভাই হরেন,

অদ্য সকাল হইতে আমার রক্তচাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্বদা মস্তক ঘূর্ণন হইতেছে। এমতাবস্থায় তোমার সহিত জ্ঞানানন্দবাবাকে দর্শন করিতে যাওয়া অবিবেচকের কাজ হইবে বলিয়া মনে করি।

পত্রে তোমার কুশল জানাইবে। মনে কিছু করিবে না।

রবিবার সন্ধ্যায় আমাকে ডাক্তারের নিকট যাইতে হইবে, অতএব ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাকে দেখিতে আসিও না। তোমার বাড়িতে ফোন না থাকায় বাধ্য হইয়া পত্র লিখিতে হইল। আমার জন্যে কোনো-রূপ চিন্তা করিও না।—ইতি—

শ্রীরমেন্দ্রমোহন রায়

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ
বন্ধুবরেষু।

সেদিনের দুপুর যেন আর পার হয় না। অনেকবার রমেনবাবু বারান্দায় পায়চারি করলেন—শীতের বিকেলের বিষণ্ণ সোনালি রোদ বারান্দার রেলিং-এর ক্ষীণকায় ছায়াগুলির পাশ থেকে সরে গেল। তারপর এক সময় রমেনবাবু একসঙ্গে দুটি পান মুখে ফেলে পথে বেরোলেন। আজ আর বাঁদুরে টুপি পরেননি। আলমারি খুলে একটা ফুল-তোলা টুটালের টাই বের করে পরেছিলেন, একটি ছাই ছাই গরম স্যুটের সঙ্গে। রিটায়ারমেণ্টের আগে ঐ শেষ স্যুট।

www.BanglaBook.org

কালো জুতো বামাচরণকে দিয়ে পালিশ করিয়ে নিয়ে পরেছিলেন।

ঘড়ি দেখে, সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় নলিনীবালা বললেন, অনেক-দিন পর তোমাকে বেশ সাহেব সাহেব দেখাচ্ছে গো। কতদিন এসব জামাকাপড় পরো না। পরো না কেন? চাটুজ্জ্যে সাহেবের বাড়ি যাচ্ছ একটু সেজেগুজে তো যেতে হয়।

প্রায় দশমিনিট হয়ে গেল রমেনবাবু লেক রোড আর সাদার্ন অ্যাভিন্যুর মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কারুর দেখা নেই।

হঠাৎ তাঁর প্রায় গা ঘেঁষে একটা স্কুটার চলে গেল। স্কুটারটা একটু এগিয়ে গিয়েই থেমে গেল। হাসি নেমে পড়ে দৌড়ে এল। স্কুটারটা পার্ক করিয়ে ছ'ফুট লম্বা বেশ হ্যাণ্ডসাম একটি ছেলে এসে রমেনবাবুর হাত দু'হাতে চেপে ধরে বলল, হ্যালো দাদু। নাইস টু মিট য়ু।

হাসি বলল, শিগগিরী চল দাদু, আমরা প্রথমে সিনেমায় যাব, খুব ভাল একটা ছবি হচ্ছে। রাজেশ খান্না-শর্মিলা ঠাকুর। ছবি দেখে তারপর চাঁদের বাড়িতে যাব। সেখানে আমাদের নেমন্তন্ন। চাঁদের মা তোমার জন্যে সর্ষে-শাক আর আস্ত-তড়কা রেঁধে রাখবেন। তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি শুনে তিনি ভীষণ খুশি।

রমেনবাবু কিছু বলার সুযোগ পর্যন্ত পেলেন না।

তিনি দেখলেন, তিনি স্কুটারের পেছনে বসে আছেন, তাঁর সামনে হাসি চাঁদের গাঁয়ে লেপ্টে বসে আছে। আর চাঁদ চালাচ্ছে। রমেনবাবুর চোখের সামনে হাসির সবুজ শাড়ির আঁচলটা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে, মনে হচ্ছে আঁচল নয়, যেন কোনো নিশান; কোনো বিশেষ যুগের নিশান।

প্রথমে খুব ভয় করছিল—জীবনে এই প্রথম স্কুটারে চড়লেন তিনি—কিন্তু এখন ভয় কেটে গেছে। ঝাঁকুনি দিয়ে স্কুটারটা দারুণ জোরে ছুটে চলেছে—হাওয়ায় ঝাপটা লাগছে চোখেমুখে। হঠাৎ রমেনবাবুর মনে হল স্কুটারটা যেন একটা উল্কাপিণ্ড, কোনো অন্য গ্রহের দিকে প্রচণ্ড বেগে দৌড়চ্ছে তাঁকে নিয়ে।

www.BanglaBook.org

কিছুদিন

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বর্ষার জল-পাওয়া ধানগাছগুলো জোলো ভিজে হাওয়ায় জলের ওপর টলমল করছে। জলভেজা ধানক্ষেত পেরিয়ে দূরের বাঁশঝাড়ের আর নানারকম ফলের গাছের জটলার ওপর দিয়ে ঝাঁকি মেরে মেরে এক ঝাঁক পায়রা উড়ে বেড়াচ্ছে।

লালগোলা প্যাসেঞ্জার দু'পাশের জলে তার বাদামী শরীরের ছায়া ফেলে ছুটে চলেছে রানাঘাটের দিকে। জানালার পাশে বসে ঋজুর অনেক কিছু ভাবতে ভাল লাগছে। সারাদিন মাথার কাজ করার পর যখনি একটু সময় পায় ও, বাসের রড-ধরে ভিড়ের গন্ধের মধ্যে দুলতে দুলতে ঝুলতে ঝুলতে অথবা এক-একটা ট্রেনের জানালায়—ও শুধু নয়নার কথা ভাবে। তার শীতের রোদের মত নরম পেলব ত্বকের কথা, তার ঠোঁটের দারুণ মিষ্টি ধুনো ধুনো গন্ধের কথা। তার কথা ভাবতে ভাবতে ঋজুর মন শান্তিতে ভরে আসে। যখন নয়নার কথা ভাবে, ও তখন ওর চারদিকের সব গোলমাল, সব চিৎকার সব কিছু ভুলে গিয়ে নিজেকে ও নিজের ভাবনার পশমের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে কেবলি তার কথাই ভাবতে চায়। শুধুই যার জন্যে ও বেঁচে আছে, যার জন্যে ওর শরীর ও মনকে প্রতিমুহূর্ত এক দারুণ আনন্দের জানালার দিকে প্রতিনিয়ত ঠেলে দিচ্ছে। ওর স্বপ্নময় কবোষ্ণ জগতে, ওর শান্তির সুগন্ধি সামিয়ানার নীচে ও প্রতিদিন নিরুচ্চারের সুরেলা গান গায়।

যা ও নিজে শোনে আর ও ছাড়া একমাত্র অন্য আর একজন শুনতে পায় বলে ও বিশ্বাস করে।

গমগম আওয়াজ করে নদীটা পেরুলো ট্রেনটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই রানাঘাট স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালটা দেখা গেল।

www.BanglaBook.org

গাড়িটার বেগ কমে এল। তারপর লালগোলা প্যাসেঞ্জার রানাঘাট স্টেশনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ফার্স্ট ক্লাস চেয়ার-কারের অ্যাটেণ্ড্যান্ট বেলডাঙ্গা স্টেশনে একটি পাকা কুমড়ো কিনেছিলেন। কুমড়োটার গায়ে একবার সস্নেহে হাত বুলিয়ে প্যাসেঞ্জারদের দিকে চেয়ে বললেন, কেউ চা খাবেন স্যর ?

চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল ঋজুর। ও চায়ের অর্ডার দিল।

রেলওয়ে কেটারিং-এর বেয়ারা এসে এক পট চা দিয়ে গেল। চা'টা বেশ আরাম করে খেল ঋজু। চা খেতে খেতে ঋজুর গতকালের কথা মনে পড়ে গেল।

কাল নয়না কেমন সুন্দর সহজ ভঙ্গিতে শাড়িটা বুকের উপর ফেলে বাঁকা হয়ে বসেছিল ঋজুর সামনে, ও কেমন চা ঢালতে ঢালতে ঋজুর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। ও কোনো কথা বলছিল না। ওরা কোনো কথা বলছিল না। অথচ সেই নীরবতা, ওর সুন্দর আঙুলের চামচ-নাড়ার টুং-টাং শব্দে আর চোখের চাউনিতে কেমন সরব হয়ে উঠেছিল।

ঋজু চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবছিল, কিছু না বলেও কত কথা বলা যায়, আশ্চর্য। ভাগ্যিস মানুষের চোখ ছিল। তাই তো ও চোখ মেলে নয়নার চোখে এমন করে তাকাতে পারে।

বেয়ারা এসে চায়ের দাম নিয়ে ট্রে নামিয়ে নিয়ে চলে গেল।

এমন সময় একদল বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, এই দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে বয়েস হবে, ফুটবল খেলে কাদামাখা শরীর ও পোশাক নিয়ে কামরার দরজায় এসে দাঁড়াল। ওরা ইতস্তত করছিল। সকলে মিলে উঠে পড়ে চেয়ার-কারের পরিষ্কার সীটগুলোকে নোংরা করবে কিনা ভাবছিল, এমন সময় ওদের মধ্যে থেকে একটা দশ বছরের ছেলে দরজায় দাঁড়ানো অ্যাটেণ্ড্যান্টকে বলল, কিরে শালা, দেখছিস কি ? দরজা খোল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট একবার মুখ ফিরিয়ে গাড়ির ভিতরটা দেখে নিল। যাত্রীদের মুখের দিকে। ঋজুও তাকাল একবার মুখ ফিরিয়ে। চেয়ার-কারের এদিকটাতে দু'জন দারোগাবাবু এবং আরও জন আটেক ভদ্রলোক ছিলেন। সকলকে পোশাকে-আশাকে ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছিল। দারোগাবাবুদের চেহারা হালুইকরের দোকানের যোগানদারের মত। তফাৎ এই যে, গামছা না পরে ইউনিফর্ম পরেছেন। দু'দিকে দু'পা ছড়িয়ে তাঁরা কোলা ব্যাঙের মত বসেছিলেন। দু'জনেরই হাতের কাছে মেঝেতে শোয়ানো প্রায় দু' কেজি সাইজের একটি করে মুখ হাঁ-করা কালো কাতলা মাছ। দারোগাবাবুদের কোমরে চামড়ার বেল্টে রিভলবার।

যখন কোনো যাত্রী কোনো কথা বললেন না, তখন অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট দরজায় দাঁড়ানো ছেলেটিকে বললেন, কি হচ্চে ভাই? টিকিট কাটোনি, কিছু না, লক্ষ্মী সোনা, এখানে গোলমাল করো না।

নেতা-গোছের ছেলেটি ধমকে উঠল, বলল, চোপ্। আমি কি তোর সাঁটুলি, যে সোনা সোনা কচ্ছিস?

তারপর ব্যাপারটা যে কি হল বোঝা গেল না।

কামরা শুদ্ধু ভদ্রলোকদের ভাবলেশহীন মুখগুলির দিকে তাকিয়ে কোনো সাহায্য পাবার আশা না দেখে অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে লক করে দিলেন ভিতর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের হুইসেলও বাজল।

ছেলেগুলো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে শালা রেলের চাকর, চল পায়রাডাঙ্গা। তোর টেংরী খুলে নেব। বলেই, ছেলেগুলো ঝপাঝপ আশে-পাশের গাড়িতে উঠে পড়ল।

ট্রেনটা ছেড়ে দিতেই এতক্ষণ যে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী চুপ করে বসে ছিলেন তাঁরা সবাই যুগপৎ নড়েচড়ে বসলেন। দু'জনের মধ্যে যে দারোগাবাবু পান খাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, কি করণ যায় কয়েন তো?

পরক্ষণেই পেছনের সীট থেকে একজন বলে উঠলেন, পরের স্টেশনই পায়রাডাঙ্গা—জানালা-দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে

www.BanglaBook.org

থাকুন মশাই—নইলে সর্বনাশ হবে।

ঋজুর মাথার মধ্যে একটা পোকা নড়ে উঠল। ও বলল, এ আপনারা কি বলছেন? অতটুকু অতটুকু দশ বারো বছরের ছেলেদের ভয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে থাকতে হবে?

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই, অনেক হয়েছে। বীরত্ব দেখাতে চান আপনাকে একা একা প্লাটফর্মে নামিয়ে দিচ্ছি, বীরত্ব দেখান গিয়ে সেখানে। আপনার মত বীরত্ব দেখাতে গিয়ে আমাদের ইজ্জত খোয়াতে রাজি নই আমরা। ইঁট-পাটকেল ছুঁড়লে মাথা যখন ফেটে যাবে তখন কি আপনি বাঁচাবেন? আমরা সকলে শান্তিপ্রিয় মশাই। অশান্তির মধ্যে আমরা নেই; যাবও না কখনো।

দারোগাবাবু ততক্ষণে জানালা বন্ধ করে ফেলেছেন। জানালাটা একটু তুলে, থুক্ করে পানের ছিবড়ে ফেলে বললেন, মশায়ের কি বক্তব্য?

ঋজু বলল, আমরা কি চুরি করেছি যে দরজা-জানালা বন্ধ করে অন্ধকূপে বসে থাকতে হবে?

ঋজুর পাশের স্যুট-পরা ভদ্রলোক পকেট থেকে দামী রুমাল বের করে সশব্দে একবার নাক ঝাড়লেন, তারপর এক গাদা থকথকে কফ রুমালে মুড়ে রুমালটি আবার পকেটে রেখে বললেন, ইজ্জত আগে, না আপনার গোঁয়ার্তুমি আগে? আপনার জন্যে কি মান-ইজ্জত খোয়াবো মশাই?

এত লোকের বিরুদ্ধাচরণ করতে একা একা পেরে উঠবে না দেখে ঋজু চুপ করে থাকল।

দেখতে দেখতে তার দু' পাশের জানালা—কাচ-কাঠ-জাল-সব ঝপাং ঝপাং করে সবাই বন্ধ করে ফেললেন। গাড়িটা অন্ধকার হয়ে গেল। অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট আলো জ্বেলে দিলেন গাড়ির।

সম্মানিত ভদ্রলোকেরা গম্ভীর মুখে বসে খবরের কাগজের জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় পড়তে লাগলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন হঠাৎ বললেন, এ-দেশের আর কিছু হবে না।

দ্বিতীয় দারোগাবাবু বললেন, তাড়াতাড়িতে ভাল সোনামুগ পাওয়া গেল না কৃষ্ণনগরে। পাওয়া গেলে কাতলা মাছের মুড়ো দিয়ে ভাল ডাল খাওয়া যেত।

দেখতে দেখতে ট্রেনটা পায়রাডাঙ্গা স্টেশনে এসে গেল।

ট্রেনটা থামতেই কতগুলো নিষ্পাপ কচি গলার স্বর শোনা গেল বাইরে প্লাটফর্মে।

একজন বলল, ছাখরে, শালারা সব ভয় পেয়ে জানালা খড়খড়ি আটকে বসে আছে। বলতেই ওরা সমস্বরে হো হো করে হাসতে লাগল। কে যেন বলল, শালারা কুকুরের বাচ্চারে। তারপর আরেকজন বলল, মার শালাদের। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা সকলে মজা পেয়ে গেল। বন্ধ দরজা-জানালায় দমাদম কিল-ঘুষি মারতে লাগল। দু-একটা ইঁটও পড়ল। গাড়ির মধ্যের ভদ্রলোকেরা সবাই দরজার বন্ধ লকের দিকে চেয়ে তাঁদের ইজ্জত যে এ-যাত্রা নির্বিঘ্নে রক্ষা পেল এটা জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে খবরের কাগজ—পড়তে লাগলেন অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে।

এমন সময় ঋজুর মাথার সেই পোকাটা আবার নড়েচড়ে উঠল। ঋজু এক দৌড়ে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। দরজা খুলেই দরজায় দাঁড়িয়ে ছেলেগুলোকে ধমক দিয়ে বলল, তোমরা কি করছ কি?

ছেলেগুলো অতবড় গাড়ির রুদ্ধ দরজা-জানালার মধ্যে থেকে একমাত্র রোগা-পাতলা একজন লোককে ওরকম সাহসের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে দেখে ওদের উল্লাস থামিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল।

পুরো ব্যাপারটাই ওরা প্রথমে শুধু মজা করবার জন্যেই শুরু করেছিল রানাঘাট স্টেশনে—কিন্তু গাড়িশুদ্ধ ধেড়েগুলো যে এমন কেঁচোর মত কুঁকড়ে যাবে তা ওরা ভাবতেও পারেনি। এটা দেখে ওদের মজাটা অনেক গুণ বেড়ে গেছিল। ঋজুকে দেখে ওদের সম্মান করতে ইচ্ছে করল প্রথমে। কিন্তু পরক্ষণেই ওরা বুঝতে পারল যে, ওকে সম্মান করার মানে নিজেদের অপমান করা। তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছাড়া ওদের মজার নাটকটা যখন প্রায় জমে উঠেছিল তখন কেউ তাতে বিঘ্ন ঘটাক এ ওরা চায়নি। একজন চেঁচিয়ে উঠল, উরেঃ শ.শালা— এ তো দেখি বাঘের বাচ্চা। আর একজন টিপ্পনি কাটল, কুকুরের বাচ্চার দলে বাঘের বাচ্চা?

ঋজু বলল, তোমাদের হয়েছে কি? তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ছেলেগুলো নিঃশব্দে ও নীরবে একবার সব ক'টা বন্ধ জানালার দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। ওরা বুঝতে পারল, এক পাল কুকুরের বাচ্চার মধ্যে একটা বাঘের বাচ্চাকে একবারে মানায় না।

একটি ছোট ছেলে আচমকা একটা আধলা ইঁট ছুঁড়ে মারল ঋজুর দিকে। ইঁটটা ঋজুর চোখে গিয়ে লাগল। চশমাটা ভেঙে দিয়ে ডান চোখটা একেবারে থেঁতলে দিল ইঁটটা। ঋজু চিৎকার করে উঠে চোখে দু' হাত চাপা দিয়ে প্লাটফর্মের ওপরে পড়ে গেল। বাঁ চোখটা খুলে দেখল, ওর ডান চোখের রক্তমাখা থেঁতলানো মণিতে ওর ডান হাতের আঁজলা ভরে গেছে।

ঋজু পড়ে যেতেই, পান-খাওয়া দারোগাবাবু দৌড়ে এসে দরজাটা ভেতর থেকে লক করে দিলেন।

ছেলেগুলো সবাই ওদের হারানো-মজা ফিরে পেয়ে অন্ধ ঋজুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক গাড়ি কুকুরের বাচ্চার সামনে ওরা মনের আনন্দে একটা দলভ্রষ্ট বাঘের বাচ্চাকে পেয়ে হাতের সুখ, ওদের অপ্রতিহত ইচ্ছার সুখ করে নিতে লাগল।

কতক্ষণ ওকে মাটিতে ফেলে ছেলেগুলো সমানে মারতে লাগল তা ঋজুর মনে নেই, ঋজু ওর ঘোরের মধ্যেই শুনতে পেল হুইসল বাজিয়ে রুদ্ধ জানালার ইজ্জতদার গাড়িটা ধীরে ধীরে, ওর সব সহযাত্রীর কালো কফের মত সম্মান বুকে নিয়ে প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল।

জ্বরের মধ্যে বিড় বিড় করে ঋজু বলল, নয়না, আমার মানুষের চোখ এরা উপড়ে নিয়েছে। এই রক্তাক্ত কোটরে আমি একটি বাঘের চোখ বসিয়ে নেব। কিছুদিন আমার মানুষের চোখ, ভালবাসার চোখ বিশ্রাম নিক। এখন বাঘের চোখের দিন; কিছুদিন।

www.BanglaBook.org

দেওয়ার সময়

বৌদি রীতিমত হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল। বলল, তুই যে কি হয়েছিস, তা বলার নয়। নিজেদের জামা নিজেরা পছন্দ করলেই পারিস। একটা আনলাম, তা রঙ পছন্দ হল না। আরেকটা আনলাম—গায়ে ছোট হচ্ছে—যেমন চেহারা করেছিস! কোনো কোম্পানির স্ট্যাণ্ডার্ড জামাই তোর গায়ে হবে না। কলার সাইজ দেখে কিনলেও জামা গায়ে ঠিক হয় না, এমন কোথাও শুনিওনি; দেখিওনি।

বিজু বলল, আহাঃ অত চটছ কেন? একটা কোকো-কোলা খাবে? এনে দেব? দেওরের দোষ কি বল? বৌদির মতই তো দেওর হবে।

মিনু হঠাৎ চটে উঠে বলল, ছাখ বিজু আমার সঙ্গে লাগিস না। মোটা হয়েছি তো বেশ—তোর দাদা মোটা বৌ-ই পছন্দ করে। তোর বৌ রোগা দেখে আনিস, তাহলেই হবে। যার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিস সে তো ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে—তাই বুঝি আমার সঙ্গে সব সময় খুনসুটি।

বিজু এবার বলল, বসো বসো রাগ করো না। আসলে কি জান, ঐ পুজোর বাজারের ভীড়ে একগাদা মেয়েদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কাউন্টারের সামনে গরমে ঘেমে জামা কেনা আমার কোনোদিনও পোষাবে না।

—আহা। মেয়েদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করতে যেন কি খারাপই লাগে।

—বিশ্বাস কর—মেজাজ গরম হয়ে যায়। তোমরা, রিয়্যালি বৌদি; নাছোড়বান্দা জাত। দাদার সঙ্গে তো পান থেকে চুনটি খসলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে তোমার, অথচ দোকানে গিয়ে শাড়ির সঙ্গে

www.BanglaBook.org

ম্যাচ করে ব্লাউজের কাপড় কিনতে তো ধৈর্যচ্যুতি হয় না। সত্যি বৌদি। তোমাদের বুঝতে পারি না।

—থাক্ আর বুঝে কাজ নেই। পরীক্ষাটা পাশ করো—তারপর কে কাকে বোঝায় আমি দেখব। রাস্তায় রাস্তায় দু'জনে দু'জনকে বাংলা-পড়ানো আমি বন্ধ করব।

বিজু হেসে ফেলল—বলল, করেছ কি? বাংলা-পড়ানোও শিখে ফেলেছ।

—যা দিন কাল পড়েছে, শুধু বাংলা-পড়ানো কেন হিব্রু, লাতিন অনেক কিছু পড়ানোই শিখতে হবে।

এমন সময় দাদার সাত বছরের মেয়ে রুমি লাফাতে লাফাতে ঘরে এল, বলল, কাকুমণি, দাদু তোমাকে ডাকছে—তোমার জন্যে প্যাণ্টের কাপড় কিনে এনেছে দেখবে এসো। বিজু ইতস্তত করে উঠল। রুমি ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। মিনু আড়চোখে হাসল, তারপর বলল, যাও, বুড়ো খোকার জন্যে বাবা লাল জামা এনেছেন, দেখে এসো—পরের বছর হিন্দুস্থান পার্কের শ্বশুর-পার্টি স্যুট দেবে। যাও।

বিজু বলল, যাং বৌদি তুমি একেবারে বকে গেছ। 'শ্বশুরপার্টি', বলছ? দাঁড়াও দাদা আসুক, বলে দেব।

মিনু হাসল, বলল, ভাল লোককেই বলবি—। শিখলাম কার কাছে? কথায় কথায় আমাকে বলে কি জানিস? বলে আমার বাবার মত কঞ্জুসপার্টি নাকি আর দেখেনি।

—বিজু হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ২ ॥

আজ রবিবার। পুজোর আগের রবিবার। গতকাল মহালয়া গেছে। পাড়ার কারোরই পুজোর কেনা-কাটা এখনো শেষ হয়নি। কেউ কেউ সবে বোনাস পেয়েছে। কেউ কেউ পাবে এই আশায় অফিসের সামনে লাল ফেসটুন ঝুলিয়ে ত্রিপলের তলায় বসে আছে দিবারাত্রি। কেউ বা সরকারি চাকরি করে। তাদের বোনাস নেই। তারা নানা উপায়ে পুজোর আগে তড়িৎ-ঘড়িৎ দু'চার পয়সা কামাবার ফিকিরে আছে।

রোদটায় পুজো পুজো গন্ধ লেগেছে। আকাশের দিকে তাকালে ভাল লাগে—যদিও পড়ার চাপে আকাশের দিকে তাকাবার অবকাশ নেই। পুজো পেরুলেই পরীক্ষা।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। এখন পাড়াটা শান্ত। কোনো কোনো বাড়িতে রেডিও বাজছে। গলির মোড়ের নিমগাছে বসে একটা কাক ঘাড় বেঁকিয়ে পাশের বাড়ির দিকে কি যেন দেখছে। মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে দু-একটা গাড়ি যাচ্ছে। বিজুদের বাড়ির সামনে রাস্তায় একটি পট-হোল হয়েছে। তার ওপর গাড়ির চাকা পড়ছে আর গুবুক-গাং করে এক একটা আওয়াজ হচ্ছে। রাস্তায় না তাকিয়েও আওয়াজ শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে একটা গাড়ি গেল।

বিজু একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেটটা শেষ হলে ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টা শোবে—তারপর চোখে মুখে জল দিয়ে আবার অ্যাকাউন্ট্যান্সী করতে বসবে।

সিগারেটটা হাতে নিয়ে এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রাস্তার দিকে চাইতেই বিজুর চোখ পড়ল মেয়েটার দিকে। একটা আট-দশ বছরের মেয়ে—সামনের বাড়ির রকে বসে আছে। মেয়েটির মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা—গায়ের রঙ ভীষণ কালো—গা-মাথা ধুলো ভর্তি—গায়ে একটা নীল মোটা কাপড়ের ছেঁড়া জামা—মেয়েটা মাথা নিচু করে রকে বসেছিল। মেয়েটা গড়িয়াহাটার

www.BanglaBook.org

শাড়ির দোকানের ছাপ-মারা সাদা কার্ডবোর্ডের একটা নতুন বাক্স হাতে ধরে বসেছিল। মাঝে মাঝে মেয়েটা বাক্সের ডালাটা একটু খুলছিল আবার তাড়াতাড়ি বন্ধ করছিল। মেয়েটার টানা-টানা চোখ মুখে কোথায় কি যেন এক সমর্পণ তন্ময়তা, এমন নির্লিপ্তি ছিল যে মেয়েটার মুখ নিচু করে বসে থাকা—বড় বড় কালো চোখ মেলে মাটির দিকে চেয়ে থাকা দেখে—মেয়েটাকে আর দশটা ভিখারির মেয়ের মত মনে হচ্ছিল না। তাছাড়া, মেয়েটা নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ওখানে বসে আছে—কিন্তু ভিক্ষা চাওয়া বা চেঁচানো কিছুই সে করছিল না। তার সেই শান্ত তন্ময়তার মধ্যে ভয়ন্ত এক করুণ ভাব ছিল, যা ব্যথাতুর করে তোলে। বিজু ভাবল—ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করে ও খাবে কিনা কিছু। তারপরই ভাবল, বাড়িশুদ্ধ সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। ঠাকুরও বোধহয় ভাত বেড়ে নিয়েছে। এহেন সময় তার হঠাৎ-বদান্যতায় অনভ্যস্ত বাড়ির সকলে হয়ত বিরক্ত হবে। তাই মনের ইচ্ছা মনেই রইল।

একটু পরে মেয়েটা আবার সেই শাড়ির বাক্সের ডালাটা খুলল—অমনি ঐ মেয়েটার মতই কালো দুটি ছোট ছিপছিপে টিকটিকি লাফিয়ে বাক্স থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল, তারপর তরতর করে দেওয়ালে উঠে রেইন ওয়াটার পাইপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। মেয়েটা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল—তারপর সেই পুজোর গন্ধভরা সুন্দর খালি বাক্সটা সাবধানে হাতে নিয়ে—রক থেকে নেমে ধীরে ধীরে হেঁটে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল। বিজু অনেকক্ষণ—যতক্ষণ মেয়েটাকে দেখা যায় —ততক্ষণ—ঐ দিকে চেয়ে রইল। কেন জানে না, ওর মনে হল এই পুজোর পরিবেশ, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ি বাড়ি যে পুজো পুজো আবহাওয়া হয়েছে তার ছোঁয়া মেয়েটার শরীরে কি মনে কোথাও যেন লাগেনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

তারপর থেকে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বারবার মেয়েটার কথা মনে পড়েছে বিজুর। সেদিনের পর মাত্র আর একবার দেখতে পেয়েছিল মেয়েটিকে।

সেবার রকের উপর বসা অবস্থায় নয়। দরজায় হেলান দিয়ে পথে বসে, আধ-ঘুমন্ত অবস্থায়। ওকে তখন দেখে বিজুর হঠাৎ মনে হয়েছিল যে মেয়েটির চোখে সমস্ত বুড়ো-বুড়ির ঘুম জড়িয়ে গেছে—ও যেন ইচ্ছে করেও তা আর ছাড়াতে পারছে না।

কিন্তু তবু মেয়েটাকে দেখেই ওর জন্যে যে বিজুর কিছু করণীয় আছে তা বিজুর একবারও মনে হয়নি।

যারা চিৎকার করে না, অথবা যারা হাত তুলে চাই চাই—দিতে হবে, 'কেড়ে নেব' ইত্যাদি বলে না, তাদের দাবী নিরুচ্চারই থাকে—তাদের যে কিছু চাইবার আছে তা আমরা দেখেও দেখি না—তাদের নীরব চোখের ভাষা আমাদের চোখে পড়ে; কিন্তু চোখ কাড়ে না। মনে পড়ে; কিন্তু মনে থাকে না। তাই বিজুরও মনে ছিল না, মনে হয়নি একবারও যে, সেই ছোট মেয়েটির জন্যে তার কিছুমাত্র করণীয় আছে।

হঠাৎ করে মনে পড়ল, ষষ্ঠীর দিনে। যখন রাধা বিজুকে ফোন করছিল। রাধা বলল, আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—কেন?

—বলব না এখন। তোমার জন্যে একটা জিনিস কিনেছি। আমার পুজোর প্রেজেন্ট।

—কেন কিনেছ? তুমি কি রোজগার কর?

—রোজগার করার অপেক্ষায় বসে থাকলে তোমাকে কিছু দেবার মন, তোমাকে কিছু দেবার সময় সব হয়ত ফুরিয়ে যেত। তাই তর

www.BanglaBook.org

সইল না। তাছাড়া আমার পকেট-মাণি থেকে বাঁচানো টাকা কি আমার নয়?

রাধা যখন এ কথা বলছিল ঠিক ঐ সময় ঐ মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল বিজুর। বিজুও রোজগার করে না। এখনো ছাত্র ও। তবু অফিস থেকে কিছু অ্যালাওয়েন্স পায় আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হিসাবে। একটু চুপ করে থেকে বিজু বলল, রাধা, আজ বিকেলে তো যেতে পারব না।

হতাশ গলায় রাধা বলল, পারবে না? কেন?

—বিকেলে আমি আধ ঘণ্টার জন্যে বেরুব একটু হাঁটতে—পরীক্ষা তো এসে গেছে—কিন্তু আজ ঐ আধ ঘণ্টায় অন্য একটা কাজ করার আছে।

রাধা অভিমানভরা গলায় বলল, কি কাজ? পিয়ালির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে বুঝি?

বিজু হাসল, বলল, পিয়ালির সঙ্গে নয়, অন্য একজনের সঙ্গে।

—নাম বলবে না? রাধা ঠাট্টা করল।

—নাম জানি না সত্যি। এখনো তার নাম জানি না।

এমন সময় সিঁড়িতে বৌদির গলা পেয়েই বিজু বলল, এই ছাড়ছি—তুমি এক কাজ কর সপ্তমীর দিন সকালে চাঁদে এস।

—রাধা বলল, চাঁদে? কোন দিকে থাকব? Sea of Tranquility-র দিকে?

বিজু বলল, হ্যাঁ। দশটা নাগাদ এস। তারপর রণেনদের পাড়ার মণ্ডপে একসঙ্গে অঞ্জলি দেব।

ফোন ছাড়তে না ছাড়তে বৌদি পর্দা ঠেলে বসবার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই বলল—কি রে? ফোনে ফোনে কি পড়া হচ্ছিল? অডিটিং?

বিজু সিরিয়াস মুখে বলল, আচ্ছা বৌদি দশ বছরের মেয়ের জামা কিনতে গেলে দোকানে কি বলব? দশ বছরের মেয়ের জামা দিন বললেই হবে? না কোনো সাইজ-টাইজ আছে—ছেলেদের সাইজের মত?

www.BanglaBook.org

বৌদি বলল, না। গিয়ে বললেই হবে। কার জন্যে জামা কিনবি? রুমির জন্যে কিনিস না কিন্তু—মেয়েটাকে সকলে মিলে তোরা নষ্ট করছিস। ওর প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি আছে।

বিজু বলল, না রুমির জন্য নয়।

—সত্যি বলছি, আর কিছু কিনিস না।

বিকেলের দিকে বিজু লক্ষ্মণকে ঘরে ডেকে শুধোলো—ঐ যে কালো মেয়েটা চুপ করে সামনের বাড়ির রকে মাঝে মাঝে বসে থাকে মেয়েটা কে রে?

লক্ষ্মণ বলল, ওর মা বাবা নেই, ওর মাথা খারাপ। ওর এক কাকা সামনের বাড়ির একতলার মাদ্রাজীর বাড়ি কাজ করে—ও' তাই এসে চুপ করে বসে থাকে।

—আজ বিকেলে আসবে?

—জানি না। আসতে পারে।

—কোনদিক দিয়ে আসে রে?

—লেকের দিকের রাস্তা দিয়ে আসে।

চারটে বাজতেই বিজু জামা কাপড় পরে, মানি-ব্যাগটা হিপ পকেটে ফেলে রাস্তা ধরে লেকের দিকে এগিয়ে গিয়ে মোড়ে দাঁড়াল। মেয়েটার আসবার সময় হয়েছে।

বাড়ির সামনে থেকে ওকে ডেকে নিয়ে গেলে ফিরে এসে দশ-জোড়া কৌতূহলী চোখের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে হবে। মেয়েটা এলে ওকে নিয়ে গিয়ে একটা জামা কিনে দেবে বিজু—ওকে পছন্দ করতে দেবে—যেটা ওর ভাল লাগে। মা-বাবাহীন বোবা মেয়েটার জীবনে এত বড় প্রাপ্তির দিন বোধহয় আর আসেনি। ওর জামা কিনে দেওয়ার পরও যদি যথেষ্ট সময় থাকে হাতে তাহলে রাধাকে একটা ফোন করবে দোকান থেকেই—চলে আসতে বলবে Sea of Tranquility-তে—তারপর একটা পুণ্য কর্মের আনন্দে আনন্দিত হয়ে সেদিন বিজু অনেকক্ষণ রাধার সঙ্গে হেঁটে বেড়াবে। রাধার হাতের সঙ্গে হাত ছুঁইয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরই মেয়েটিকে আসতে দেখা গেল। বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে চওড়া ফুটপাথের গাছের ছায়ায় ছায়ায় মুখ নিচু করে দশ বছরের মেয়েটি হেঁটে আসছে। সেই নীল রঙ জামা গায়ে। জামাটা ছেঁড়া যে শুধু তাই নয়, এতই নোংরা যে নীল রঙটাকে কালো বলে মনে হয়। মেয়েটা নরম কাঁচা সোনা রোদ্দুরে একটি শীর্ণ-গ্রীবা রোগা কাকের মত মুখ নিচু করে কি যেন ভাবতে ভাবতে আসছে। বাঁ হাতে কোমরের কাছে সেই শাড়ির বাক্সটা ঠিক ধরা আছে।

মেয়েটা কাছে এসে গেছে, এবার বিজু ওকে ডাকল, বলল, অ্যাই শোন, শুনছ? মেয়েটা ভয় পেয়ে মুখ তুলে তাকাল চারদিকে—তারপর বিজুকে দেখতে পেয়ে খুব অবাক হল। ওর মুখ দেখে মনে হল বহু দিন ওকে এমন আমন্ত্রণী স্বরে কেউ ডাকেনি—এ ডাক যেন ও ভুলে গেছিল, কোন্ পর্দায় যে আমন্ত্রণের সুর বাজে, ওর কান তা ভুলে গেছিল।

মেয়েটা রাস্তা পার হয়ে গাছের নীচে দাঁড়ানো বিজুর দিকে আসতে লাগল—বিজুর ভীষণ আনন্দ হতে লাগল। নিজেকে বেশ মহৎ বলে মনে হতে লাগল। বিজুর মনে হল এ বছর ষষ্ঠীর দিনে ও এমন একটা দারুণ কাজ করতে যাচ্ছে—যার জন্যে সারা পুজো তার আনন্দে কাটবে। এমন সময় হঠাৎ একেবারে হঠাৎই, যেমন হঠাৎ এসব দুর্ঘটনা ঘটে—একটি গাড়ি খুব স্পীডে মোড় ঘুরেই আর সামলাতে পারল না—একজন রোগা ড্রাইভার ছ-জন মহিলা যাত্রীণী সমেত, অতবড় গাড়িটাকে বোধহয় সামাল দিতে পারল না—ব্রেক-চাপার প্রচণ্ড শব্দ সত্ত্বেও গাড়িটা মেয়েটাকে গিয়ে ধাক্কা মারল। মেয়েটা ছিটকে হাত পা ছড়িয়ে প্রায় বিজুর কাছাকাছি এসে পড়ল ফুটপাথে। হাত থেকে শূন্য সাদা প্যাকেটটা ছিটকে গেল। মেয়েটা বিজুর দিকে তাকিয়ে একবার ওঠবার চেষ্টা করল তারপর আবার শুয়ে পড়ল। মনে হল ও অনেকদিন ভাল করে ঘুমোয়নি বলে এবার আরামে ঘুমোবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর কি হল বিজুর মনে নেই। অনেক লোক দৌড়ে এল—গাড়িটা ঘিরে ফেলল—ড্রাইভারকে চড়-থাপ্পড় লাগাল। তারপর চোখের নিমেষে মেয়েটাকে সেই নতুন শাড়ির গন্ধভরা গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

একটু পরেই ভীড় পাতলা হয়ে এল। কিছু স্ত্রী-পুরুষ—যেখানে কালো মেয়েটার মাথার চাপ চাপ লাল রক্ত ফুটপাথে পড়েছিল—সেদিকে তাকিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত গলায় নানা রকম মন্তব্য করতে লাগল।

বিজু তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিজুর মনে হল কাউকে কিছু দেবার থাকলে কখনও দেরি করতে হয় না। সমারোহ করে ডেকে নিয়ে আত্মশ্লাঘায় বেঁকে গিয়ে গর্বভরে কাউকে কিছু দান করতে হয় না। কারো জীবনেই কাউকে কিছু দেওয়ার সময় বেশি আসে না—ক্বচিৎ—কখনো—তা যদি আসেই তখন এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে তার হাতে—যা দেবার তা নিজের হাতে পৌঁছে দিতে হয়।

সে নিজে তা নিতে আসবে কবে সে অপেক্ষায় কখনো দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না।

BanglaBook.org

—